শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা

শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থেন
বিরচিতা

শ্রীনন্দ কুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থেন
পরিশোধিতা

শ্রীনিখিলানন্দ গোস্বামি কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থেন
প্রকাশিতা

সুর্য্য-প্রেস
৩৩নং গৌরীবেড় লেন, কলিকাতা
শ্রীমধুসূদন নাথ দ্বারা মুদ্রিত
চৈত্র সন ১৩৩৫ সাল

ভূমিকা

এই গ্রন্থে শাস্ত্রানুসারে একাদশীর কর্ত্তব্যতা লিখিত হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্র মানেন না, তাহাদের সম্বন্ধেও—

"শরীর মাদৌ খলু ধর্ম্ম সাধনং।"

এই ন্যায়ে শরীর রক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত, একাদশীর কর্ত্তব্যত্ব যুক্তি অনুসারে প্রদর্শিত হইতেছে—

চন্দ্র কলার ক্রিয়ারূপ বা চন্দ্র কলার ক্রিয়াদ্বারা উপলক্ষিত কালই তিথি।

অমাদি পৌর্ণমাস্যান্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ।

তিথয় স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে!॥

অমাবস্যা অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের যে সমস্ত কলা, তাহা তিথি নামে প্রসিদ্ধ।

হে বরাননে! চন্দ্রের কলা ষোলটী।

মাসে দুইটী পক্ষ হইতেছে, শুক্ল এবং কৃষ্ণ।

চন্দ্র বৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ, কৃষ্ণ শ্চন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ॥

শুক্ল পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। উভয় পক্ষেই তিথি পঞ্চদশটি।

প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনরটি তিথি কৃষ্ণপক্ষে হয়।

আর প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনরটি তিথি শুক্লপক্ষে হয়।

দর্শান্তাঃ কৃষ্ণপক্ষে তাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ শুক্লকে।

ইতি তিথিতত্ত্বং।

শুক্লপক্ষে।

প্রথম কলায় বা এক কলায় প্রতিপদ; দুই কলায় দ্বিতীয়া, তিন কলায় তৃতীয়া; চারি কলায় চতুর্থী; পাঁচ কলায় পঞ্চমী; ছয় কলায় ষষ্ঠী, সাত কলায় সপ্তমী, আট কলায় অষ্টমী; নয় কলায় নবমী; দশ কলায় দশমী, এগার কলায় একাদশী; বার কলায় দ্বাদশী; তের কলায় ত্রয়োদশী; চৌদ্দ কলায় চতুর্দ্দশী; পনর কলায় পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা হইতে ক্রমে এক এক কলাহীন হইয়া কৃষ্ণপক্ষের প্রতি পদাদি হয়।

কৃষ্ণপক্ষে।

চৌদ্দকলায় প্রতিপদ; তেরকলায় দ্বিতীয়া, বার কলায় তৃতীয়া; এগার কলায় চতুর্থী, দশ কলায় পঞ্চমী, নয় কলায় ষষ্ঠী, আট কলায় সপ্তমী; সাত কলায় অষ্টমী; ছয় কলায় নবমী; পাঁচ কলায় দশমী; চারি কলায় একাদশী; তিন কলায় দ্বাদশী; দুই কলায় ত্রয়োদশী; এক কলায় চতুর্দ্দশী; কলাহীনে অর্থাৎ পনর কলা হীনে অমাবস্যা। অমাবস্যায় পনর কলাই থাকে না। তিথির, অমাবস্যার পর হইতে বৃদ্ধি, অমাবস্যায় ক্ষয়। অমা ক্ষয়োদয় রহিতা নিত্যা ষোড়শ রূপা।

তিথি অনুসারে সমুদ্র-জলের জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে।

দশমীতে জোয়ার ভাটার সমতা থাকিয়া একাদশী হইতে ক্রমে জোয়ার বৃদ্ধি হইতে থাকে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অতিশয় বৃদ্ধি হয়, প্রতিপদাদিতে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া জোয়ার কমিতে থাকে, দশমীতে সমতা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ তিথি অনুসারে শারীরিক রসের অবস্থাও হয়। একাদশী হইতে শারীরিক রসের বৃদ্ধি হইতে থাকে, অমাবস্যাও পূর্ণিমায় অতিশয় বৃদ্ধি হয়, প্রতিপদ হইতে কমিতে কমিতে দশমীতে সমতা প্রাপ্ত হয়। একাদশী হইতে রসবৃদ্ধি হওয়ায় শারীরিক গ্লানি উপস্থিত হয়, অসুখ বোধ হয়, অমাবস্যাও পূর্ণিমাতে ইহা বেশ অনুভব করা যায়।

জোয়ারের মুখে একাদশীর উপবাসে শরীরের রস শুষ্ক হইয়া যায়, স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, শরীর ভাল থাকে, অমাবস্যাও পূর্ণিমায় রাত্রি ভক্ষণ নিষেধ। তাহার কারণ, রাত্রিতে ভোজন না করিলে শরীরের রস শুষ্ক হইয়া যায়, শরীরের ভার নষ্ট হয়, তাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, শরীর ভাল থাকে।

কামশাস্ত্রে মুনিগণ বিধি নিষেধের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় শাস্ত্র লোপ পাইয়াছে। ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকায়, ধর্ম্মের আচরণ না করায়, বিধি নিষেধ না মানায়, আর্য্যজাতি দুর্ব্বল, সাহসহীন, রোগগ্রস্ত ও পরাধীনতার নিষ্পেষণে অন্ন বস্ত্রের অভাবে অকাল মৃত্যুতে দিন দিন নির্ব্বংশ হইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—দশমী বিদ্ধা একাদশী ও অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাসের নিষেধ কেন? তাহার কারণ,—দশমীতে রসের সাম্যাবস্থা থাকে; রস একাদশী সংযোগে ততটা জোয়ার বা বর্দ্ধিত হয় না।

শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ১

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা

শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থেন

বিরচিতা

শ্রীনন্দ কুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থেন

পরিশোধিতা

এবং

শ্রীশ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা

শ্রীনন্দ কুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থেন

প্রণীতা

তেনৈব পরিশোধিতাচ

একত্র

শ্রীনিখিলানন্দ গোস্বামি কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থেন

প্রকাশিতা

মূল্য ২৲ টাকা। কাপড়ে বান্ধান ২॥০

পুস্তক প্রাপ্তি স্থানের ঠিকানা-

১। শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র পালের নিকট,
৩০নং গৌরীবেড় লেন, কলিকাতা।

২। গুরুদাস লাইব্রেরী,
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৩। ঢাকা পুস্তকালয়।

৪। শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামীর নিকট
ময়মনসিংহ, বাণীগ্রাম,
পোঃ আঃ মধ্যপাড়া।

ছাপা ভাল, কাগজ ভাল।

মূল্য ২৲ টাকা। কাপড়ে বান্ধান ২৷৷০ টাকা

ভিঃ পিঃ খরচ ৷৷০

তাহাতে উপবাস করিলে সাম্যাবস্থার হানি ঘটে, এই নিমিত্ত দশমী বিদ্ধায় উপবাস নিষিদ্ধ।

রাত্রির শেষ চারি দণ্ড অরুণোদয় কাল, অরুণোদয় অতিদিষ্ট দিবা। অরুণোদয়ে দশমী প্রবেশ করিলে সাম্যাবস্থা অল্প মাত্র থাকে, তাহাতে উপবাস করিলে অল্প পরিমাণ শরীরের অহিত হইতে পারে; এজন্য অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী নিষিদ্ধ। অতএব দ্বাদশী মিশ্রিত একাদশী কর্ত্তব্য।

সময় বিশেষে তিথি নক্ষত্রাদির সংযোগে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে রস বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে পূর্ণা একাদশী ত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান করা হইয়াছে। ইহা সম্প্রদায় বিশেষে প্রচলিত।

অনধ্যয়নাচ্চ বেদানা মাচারস্যচ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যা দন্ন দোষাচ্চ মৃত্যু বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ মনুঃ।

বেদাদি জ্ঞান শাস্ত্রের অনধ্যয়ন, নিজের আচার বর্জ্জন, আলস্য, অন্নদোষ অর্থাৎ অভক্ষ্য ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে মৃত্যু বিপ্রাদিকে হনন করিতে ইচ্ছা করে বা হনন করিয়া থাকে।

এই চারিটি অকাল মৃত্যুর কারণ। শাস্ত্রের আলোচনা না থাকিলে হিতাহিত বোধ শক্তি নষ্ট হয়। নিজের আচার বর্জ্জনে শরীর রোগ গ্রস্থ হয়, আলস্য অশেষ দোষের আকর। অন্নদোষে অর্থাৎ অভক্ষ্য ভক্ষণে রোগ জন্মে, দুর্ব্বলতা জন্মে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, সাহস থাকে না, অকাল মৃত্যু হয়, তাহাতে বংশ লোপ হইয়া যায়। এইজন্য ধর্ম্মের আচরণ কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের কারণ অনুসন্ধান জন্য আয়ুর্ব্বেদেরও দুই চারি খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি।

কুমার টুলির বিজয়রত্ন সেন কবিরাজও শিশিকান্ত সেন কবিরাজ আমার বন্ধু লোক ছিলেন, আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন, বাভট মুদ্রিত হওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে আমি প্রুফ শোধন করিয়াও দিয়াছি, তাহাতে বাভট কিছু দেখিয়াছি।

আমি একবার এক বৎসর জ্বরে ভোগিতে ছিলাম, দেশে চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় কলিকাতা বিজয় বাবুর নিকটে যাই, তিনি বৃহৎ সর্ব্বজ্বর হরলৌহ দ্বারা এক সপ্তাহে আমাকে আরোগ্য করিয়া বলেন, ছয়মাসে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহাতে বহু ভাবনা, সপ্ত রাত্রি এক এক ভাবনায় রাখিতে হয়। দুই সপ্তাহ বটী দিয়া আমাকে বলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে অর্থ

গ্রহণ করি না, কেবল আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি। বিজয়বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি, বন্ধুদ্বয় এখন পরলোকে। ৪৫।৪৬ বৎসর যাবৎ আমার জ্বর হইতেছে না, বয়স ৭০।৭১ হইয়াছে।

বিজয়বাবুর নিকট হইতে মাধব নিদান, সুশ্রুত সংহিতা, চরক সংহিতা ও ভাবপ্রকাশ লইয়া আদ্যন্তপাঠ করিয়া দেখিয়াছি, অন্যান্য পুথিত ও পাঠ করিয়াছি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষিদ্ধ বিষয়ে যে সব দোষ শ্রুতি আছে, আয়ুর্ব্বেদে তাহা রোগের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশীতে অন্নাহার করিলে শরীরে ক্রমে গ্লানি অনুভূত হইবে, ভার বোধ হইবে, বেদনা বোধ হইবে, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় তাহা বেশ অনুভূত হইবে। একাদশীর উপবাস করিলেও অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রাত্রিতে ভোজন করিবে না। ভোজন করিলে শারীরিক অসুখ বৃদ্ধি পাইবে।

আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ ভাবের উপদেশ আছে।

এখন পুস্তকরচনার প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি—

ময়মন সিংহ উস্থি নিবাসী ৺নবকিশোর তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমি চতুষ্টয়ের ষট্‌কারক পাতেড়াসহ পড়িয়া সুসেন শর্ম্মাকৃত কবিরাজ পড়িতে আরম্ভ করি, কবিরাজ কঠিন, বুঝিবার জন্য তাঁহারই নিকট ভাষা পরিচ্ছেদ মুক্তাবলী, শব্দশক্তি, কারক চক্র অধ্যয়ন করিয়া কবিরাজ বিচার গ্রন্থ বুঝিতে সক্ষম হই। ধাতু সূত্রের কবিরাজ, নমস্কার বাদ, তাঁহারই নিকট অধ্যয়ন করি। সেই সময় বৈষ্ণব স্মৃতির ব্যবস্থার ঠিক নাই বলিয়া নিন্দা শুনি। ঢাকা শাক্তাবাসী ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয় নিকট ধাতু প্রকরণ আখ্যাত অধ্যয়ন করি, আমাদের বংশের শ্রীযুত কিশোরীমোহন গোস্বামি বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ও তাহার নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, সেই সময়েও বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থার নিন্দা শুনি, আমি উস্থি নিবাসী—৺রাজকান্ত ন্যায় রত্ন মহাশয়ের নিকট কৃৎ অধ্যয়ন করিয়া উস্থি নিবাসী ৺গোলোকচন্দ্র তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট কিছুদিন সাহিত্য পড়িয়া সেরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় নিকট আমি আমাদের বংশের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামি বিদ্যানিধি কাব্য তীর্থ মহাশয়, আমরা সাহিত্য অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া কাব্যতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হই। এই বৎসরই তীর্থ উপাধির সৃষ্টি হয়।

পরে আমিও শ্রীযুত কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বেদান্ত পরিভাষা, শাঙ্করভাষ্য, বেদান্ত সার, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দ্বাদশ উপনিষদের ও অনেক অংশ অধ্যয়ন করি, পরীক্ষা দেই নাই। তথা হইতে বিডন ষ্ট্রীট, ঢুলিপাড়া আসিয়া ৺উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট আমিও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত, গোবিন্দ ভাষ্য, মাধ্বভাষ্য ও শ্রীভাষ্য অধ্যয়ন করি। পরে দেশে আসিয়া আমাদের বংশের ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ৺আনন্দমোহন গোস্বামি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আমি এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র ৺কৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ মহাশয়, ষট্সন্দর্ভ, সর্ব্ব সম্বাদিনী, লঘু বৃহদ্ভাগবতামৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কঠিন অধ্যায়গুলি অধ্যয়ন করি। যে যে অংশে প্রকাশতত্ত্ব আছে বিচার করিয়া বুঝিয়া লই। চৈতন্যমত-বোধিনী পত্রিকায় কৃষ্ণহরি গোস্বামী মহাশয় প্রকাশতত্ত্ব এবং আমি প্রকাশও আবির্ভাব তত্ত্বের প্রবন্ধ লিখি। উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আমরা উভয়ে হরিভক্তি বিলাসোক্ত বৈষ্ণবোপবাস ব্রতের ব্যবস্থা সকল ও অন্যান্য ব্যবস্থা শিক্ষা করি। ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ৺মুকুন্দকিশোর গোস্বামি তর্কবাগীশ মহাশয়, বৃন্দাবনের ৺নীলমণি গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত, ষট্সন্দর্ভ, সর্ব্ব সম্বাদিনী, লঘু, বৃহদ্ভাগবতামৃত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণিও গোপালচম্পূ, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, ললিত ও বিদগ্ধ মাধব, দানকেলি কৌমুদী প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশে আসেন, আমি তাঁহার নিকট জ্যোতিষ, ষট্সন্দর্ভ, সর্ব্বসম্বাদিনী, ভক্তি রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি ও শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েক স্কন্ধ অধ্যয়ন করি।

আমি এবং কৃষ্ণহরি গোস্বামী মহাশয় মুকুন্দকিশোর গোস্বামি তর্কবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে বিচার করিয়া বৈষ্ণবোপবাস ব্রতের ব্যবস্থা সকল বুঝিয়া লইয়া নিঃসন্দেহ হই। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের, আমাদের বংশের প্রাচীন পণ্ডিত ৺কুঞ্জকিশোর গোস্বামি শিরোমণি মহাশয়ের ও তর্কবাগীশ মহাশয়ের ব্যবস্থা একইরূপ, মতভেদ ছিলনা। আমাদের বংশের পূজ্যপাদ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ময়মন সিংহ মসুয়া নিবাসী রামগোপাল পুরের দ্বার পণ্ডিত ৺মহেশ্বর সিদ্ধান্ত রত্নমহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করি এবং অষ্ট মহাদ্বাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশীর আলোচনা করি। আমার অধ্যাপক ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের

সঙ্গে এবং ফরিদপুরবাসী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দ্বার পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে, নবদ্বীপের পাকা টোলের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে, শ্রবণাদ্বাদশী ও অষ্ট মহাদ্বাদশীর আলোচনা করিয়াছি। আর শ্রীধাম বৃন্দাবনের ৺নীলমণি গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে, কলিকাতার আমার অধ্যাপক ৺উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে, গোকুলচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে, বর্দ্ধমান মাড়োবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভুপাদের একজন ছাত্র সঙ্গেও অষ্ট মহাদ্বাদশী এবং শ্রবণাদ্বাদশীর আলোচনা করি। সকলের ঐকমত্য নাই।

সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াছি, বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি পুরাণ কাশী, কলিকাতা ও বোম্বে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়াছি। মনু কুল্লকভট্টও মেধা তিথিসহ, পরাশর মাধবসহ, যাজ্ঞ্যবল্ক্য মিতাক্ষরাসহ পাঠ করিয়াছি, বঙ্গবাসীর প্রকাশিত উনবিংশ সংহিতা, তারানাথ বাচস্পতি মহাশয়ের মুদ্রিত অষ্টাবিংশতি সংহিতাও পাঠ করিয়াছি। শ্রবণা দ্বাদশী ও অষ্ট মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইয়াছি, তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। রঘুনন্দন কৃতস্মৃতি, নির্ণয়সিন্ধু, নির্ণয়ামৃত, হেমাদ্রি কালনির্ণয়, তিথিবিবেক, কাল বিবেক, রামচন্দ্র ভট্ট-কৃতকাল নির্ণয় প্রভৃতি স্মার্ত্তগ্রন্থও দলপতি রাজকৃত নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় সার ও নৃসিংহ পরিচর্য্যা প্রভৃতি বৈষ্ণবস্মৃতি সংগ্রহ করিয়া আমি এবং কৃষ্ণহরি গোস্বামী উভয়ে পাঠ করিয়াছি। বাণীগ্রামের পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও তর্কবাগীশ মহাশয়ের অভাবের বহুকাল পরে কৃষ্ণহরি গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা রচনা করেন, আমিও শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত মীমাংসা প্রণয়ন করি।

নির্ণয় সিন্ধুতে অষ্ট মহাদ্বাদশীর উল্লেখ আছে। শ্রবণাদ্বাদশীর উল্লেখ আছে, তাঁহার মতে এই সব কাম্যব্রত, রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে, শূলপাণি তিথি-বিবেক, শ্রবণাদ্বাদীকে কাম্যব্রত বলেন। শক্তাশক্ত ভেদে উপবাস নির্ণয় করেন।

হেমাদ্রি কাল নির্ণয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশীকে একাদশী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অষ্ট মহাদ্বাদশীকে একাদশীতে গণ্য করিয়াছেন, অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী উপোষ্যা নহে।

রামচন্দ্র ভট্ট কালনির্ণয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বিজয়া ও শ্রবণাদ্বাশীকে এক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। দ্বাদশী ও শ্রবণার স্থিতিকালের নিয়ম বলেন নাই।

তাঁহার মতে অষ্ট মহাদ্বাদশীর ব্যবস্থা।

উন্মীলনী। পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে, দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে কলা বা কলার্দ্ধকাল থাকিলে খণ্ডা উপোষ্যা। ত্রয়োদশীতে দ্বাদশী পারণ মন্ত্র পাঠ করিয়া জল বিন্দু পান করিতে যে সময় লাগে, সেই পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে, অথবা দ্বাদশী সূর্য্যোদয় সমকালে নিবৃত্ত হইলে পূর্ণা উপোষ্যা, খণ্ডা নহে। বঞ্জুলী এবং পক্ষবর্দ্ধনী হইলে একাদশী এবং দ্বাদশী উভয়ই উপোষ্যা।

অথ শ্রবণা দ্বাদশ্যা স্তদির মহাদ্বাদশীনাঞ্চ নির্ণয়ঃ।

অত্র শ্রবণ দ্বাদশ্যাং অল্প শ্রবণ যোগে হপি শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত মুপ বাসাদি ভবত্যেব।

শ্রবণা দ্বাদশীও তদিতর মহাদ্বাদশী সকল নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রবণা দ্বাদশীতে অল্প শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত উপবাসাদি হইবেই।

"দ্বাদশী শ্রবণা যুক্তা কৃৎস্না পুণ্য তমা তিথিঃ।"

ইত্যাদি প্রমাণ দিয়াছেন। (মূল গ্রন্থে টীকা ও অনুবাদ আছে)।

বিদ্ধাধিকারা; দিনদ্বয়ে হপি শ্রবণা যোগে একাদশী যুতা গ্রাহ্যা।

পূর্ব্বদিন একাদশীযুক্ত দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ, পরদিন দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ অর্থাৎ শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী পর দিনে নির্গত হইয়াছে, তখন একাদশীযুক্ত গ্রাহ্য। এই বিষয়ে প্রমাণ,—

নারদীয়ে—

"সংস্পৃষ্টৈকাদশীং রাজন্ দ্বাদশীং যদি সংস্পৃশেৎ।
শ্রবণং জ্যোতিষা ঞ্চৈব ব্রহ্ম হত্যাং ব্যপো হতি॥"

হে রাজন্! জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রবণা যদি একাদশীকে স্পর্শ করিয়া দ্বাদশীকে স্পর্শ করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট করে।"

বৈষ্ণব মতে ইহা প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল।

শুদ্ধাধিকারা; দিনদ্বয়ে হপি শ্রবণা যোগঃ সচ উত্তর দিন এব উদয় কালীন স্তদা উত্তরা গ্রাহ্যা।

পূর্ব্বদিন একাদশীর সহিত দ্বাদশীর যোগ হয় নাই, শ্রবণার যোগ হইয়াছে। পরদিন উদয়কালে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে, দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত, তখন পরদিন গ্রাহ্য। এই বিষয়ে প্রমাণ,—

নারদীয়ে

"উদয় ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে।"

শক্তাশক্ত ভেদে ব্যবস্থা করিয়া নারদীয় বচন ত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি একাদশ্যামেব শ্রবণং তদা একাদশী ব্রতং দ্বাদশী ব্রতন্তু, তন্ত্রেণ।

যে সময় দ্বাদশীতে শ্রবণা না হইয়া কেবল একাদশীতে শ্রবণা হয় তখন একাদশী ব্রত এবং দ্বাদশীব্রত তন্ত্রে অর্থাৎ সংক্ষেপে এক উপবাসেই সিদ্ধ হয়।

নারদীয়ে—

এই বিষয়ে প্রমাণ,—

"যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।"

ইত্যাদি। (মূল গ্রন্থে এই বচনের টীকাও অনুবাদ আছে।)

ইহার পর বুধযুক্ত শ্রবণা দ্বাদশীর প্রশংসা করিয়াছেন,—

শ্রবণা দ্বাদশী যোগো বুধবারে ভবেদ্যদা।
অত্যন্ত মহতী জ্ঞেয়া দ্বাদশী সা প্রকীর্ত্তিতা॥

পরে শ্রবণা দ্বাদশীর উপসংহার করিয়াছেন।

শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্র প্রযুক্তেতর মহাদ্বাদশীত্রয়ে সূর্য্যোদয়াদারভ্য দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তত্বং নক্ষত্রাণাং, অস্তময় পর্য্যন্তত্বং দ্বাদশ্যা অপেক্ষিতং।

রাম চন্দ্র ভট্ট, বঞ্জুলী, পক্ষবর্দ্ধনী, শ্রবণা দ্বাদশী, জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীকে কাম্য বলেন, অষ্ট মহাদাদশী হইলে শক্ত ব্যক্তি একাদশীও দ্বাদশী, দুই উপবাস করিবেন।

"কাম্যং নিত্যস্য বাধকং"

এই ন্যায়ানুসারে অশক্ত ব্যক্তি দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন।

নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় সার প্রণেতা দল পতি রাজের মত প্রদর্শিত হইতেছে।

দলপতি অষ্ট মহাদ্বাদশীকে নিত্য বলেন, গোস্বামিপাদ অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা বিষয়ে যে সব প্রমাণ দিয়াছেন, দলপতিও সেই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দলপতি একাদশী ত্যাগ করিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীকে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দলপতি মতে অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ে, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী নির্ণয়।

কাল নির্ণয়সারে

অত্র চতস্রষু দ্বাদশীষু সূর্য্যোদয়া দারভ্য নক্ষত্রাণি হ্রাসবৃদ্ধিভ্যাং ন্যূনত্বং সাম্যং আধিক্যং বা ভজন্তে ন প্রাক্। সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যং অধিক্যং বা ভজন্তে।

ত্রয়েষু পুষ্যা পুনর্ব্বসু রোহিণীষু দ্বাদশ্যা অস্তময় পর্য্যন্ততা অভিমতা।

শ্রবণেতু সার্দ্ধ ত্রিযাম পর্য্যন্ততা অভিমতা।

এই চারিটি-দ্বাদশীতে নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয় হইতে আরব্ধ হইয়া হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে ন্যূনত্ব, সমত্ব কিম্বা অধিকত্বকে ভজন করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইত নহে, সমকাল হইতে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল সাম্য কিম্বা আধিক্যকে ভোজন করে, তবেই ব্রত হইবে।

এই নক্ষত্র সকলের নিয়ম বলিয়া দ্বাদশীর নিয়ম বলিতেছেন,—

পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, রোহিণীতে দ্বাদশী অস্তময় পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক, আর শ্রবণাতে সার্দ্ধ ত্রিযাম পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক।

শ্রবণ দ্বাদশ্যান্ত বিশেষঃ। অল্প শ্রবণযুক্ত-দ্বাদশী মহাদ্বাদশীএব। নক্ষত্র প্রযুক্তাসু চতস্রষু শ্রবণাদ্বাদশী একা কদাচি দ্বা একাদশী অসৌ দ্বাদশী।

তত্র প্রমাণং,—

নারদীয়ে—

"যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা॥ ইতি।
তত স্তা শ্চাষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ।

শ্রবণাদ্বাদশীতে যে কিছু বিশেষ তাহা বলা যাইতেছে,—

অল্প শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী মহাদ্বাদশীই বটে! নক্ষত্রপ্রযুক্ত এই চারিটি দ্বাদশী মধ্যে শ্রবণাদ্বাদশী একা কোন সময়ে বা একাদশীই এই শ্রবণাদ্বাদশী।

তাহার প্রমাণ, "যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষ" মিত্যাদি।

অতএব তাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশী।

গোস্বামিপাদ কারণে যাহা বলিয়াছেন, দলপতি তাহাই বলিয়াছেন। কারণে বৈলক্ষণ্য নাই, তাহা প্রদর্শিত হইল না।

দলপতি রামচন্দ্র ভট্টাদির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

যদা শ্রবণৈকাদশ্যাং দ্বাদশী ব্রতং প্রাপ্নোতি,

তদা একাদশী ব্রতেন দ্বাদশীব্রতং সিদ্ধং তন্ত্রেণ।

যদা একাদশী সম্পূর্ণা, তদা একাদশ্যাং পৃথগুপবাসঃ শ্রবণাদ্বাদশ্যাঞ্চ পৃথগুপবাসঃ।

ইতি কাল নির্ণয়াদিকারাঃ কাম্যবাদিনো রামচন্দ্র ভট্টাদয়ঃ।

যে সময় শ্রবণৈকাদশীত দ্বাদশী ব্রত পাওয়া যায়, সেই সময় তন্ত্রানুসারে একাদশী ব্রত দ্বারা দ্বাদশীব্রত সিদ্ধ আছে।

যে সময় একাদশী সম্পূর্ণা, সেই সময় একাদশীতে পৃথক উপবাস আর শ্রবণাদ্বাদশীতে পৃথক্ উপবাস হয়।

কাল নির্ণয়াদি কার কাম্যবাদী রামচন্দ্র ভট্টাদিরা এইরূপ বলিয়াছেন।

৺কৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ মহাশয় লীলানুক্রম কারিকাও বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা রচনা করিয়া আমাদিগের মমতা ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন

বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা গ্রন্থের সংশোধন।

"কৃষ্ণ হরি গোস্বামী মহাশয় পরলোক গমন করিলে পর আমাদের বংশের ব্যাকরণ কাব্যালঙ্কার বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামি বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ মহাশয়কে লইয়া কতক সংশোধন করি। অনন্তর, আমাদের বংশের প্রাচীন পণ্ডিত ৺গোবিন্দ কিশোর গোস্বামি ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় যিনি অন্নদান করিয়া বহুকাল ৭০।৮০ জন ছাত্রের অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছেন; তাঁহার তৃতীয় পুত্র ব্যাকরণ ন্যায় বেদান্তও সাংখ্যের পণ্ডিত শ্রীবনমালি গোস্বামি বেদান্তরত্ন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে লইয়া অধিকাংশ সংশোধন করি; শ্রবণা দ্বাদশী ও শিবারাত্রির কিয়দংশ বাকী থাকে। কিছুদিন পর তিনিও অকালে আমাদের মমতা ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যান। তৎপর আমাদের বংশের ব্যাকরণ সাহিত্যা লঙ্কার, বাদার্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামি মহাশয়কে লইয়া বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসার শ্রবণা দ্বাদশীও শিবরাত্রি এবং আমার প্রণীত শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসার সংশোধন করিয়াছি।

১৩২৬ সন মাঘ মাসে অষ্ট মহাদ্বাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশীর আলোচনার নিমিত্ত. নবদ্বীপে গমন করি, সেইখানে গিয়া দেখি খণ্ডবাসী বৈদ্য মহোদয়েরা

একটী স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র সভা আহ্বান করিয়াছেন। আমি সভার দ্বিতীয় দিনে নবদ্বীপে উপস্থিত হই। সেই পক্ষের একটী লোক বলিলেন, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদও শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী প্রভুপাদকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহারা কেহই আসিলেন না। প্রতিপক্ষ পাওয়া গেল না, তখন আমি বলিলাম, আমাকে আহ্বান করিলে আমি প্রতিপক্ষ হইব। তাহার কতক্ষণ পরে আমি নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হই। আমাদের বংশের শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামীকে লইয়া সভায় উপস্থিত হই। গিয়া দেখি শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত দামোদর লাল গোস্বামী উপস্থিত আছেন, নবদ্বীপের একটী পণ্ডিতও উপস্থিত নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একজন খণ্ডবাসী বলিলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গৌরমানেন না, এইজন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় নাই। আমি বলিলাম, শাস্ত্রদ্বারা যদি গৌর এবং গৌরমন্ত্র দেখাইতে পারা যায়, তবে তাঁহারা মানিতে বাধ্য।

আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, তীর্থ দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে, গ্রাম্য দেবতা আহুত হন নাই. অবজ্ঞাত হইয়াছেন।

শাস্ত্রের ও ব্যবহারের নিয়ম, আগে গ্রাম্য দেবতার অর্চ্চনা, পরে তীর্থ দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়।

নবদ্বীপ সরস্বতীর পীঠ স্থান, সেই নবদ্বীপের একটি পণ্ডিত ও নিমন্ত্রিত হইলে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

ষড়দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত দামোদর লাল গোস্বামীর সঙ্গে বিচার করিতে হইলে মধ্যস্থের আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্ক বাগীশ শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে মধ্যস্থ মানিলাম তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হউক, শ্রীযুক্ত দামোদর লাল গোস্বামীও বলিলেন, মধ্যস্থ ভিন্ন বিচার হইতে পারে না, অতএব এই পণ্ডিতদিগকে মধ্যস্থ করা হউক। খণ্ডবাসীগণ কিছুতেই নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইলেন না। দামোদর লাল গোস্বামীর সহিত আমার বিচার হইল না।

তখন শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী উঠিয়া স্বতন্ত্র গৌর মন্ত্র সমর্থন করিতে লাগিলেন, আমি দোষিতে লাগিলাম। শাস্ত্রে পৃথক গৌর মন্ত্র নাই, থাকিতেও পারে না, ইহা সমর্থন করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে যে, গৌরপূজা পূর্ব্বেও হইয়াছে,

এখনও হইতেছে, তাহা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিলে পর মধুস্দন গোস্বামী তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণমন্ত্রে যে গৌরপূজা হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রও আছে। আমি বলিলাম নাই। তখন কালনার শ্রীযুক্ত গোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া বলিলেন, কৃষ্ণমন্ত্র যে গৌরপূজা হইতে পারে, তাহা বাদী পক্ষও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব সকলেই কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা করিতে থাকুন, যখন স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র স্থির হয়, তখন গৌরমন্ত্রে করা যাবে।

আমি বলিলাম, যখন স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র বিচার সভা বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে, তখন অস্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র যে বাদীগণের স্বীকৃত, তাহা অনায়াসেই বোধ গম্য হয়।

খণ্ডবাসীগণ তখন স্বতন্ত্র গৌর মন্ত্রের পাঁতী প্রদর্শন করিলেন, আমি বলিলাম, পাঁতী দ্বারাই স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র যে নাই, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যেথানে সন্দেহ, সেই খানেই পাঁতী, কৃষ্ণমন্ত্র, রামমন্ত্র, বামনমন্ত্র, নৃসিংহ মন্ত্র প্রভৃতিতে ত পাঁতী হয় না।

এই বলিয়া পরে বাসায় চলিয়া আসিলাম, পরদিন স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র বিচার পুস্তক প্রণয়ন করিলাম। উভয়পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎ সমুদয় তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাহাতে দুইটী পক্ষ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ মধুস্দন গোস্বামী, দ্বিতীয় পক্ষ নন্দকুমার গোস্বামী। পুস্তকখানি মুদ্রিত হয় নাই।

এ দিকে স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র বিচার সভাত শেষ হইয়া গেল; পরে আমি হরিশ্চন্দ্র তর্ক রত্ন মহাশয়ের নিকট গিয়া, অষ্ট মহাদ্বাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশীর আলোচনা করিলাম।

১৩৩৩ সালে মাঘ মাসে বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ও শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতা আসি, এই যাত্রায় পুস্তক দুইখান মুদ্রিত হইল না, তাহার কারণ, আমার দুইটী পুত্র কাতর ছিল, চতুর্থটী জ্বরে কাতর ছিল, ডাক্তারী চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া বিন্ধ্যা চলে গিয়া হওয়া পরিবর্ত্তন করিয়া আসে। ষষ্ঠ পুত্রটী অপস্মার রোগে কাতর, দেশের চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় কলিকাতা লইয়া আসি। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মাধবতর্কতীর্থ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেক কবিরাজকেই দেখাইয়াছি,

সকলেই বাতজ অপস্মার স্থির করিয়া ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজকে দেখাইলাম, তিনি দেখিয়া অবস্থা শুনিয়া অবতানক রোগ বলিলেন। অপস্মারে অবতানকের অনেক লক্ষণ আছে বটে। তিনিও ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রোগ বাতজ কিনা? ইহা শুনিয়া তিনি চটিয়া গেলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবিরাজী পড়িয়াছেন? আমি বলিলাম না। তখন শ্যামাদাস বাবু বলিলেন মূর্খের মত এইকথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? তখন আমারও একটু ক্রোধের উদয় হইল, বলিলাম, আমি চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্র, সাহিত্যালঙ্কার দর্শন স্মৃতি পড়িয়াছি, তখন তিনি কতকজনকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি স্মৃতি তীর্থ, ইনি ন্যায়তীর্থ, ইনি তর্কতীর্থ, ইনি বেদান্ত তীর্থ ইনি সাঙ্খ্যতীর্থ আমার ছাত্র। আপনি কি বিচার করিবেন? আমি বলিলাম অবশ্য বিচার করিব, মূর্খত্বের পরিচয় দিব। শ্যামাদাস বাবু বলিলেন রাত্রি ৯টা দিবা ৩টা আমার সহিত আলাপের সময়। আমি তাহার কথানুসারে সেই দিনই রাত্রি ৯টায় তাহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলাম, তিনি খবর পাইয়া জানাইলেন, অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে আসিতে পারিবেন না। আমি বলিলাম অন্য দিন আসিব। তারপর আমি ৩।৪ দিন রাত্রি ৯ টাও দিবা ৩ টায় তাহার বৈঠকখানায় গিয়া তাহাকে খবর দিলাম। প্রতিদিনই তিনি আমাকে অসুখের কথা জানাইলেন। উপস্থিত হইলেন না। আমিও মূর্খত্বের পরিচয় দিতে পারিলাম না। অনন্তর, তাহার ন্যায় তীর্থ ও তর্কতীর্থ ছাত্রকে বলিলাম, আপনাদের সঙ্গেই কিছু আলাপ করি, তাহারা বলিলেন আমরা ন্যায় পড়ি নাই।

সেই বারে আর পুস্তক মুদ্রিত হইল না। ১৩৩৫ সন পৌষ মাসে কলিকাতা আসিয়া গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছি, চৈত্র মাসে তাহা শেষ হইল। শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা ৮ পেজী আট ফর্ম্মায় শেষ হইয়াছে। তাহা—বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসারই পরিশিষ্ট। বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ৮ পেজী ১৬ ফর্ম্মায় শেষ হইল।

বর্ণগত যে কিছু ভুল রহিয়াছে, তাহার জন্য শুদ্ধি পত্র করিয়া দেওয়া গেল।

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসার বর্ণিত বিষয়।

একাদশীর নিত্যতা, অধিকারী নির্ণয়, অনুকল্প বা প্রতিনিধি, অর্থাৎ ব্রত প্রতিনিধি বা প্রথম শ্রেণীর অনুকল্প, ব্রতী প্রতিনিধি বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুকল্প, একাদশীর সম্পূর্ণা বিদ্ধা নির্ণয়, একাদশীর দ্বিতীয় প্রকার সম্পূর্ণত্ব,

হরিবাসর বিচার, হরিবাসর শব্দ একাদশীতে রূঢ়, মুহূর্ত্ত নির্ণয়, দ্বিবিধ মুহূর্ত্ত—ভাগানুসায়ী ও দণ্ডদ্বয়াত্মক, একাদশীর সম্পূর্ণত্বে মুহূর্ত্ত বিচারও দণ্ডদ্বয়াত্মক মুহূর্ত্তের গ্রহণ। অরুণোদয় নির্ণয়, অরুণোদয় বিদ্ধা নিষেধ, উপবাস দিন নির্ণয়, একাদশীর সার ব্যবস্থা, একাদশীর পারণ কাল। অষ্ট মহাদ্বাদশীর মহত্ত্বের কারণ নির্ণয়, অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা, নিত্যতা ও একাদশী ত্যাগ বিচার, উন্মীলনী, উন্মীলনীর সার ব্যবস্থা, বঞ্জুলী, বঞ্জুলীর সার ব্যবস্থা, পক্ষবর্দ্ধনী, পক্ষ বর্দ্ধনীর সার ব্যবস্থা।

উন্মীলনী প্রভৃতির পারণ কাল। জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী; জয়াদি ব্রত নির্ণয়, জয়াদি ব্রত নির্ণয় বিচার, জয়া প্রভৃতির সার ব্যবস্থা, জয়া প্রভৃতির পারণ কাল। নক্ষত্রের সম ন্যূনাধিকতা লক্ষণ। শ্রবণা দ্বাদশী লক্ষণ, ভাদ্রপদের ব্যাবৃত্তি, স্মার্ত্তমত নিরাস, শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত নির্ণয়, সার ব্যবস্থা, স্মার্ত্ত মত নিরাসে শ্রবণা দ্বাদশীর অতি দিষ্ট বিজয়াত্ব ও অষ্টত্ব স্থাপন, অতিদেশ লক্ষণ, দৃষ্টান্ত, শ্রবণাদ্বাদশী হইলে একাদশীর অনুপোষ্যত্ব বিচার, শ্রবণৈকাদশী, বিজয়ার সার্থকতা বিচার, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের পরদিন শ্রবণাদ্বাদশীর অনুপোষ্যত্ব, দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খল, পারণকাল, দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খলের পরদিনে দ্বাদশী না যাওয়ার যুক্তি প্রদর্শন, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ কাল, পারণ বিচার।

জন্মাষ্টমী ব্রতের নিত্যতা, জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়, তিথি ক্ষয়ে নবমীতে উপবাসের বিধান, সপ্তমী বিদ্ধা ত্যাগ, জন্মাষ্টমীর অরুণোদয় বিদ্ধা নিরাস, জন্মাষ্টমীর পারণকাল, জন্মাষ্টমীর সার ব্যবস্থা।

রাম নবমীর নিত্যতা, রাম নবমীব্রত নির্ণয় তিথি ক্ষয়ে বিদ্ধা গ্রাহ্য, রাম নবমীর সার ব্যবস্থা।

নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর নিত্যতা, ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষেধ, তিথিক্ষয়ে বিদ্ধা গ্রাহ্য, সার ব্যবস্থা।

শিবরাত্রি ব্রত কর্ত্তব্যতা বিচার, শিবরাত্রি ব্রতের নিত্যতা, শিববিষ্ণুর অভিন্নতা, শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়, ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষেধ বিচার, শিবরাত্রিব্রতে বৈষ্ণবমতে পারণ ও স্মার্ত্ত মতে পারণ, সার ব্যবস্থা, তিথিক্ষয়ে বিদ্ধা গ্রাহ্য;

শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত মীমাংসায় শ্রীহরিভক্তি বিলাসোক্ত শ্রবণাদ্বাদশীর লক্ষণ সহ শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণের সমস্ত কারিকা টীকাও ব্যাখ্যার সহিত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, কঠিন স্থানের টীকা করিয়াও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত মীমাংসায় বর্ণিত বিষয়।

বিজয়ার লক্ষণ, অষ্ট মহাদ্বাদশী, প্রকৃত বিজয়াও অতিদিষ্ট বিজয়া, বিজয়ার সার্থকতাও দৃষ্টান্ত, শ্রবণাযুক্ত বঞ্জলীও দৃষ্টান্ত, বিজয়ার ভেদ ও দৃষ্টান্ত, শ্রবণাদ্বাদশী, ভাদ্রপদের ব্যাবৃত্তি, শ্রবণাদ্বাদশীর ভেদ ও দৃষ্টান্ত, বিষ্ণু শৃঙ্খল, শ্রবণাদ্বাদশীও দৃষ্টান্ত, শ্রবণাদ্বাদশীর স্মার্ত্তমত নিরাস ও বিচার, গোস্বামিপাদের নিজ মত দৃষ্টান্ত সহ স্থাপন, অতি দেশের দৃষ্টান্ত ও লক্ষণ, শ্রবণাদ্বাদশীর অতিদিষ্ট বিজয়াত্ব বলিয়া মহাদ্বাদশীত্বে অষ্টত্বস্থাপন, নবত্ব নিরাস, শ্রবণাদ্বাদশীর অস্বীকৃত মহাদ্বাদশীর মত অর্থাৎ শ্রবণাদ্বাদশী মহাদ্বাদশী নহে, এই মত খণ্ডন ও দৃষ্টান্ত, শ্রবণৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশীর সদ্ভাবে শ্রবণা যোগহীন একাদশীর উপোষ্যত্ব বিচারও উপোষ্যত্ব নিরাস, গোবিন্দ দ্বাদশীর অতিদিষ্ট পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীত্ব নিরাস, একাদশী ও দ্বাদশীতে শ্রবণযোগাভাবে ব্যবস্থা, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলও দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খল, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ বিচার দ্বিবিধদোষ, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব মতে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল উপবাসের ঐক্য, দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ বিচার ও সন্দেহ নিরাস। সার ব্যবস্থা। শেষভাগে গোবর্দ্ধন পূজা মীমাংসাও রাসযাত্রা মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকদ্বয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে উপবাসে মতানৈক্য থাকিবে না, শক্তাশক্ত ভেদে দুই উপবাসও করিতে হইবে না। বৈষ্ণব মতে বিশেষতঃ গোস্বামী মতে দুই উপবাসের বিধান নাই। স্মার্ত্তমতে বঞ্জুলী, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী, শ্রবণাদ্বাদশী কাম্যব্রত, তাহারা বিজয়াকে শ্রবণাদ্বাদশীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শক্তাশক্ত ভেদে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বৈষ্ণবমতে অষ্ট মহাদ্বাদশী নিত্য, শ্রবণাদ্বাদশীকে বিজয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান করিয়াছেন।

অনুরোধ করিতেছি, পাঠকগণ মনোযোগের সহিত পুস্তকদ্বয় পাঠ করিবেন। ইতি।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

পুস্তক দ্বয় আমার শিষ্য বাবাজীবন শ্রীমান্ শ্রীবাসচন্দ্র পাল দিগের বাড়ীতে থাকিয়া সংশোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। তাহারা ভ্রাতৃপঞ্চক শ্রদ্ধাভক্তি যত্নও আদরের সহিত আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া সংশোধন কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে।

গ্রন্থকারের পরিচয়

নারায়ণ ভট্ট হইতে পীতাম্বর মিশ্র অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ। পীতাম্বরের তিনপুত্র সাধু বাগছী, রুদ্র বাগছী, লোকনাথ লাহিড়ী। বল্লালের পূজিত কুলীন।

লোকনাথ পুং শ্রীনাথ, ভূতনাথ। ভূতনাথ, পুং দিগম্বরওঝা, পুং বেদগর্ভ, পুং সনাতন, পুং চ্যুত বা চুটওঝা, পুং হলী, বলী, বৎস্য বল্লভ আচার্য্য, সোম দিবাকর, ত্রিবিক্রম, হলী জাতিভ্রষ্ট। বল্লভ আচার্য্যের সময় উদয়ন কৃত কুলীনগণের করণ, পরিবর্ত্ত ও সমাজের সৃষ্টি ও শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়। বল্লভ পুং আকাই বা অর্ক ঢাকঢোর, দনাই বা দনুজারী চয়ড়া, ছয় ঘরিয়া। কেশব বা কেশাই নকৈড়। কেশব পুং খেঁখাই লাহিড়ী বা শ্রীনারায়ণ। পুং অনন্ত বা আনাই, মাধব বা মাধাই, শ্রীকর, শ্রীবৎস, সারঙ্গ, দামোদর, পক্ষে ঈশানওঝা, মাধব পুং মহামিশ্র, নরপতি, বারকড়ি, নিতাই, অরুণ। মহামিশ্র পুং বিদ্যাপতি, প্রগর্ভ ভট্ট, সর্ব্বানন্দ, গোসাঞি মিশ্র, রঘুপতি, মুকুন্দ।

প্রগর্ভ ভট্ট পুং রামচন্দ্রবা রামাচার্য্য, শ্রীকণ্ঠ হরি ভট্ট, রামাচার্য্য পুং সত্যভানু, জনার্দ্দন, মধুসূদন বাচস্পতি মিশ্র তর্কবাগীশ। ইনি মিশ্র স্মৃতি এবং মন্বাদি সংহিতার টীকা করেন। মধু পুং বিজয়, অন্যপক্ষে ভবানন্দ ও সারঙ্গ লাহিড়ী। ভবানন্দ বেতালের জমীদারের কন্যা বিবাহ করিয়া ভিটদিয়া গ্রাম যৌতুক পান, সেই পত্নার গর্ভে ভবানন্দের তিন পুত্র জন্মে, শ্রীগর্ভ ভট্টাচার্য্য, পদ্মগর্ভ আচার্য্য ও বেদগর্ভ ভট্টাচার্য্য। পদ্মগর্ভ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, দ্বাদশোপনিষদ্ভাষ্য, পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং ক্রমদীপিকার টীকা রচনা করেন, তাহাতে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। ভবানন্দ সুসঙ্গে এক বিবাহ করেন সেই পত্নীর পুত্র রামচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁহার বংশধর নারাদ্দণ ডহর প্রভৃতির জমিদার গোষ্ঠী। ভবানন্দ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র হিরণ্য গর্ভাচার্য্য ও শ্রীবৎসাচার্য্য ; ভবানন্দ মধ্যদেশে এক বিবাহ করেন সেই পত্নীর পুত্র দ্বিজরাজ লাহিড়ী প্রভৃতি। ভবানন্দ বিক্রমপুরে দুই বিবাহ করেন, পুত্রের নাম অজ্ঞাত।

ভবানন্দের প্রথম পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র পদ্মগর্ভ আচার্য্য নবদ্বীপ পাঠ্যাবস্থায় এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য্য, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর গোস্বামী। বাসস্থান নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ। ইঁহার বংশ নাই।

পদ্মগর্ভের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী, যদুনাথ, পক্ষে রঘুনাথ বাসস্থান ভিটাদিয়া। মহাপ্রভু শ্রীহট্ট যাওয়ার সময় কতক দিন লক্ষ্মীনাথের গৃহে অবস্থিতি করেন, ইঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন, সেইবরে লক্ষ্মীনাথের প্রবীণ পণ্ডিত এক পুত্রজন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ নারায়ণ সরস্বতী গোস্বামী। ইনি জীব গোস্বামীর সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠতাত স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর শিষ্য হন। পরে মহাশয়ের শাখা ভুক্ত হন। বৃন্দাবন মানসিংহকে ধর্ম্মোপদেশ করেন। ইনি এগার সিন্দুরে পাটবাড়ী স্থাপন করেন, ইঁহার বংশধর গোস্বামীগণ বাণী গ্রামে বাস করিতেছেন, গ্রন্থকার গোস্বামীদ্বয় এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন।

শুদ্ধি পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি
গ্রস্থোত্তমো	গ্রন্থোত্তমো	১	..	৬
যাহার	যাহারা	৮	...	১৮
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্তে	১৬	...	১৪
বজ্জিতা	বজ্জিতাঃ	.৬	...	৩২
এই বচনেয়	এই বচনের	১৭	...	২১
সম্পূন্নত্ব	সম্পূর্ণত্ব	১৯		১৪
দুর্দ্ধমেবাহি	দুর্দ্ধমেবহি	২৩	.	২৩
শ্রাবণা	শ্রবণা	৩২		১০
বুদ্ধ্যা সমাকৃষ্টস্য	বুদ্ধ্যা সমাকৃষ্টস্য	৩৪	...	৯
পূর্ণিমা	পূর্ণিমা	৪৭	...	৩
বহিয়াছেন	বলিয়াছেন	৫১	...	৩৪
অবস্থত	অবস্থিত	৫২	...	১৬
তিবে	তিথে	৫২	...	২২
"নক্ষ ে র"	নক্ষত্রের	৫৩	...	২০
চতুর্থ	চতুর্থঃ	৫৫	...	৪
নিন্নয়	নির্ণয়	৫৫	...	১৮
বৈজ্ঞবগণের	বৈষ্ণবগণের	৬৩	.	২

আলোচিত হইয়াছে ৬৪ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তির টিপ্পনী ৩৮।৩৯ পৃষ্ঠায় ইত্যাদি ৩১ পংক্তি।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৫	...	৩
ব্যাক্ত	ব্যক্তি	৬৫	...	৪
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৫	...	৭
শ্রযণান্বিতা	শ্রবণান্বিতা	৬৫	...	১২
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৫	.	২৭
আবশ্যাকর্ত্তব্য	অবশ্যকর্তব্য	৬৬	..	২
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৬	...	৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৬	...	২৪
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৬	..	২৫
শ্রাবণা	শ্রবণা	৬৬	...	২৭
বৈষ্ণবেয়	বৈষ্ণবের	৬৮	...	২৯
মহত্ম্য	মাহাত্ম্য	৬৭	...	২৮
বিবায়ক	বিধায়ক	৬৯	...	৪
দ্বদশীতে	দ্বাদশীতে	৭১	...	২৭
শ্রাবণা	শ্রবণা	৭৬	...	১৫
পরাণ	পারণ	৭৬	..	২[illegible]
মহাত্ম্যবতা	মাহাত্ম্যবতী	৭৭	...	[illegible]
শ্রবণে	শ্রাবণে	৭৯	...	১[illegible]
আষ্টমী	অষ্টমী	৭৯	...	১৮
দশযযা	দশন্যা	৮১	...	২[illegible]
যাবদয়	যাবদায়ু	৮৮	...	২[illegible]
পূন্নিমাতে	পূর্ন্নিমাতে	৯০	...	১[illegible]
গুণাভিগ	গুণাভিজ্ঞ	৯২	...	২[illegible]
মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত	৯৭	...	[illegible]
প্রেত চতুর্দ্দশী	প্রেত চতুর্দ্দশী	৯৮	...	[illegible]
আর্দ্ধ রাত্রের	অর্দ্ধ রাত্রের	৯৯	...	২[illegible]
মাঘাষিত	মাঘাসিত	১০১	...	২[illegible]

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা ।

পূর্ন চন্দ্রস্য	পূর্ন্ন চন্দ্রস্য	৫৭	২

সূচীপত্র।

অষ্ট মহা দ্বাদশী

শিবরাত্রি

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদাব্জভাজা
মবশ্য কর্ত্তব্য-বিধীন্ বিধাতুম্।
বিরাজতে ভক্তি বিলাসনামা
গ্রন্থোত্তমো গৌরগণাবলম্বঃ ॥

গোপাল ভট্টেন পুরা প্রণীতম্
সনাতনো যং পুন রাততান।
দিগ্‌দর্শনীং নাম বিধায় টীকাং
প্রকাশয়ামাসচ দুর্গমার্থান্ ॥

স সংস্কৃতজ্ঞৈ রববোধনীয়ো
নবৈ পরেষা মিতি নোঽভিলাষঃ।
দেশীয়ভাষা বিদুষাং সমাজে
প্রভাব মাবিষ্কুরুতাং কথঞ্চিৎ ॥

ব্রতাহ নির্দ্দেশ বিধা বিদানী
মাচার্য্য বর্য্যা অপি নৈকচর্য্যাঃ।
স্বয়ন্তু সন্তঃ প্রতিযন্তু তত্ত্বা
ন্যাত্ম প্রতিষ্ঠা দ্রিয়তে হি শিষ্টৈঃ ॥

ব্রতানি যেনৈব পথা চরন্তঃ
প্রাপ্স্যন্তি সন্তো ভগবৎ প্রসাদম্।
তথা মমায়ং বিহিতঃ প্রয়াসো
নস্পর্দ্ধয়া নাপিচ পক্ষপাতাৎ ॥

যথার্থ তত্ত্বাধিগমায় যোঽয়ং
অনুষ্ঠিতঃ সম্প্রতি পিষ্টপেষঃ।
নূনং ফলং দাস্যতি ঘৃষ্ট এব
গন্ধোহি সৌগন্ধভরং তনোতি ॥

কাব্যতীর্থোপনামাচ বিদ্যাবিনোদসংযুতঃ।
শ্রীকৃষ্ণ হরি শর্ম্ম গোস্বামী শাস্ত্র সুচিন্তকঃ॥
বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসাং কুরুতে দ্বিজঃ।
ময়্মন সিংহ মধ্যস্থ বাণীগ্রাম সুসংস্থিতিঃ ॥

শ্রীএকাদশী

নির্ম্মমে স্বশরীরাত্তু তিথি মেকাদশীং বিভুঃ।
ভগবান্ নিজ শরীর হইতে একাদশী তিথি সৃজন করিয়াছিলেন

একাদশীব্রতের নিত্যতা

একাদশীব্রত বৈষ্ণব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। গোস্বামিপাদ এই ব্রতের যে যে প্রকারে নিত্যতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে,—

তচ্চ কৃষ্ণ প্রীণনত্বা দ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চা করণে প্রত্যবায়তঃ॥ ১২ বি, ৪

প্রথমতঃ—"একাদশীব্রত—শ্রীভগবানের প্রীতিকর" এইরূপ শ্রবণ মাত্রেই ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের ব্রতানুষ্ঠান বিষয়ে ভক্তির সহিত প্রবৃত্তি হয় বলিয়া শ্রীভগবৎ প্রীতিকর—একাদশী ব্রতের পরম নিত্যতা সাধিত হইয়াছে।

যেহেতু ভগবানের সন্তোষকর বলিয়া ঐকান্তিক ভক্তগণ অবশ্যই একাদশী ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হইবেন।

কৃষ্ণপ্রীণনত্বং

তথাহি মৎস্য ভবিষ্যপুরাণয়োঃ

"একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশী দিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥
বৈষ্ণবং বিষ্ণুপ্রিয়তম মিত্যর্থ ইতি দিগ্দর্শনী। ১২ বি, ৫

অর্থ। শুক্লা এবং কৃষ্ণা একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশী দিনে ভোজন করিবে। এই ব্রত বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়তম। এই ব্রতে ভগবানের অতিশয় প্রীতি জন্মে।

একাদশী ব্রতং নাম সর্ব্বকাম ফলপ্রদং।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈ বিষ্ণু-প্রীণন কারণং ॥ ১২ বি, ৭

অর্থ। সর্ব্বকাম ফলপ্রদ একাদশী নাম ব্রত ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। ইহা বিষ্ণুর প্রীতির কারণ।

আর যাঁহারা ভগবৎ প্রীতি উদ্দেশ্যে ভজন না করিয়া কেবল শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুবর্ত্তী হইয়াই ভজনোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি আকর্ষণ জন্য বলা হইয়াছে,—

বিধিপ্রাপ্তত্বং

কন্বঃ

"একাদশ্যা মুপবসে ন্ন কদাচি দতিক্রমেৎ।" ১২ বি, ৮

অর্থ। একাদশী দিনে উপবাস করিবে, কদাচ উহা লঙ্ঘন করিবেনা।

এই বিধি বাক্য দ্বারা এবং—

ভোজন নিষেধঃ।

"একাদশ্যাং নভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ। ১২। বি, ১০

মানব কখনও একাদশী দিনে ভোজন করিবে না।

এইরূপ ভোজন নিষেধক প্রমাণ দ্বারা অন্বয় ব্যতিরেকে দুই প্রকারেই উক্ত ব্রতের নিত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন।

আর যাঁহারা ভগবৎ প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, অথচ বিধি কিম্বা নিষেধের অনুবর্ত্তিতায় ও ভগবদ্ভজনে উন্মুখ নহেন। কেবল বিষয় বাসনায়ই বিজড়িত, তাঁহাদিগকেও মহাপাপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বলিয়াছেন,—

অকরণে প্রত্যবায়ঃ।

শ্রীনারদীয়ে

"যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
অন্ন মাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥ ১২ বি, ১২

অর্থ। হরি বাসর (একাদশী) প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মহত্যা সদৃশ যত পাপ, তৎসমুদয় অন্নে অবস্থিতি করে। যে একাদশী দিনে ভোজন করে, সে সেই সমস্ত পাপ প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে

একাদশ্যাং হিভুঞ্জানো ভুঙ্ক্তে গোমাংস মেবহি। ১২ বি, ১৫

অর্থ। যিনি একাদশী দিনে ভোজন করেন, তিনি গোমাংসই ভক্ষণ করেন।

এইরূপে অকরণে প্রত্যবায়োৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া নিত্যতা অবধারিত করিয়াছেন। কি ভক্তি-নিষ্ঠ, কি ভজনোন্মুখ, কি তটস্থ, সকলের পক্ষেই একাদশী ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য।

অধিকারী নির্ণয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণা ঞ্চৈব যোষিতাম্।
মুক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তমং দ্বিজাঃ॥ ১২ বি, ৬

হে ব্রাহ্মণগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সমস্ত জাতীয় স্ত্রীবর্গ ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রিয়তম একাদশী ব্রত করিলে ঐ ব্রত তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।"

এই বচনে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই এই ব্রতে অধিকার দেখা যাইতেছে।

কাত্যায়ন স্মৃতৌ—

বিধবা যা ভবে ন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥ ১২ বি', ১৯

যে বিধবা রমণী একাদশী দিবসে ভোজন করে, তাহার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সে প্রতিদিন ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে থাকে।
এই বচন দ্বারা বিধবা স্ত্রীগণের একাদশী ব্রতে পূর্ণাধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

পাদ্মোত্তর খণ্ডে

শিব পার্ব্বতী সংবাদে।

বর্ণানামাশ্রমিণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চবরবর্ণিনি !
একাদশ্যুপবাস স্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ বি, ৩০

অর্থ। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে বরবর্ণিনি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (বর্ণ) ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও যতি (আশ্রমী) এবং স্ত্রীগণের একাদশীর উপবাস কর্ত্তব্য, ইহাতে সংশয় নাই।

নারদীয়ে

কুর্য্যা ন্নরো বা নারী বা পক্ষয়ো রুভয়ো রপি। ১২, বি ৩২
কুর্য্যা ন্নরো বা নারী বা ইত্যনেন চতুর্ব্বর্ণানাং আশ্রমিণাং অন্ত্যজানাং যোষিতাঞ্চ অধিকারো দর্শিতঃ।
ইতি দিগদর্শনী। ১২ বি। ৩০

অর্থ! নর এবং নারী সকলই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।
ইত্যাদি বচন দ্বারা চত্তর্ব্বর্ণ, চত্তরাশ্রমী, অন্ত্যজ এবং স্ত্রীগণের অধিকার প্রদর্শিত হইল।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈ র্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যা মুপবসেৎ পক্ষয়ো রুভয়ো রপি ॥ ১২ বি, ১৯

ভক্তিমান্ ব্যক্তি পুত্র, ভার্য্যা ও আত্মীয়গণের সহিত উভর পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করিবেন।

এই বচন দ্বারা সধবা স্ত্রীগণের ও উক্ত ব্রতে অধিকার উল্লিখিত হইয়াছে।
তবে যে মনু বলিয়াছেন,—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপোষণং।
ইতি দিগদর্শনী। ১২ বি, ৩০

অর্থ। স্ত্রীলোকের পৃথক্ কোন যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই।

আর বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাস ব্রত ঞ্চরেৎ।
আয়ূঃ সা হরতে ভর্ত্তু র্নরক ঞ্চৈব গচ্ছতি ॥

ইতি—দিগদর্শনী। ১২ বি, ৩০

অর্থ। যে নারী পতি জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে ইহলোকে থাকিয়া পতির আয়ুঃ হরণ করে ও পরলোকে নরক-গামিনী হয়।

এই সকল বাক্য যাঁহারা স্বামীর অনভিপ্রায়ে উপবাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

এই জন্যই শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন,—

"কামং ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসাদীনারভে, দিতি

দিগ্ দর্শনী। ১২ বি, ৩০

স্বামীর আদেশ ক্রমে যথেচ্ছরূপে ব্রত ও উপবাসাদি আরম্ভ করিবে।"

অথবা এই সকল বিধি ও নিষেধবাক্য বৈষ্ণবাতিরিক্ত স্ত্রীগণের বিষয়েই অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে—এবং এই মত শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর তারতম্য ও অবৈষ্ণব বিষয়ক।

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতি বৎসরঃ।
যো ভুঙ্ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণো রহনি পাপকৃৎ।
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে ॥
এতস্মাৎ কারণাদ্ বিপ্র একাদশ্যা মুপোষণম্।
কুর্য্যা ন্নরো বা নারী বা পক্ষয়ো রুভয়ো রপি ॥ ১২ বি—৩২।

শ্রীমন্ মহারাজ রুক্মাঙ্গদ পটহ বাদন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—যাহার বয়স অষ্টম বর্ষ অতিক্রম হইয়াছে এবং অশীতিতম বৎসর অতীত হয় নাই, এমন মনুষ্য মাত্রেই যদি আমার রাজ্যে থাকিয়া শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ বিহিত একাদশী দিনে ভোজন করে, তবে সেই পাপাচারী আমার বধযোগ্য, কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে বধার্হ দোষে ও মৃত্যুদণ্ড অবৈধ, তাঁহারা চিরকালের জন্য আমার অধিকৃত সমস্ত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। হে ব্রাহ্মণ! এই হেতু কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই অর্থাৎ যাহাদের বয়স আট বৎসরের অধিক ও আশী বৎসরের মধ্যে এই মত মনুষ্য মাত্রেরই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের উভয় একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।

তত্ত্ব সাগরে

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যে তে মন্যুতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥” ১২ বি, ২২

শুক্লা একাদশী যেমন মাননীয়া কৃষ্ণা একাদশী ও তেমনই আদরণীয়া, কৃষ্ণা ও যা শুক্লা ও তা. এইরূপে উভয় পক্ষীয় একাদশীকেই যিনি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনিই বৈষ্ণব॥

বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণে এইরূপ উল্লেখ থাকায় পুত্র ভার্য্যা সমন্বিত গৃহস্থ বৈষ্ণবের ও শুক্লা কৃষ্ণা ভেদ কর্ত্তব্য নহে, আর

“স পুত্রশ্চ স ভার্য্যশ্চ স্বজনৈ র্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যা মুপবসেৎ পক্ষয়ো রুভয়ো রপি॥‡

ইত্যাদি প্রমাণানুসারে বিষ্ণুপরায়ণা সধবা স্ত্রীগণের এবং পুত্রবান্ গৃহস্থবর্গের ও শুক্লা কৃষ্ণা ভেদজ্ঞান কর্ত্তব্য নহে।

কাল মাধবীয়ে ভবিষ্যোত্তরম্—

একাদশীষু কৃষ্ণাসু রবি সংক্রমণে তথা।
চন্দ্র সূর্য্যোপরাগে চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥

পুত্রবান্ গৃহস্থ ব্যক্তি সমস্ত কৃষ্ণা একাদশী, সংক্রান্তি এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণে উপবাস ব্রত করিবে না।

কাল মাধবীয়ে ভবিষ্যোত্তরম্—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি।
ব্রহ্মচারী চ নারী চ শুক্লা মেব সদা গৃহী॥

ব্রহ্মচারী পুরুষ ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবা রমণী শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না, আর গৃহস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদা শুক্লা একাদশীতেই ভোজন করিবে না॥

উল্লিখিত বচন দ্বয়ে পুত্রবান্ গৃহস্থের পক্ষে কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস নিষেধ করিয়া যে কেবল শুক্লা একাদশীতেই উপবাসের বিধান করা হইয়াছে। তাহা বৈষ্ণবাতিরিক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে—অথবা ঐ সকল নিষেধক বচন সকামোপবাস বিষয়ক বলিয়াই অবধারণ করিবে॥

‡ ৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

অনুকল্প বা প্রতিনিধি

যাহারা রোগগ্রস্ত কিম্বা রোগমুক্ত হইয়াও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উপবাসে অসমর্থ অথবা উপবাস ক্লেশে যাহাদের শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা, এইমত ক্ষীণ বীর্য্যব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধি দ্বারা দুই রকম গৌণ উপায়ে ব্রত রক্ষার বিধান রহিয়াছে। উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি উপবাসের প্রতিনিধি স্বরূপ পঞ্চ গব্যাদি যথাযোগ্য ভক্ষ্য আহার করিরাও ব্রত সম্পাদন করিতে পারেন, ইহাই ব্রতের প্রতিনিধি কিম্বা প্রথম রকমের গৌণ উপায়। আর উক্তবিধ উপায়েও যাহারা ব্রত রক্ষায় অক্ষম অর্থাৎ যাহারা হবিষ্যান্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াও একাদশী ব্রতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শক্তিহীন ; তেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রতিনিধি দ্বারা যথাবিধি উপবাস ব্রতানুষ্ঠান করাইয়া ব্রতভঙ্গ জনিত মহাপাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন ; ইহাই ব্রতীর প্রতিনিধি কিম্বা দ্বিতীয় রকমের গৌণ উপায়। ব্রতের প্রতিনিধি অপেক্ষা ব্রতীর প্রতিনিধি অপ্রশস্ত।

(ব্রত প্রতিনিধি কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অনুকল্প)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

এক ভক্তেন নক্তেন বাল-বৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়ো মূল ফলৈ র্বাপি ন নির্দ্বাদশিকোভবেৎ॥ * ১২ বি ৩৬

বালক† অর্থাৎ যাহাদের বয়স ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, বৃদ্ধ অর্থাৎ যাহার সত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক ও আতুর অর্থাৎ যাহারা রোগাদি দ্বারা নিতান্ত

* নির্দ্বাদশিক ইত্যত্র হ্রস্বত্ব মার্ষম্ ছন্দোনুরোধাৎ।
নির্দ্বাদশিক একাদশী ব্রতরহিত ইতি দিগ্দর্শনী দৃশ্যা। ৩৬

† আষোড়শাদ্ ভবেদ্ বাল স্তরুণ স্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততে রূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥ ভরতধৃত স্মৃতিঃ।
বয়স্ত ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধকন্তথা।
ঊন ষোড়শবর্ষস্ত নরো বালো নিগদ্যতে।
* * * *
মধ্যে ষোড়শ সপ্তত্যো র্মধ্যমঃ কথিতো বুধৈঃ।
* * * *
ততস্তু সপ্ততে রূর্দ্ধং ক্ষীণ ধাতু রসাদিকঃ।
* * * *
কাস শ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

উপরি উক্ত স্থলে বালক শব্দে যাহাদের বয়স আট বৎসরের অধিক তাহারাই লক্ষীভূত, যেহেতু তৎপূর্ব্বে তাহাদের একাদশীতে অনধিকারই কথিত হইয়াছে।

ক্ষীণবল তাহারাও একভক্ত কিম্বা নক্তব্রত অথবা দুগ্ধ, মূল ও ফল ভক্ষণ করিয়া একাদশী দিন যাপন করিবে, কিন্তু তথাপি ব্রত পরিত্যাগ করিবে না। এই বচনে এক ভক্ত, নক্তব্রত ও দুগ্ধ মূল ফলাহার রূপ ত্রিবিধ অনুকল্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে, একভক্ত অপেক্ষা নক্তব্রত উৎকৃষ্ট ও এতদুভয় অপেক্ষা দুগ্ধাদি ভক্ষণ উৎকৃষ্টতর।

বৌধায়ন স্মৃতৌ—

উপবাসেত্বশক্তানা মশীতে রূর্দ্ধ জীবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্য্য মাহ বৌধায়নো মুনিঃ॥　১২ বি, ৩৬
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিক শরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি পরিকল্পনম্॥　১২ বি, ৩৭

যাহারা অশীতির উর্দ্ধ বয়স্ক অথবা উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের একভক্ত বা নক্তব্রতাদি কর্ত্তব্য, বৌধায়ন মুনি এইপ্রকার বলিয়াছেন। যাহারা ব্যাধি গ্রস্ত, যাহাদের শরীর পিত্তপ্রধান অথবা পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সের পরেও ত্রিংশদ্বর্ষ (অর্থাৎ অশীতিবর্ষ) অতিক্রম হইয়াছে, তাহারা উত্তরোত্তর প্রশস্ত একভক্ত কিম্বা নক্তব্রত প্রভৃতি অনুকল্প করিবে।

একভক্ত

স্কন্দ পুরাণে—

দিনার্দ্ধ সময়ে হতীতে ভুজ্যতে নিয়মেন যৎ।
একভক্ত মিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ॥
ততো রাত্রিং নয়ে ত্তাঞ্চ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভগবন্তং স্মরন্ ভক্ত্যা ভূমিশায়ী সুখং স্বপন্॥　১৩ বি, ৭

উপবাস দিনে দিনার্দ্ধ সময় অর্থাৎ দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে সংযম দিনোক্ত নিয়মানুসারে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করার নাম "একভক্ত"। একভক্ত ব্রতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তার সহিত ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিবে।

নক্তব্রত

হেমাদ্রি পরিশেষ খণ্ডে কাল নির্ণয়ে ভবিষ্য পুরাণম্—

"নক্ষত্র দর্শনে নক্তং প্রাগ্ যামা ভ্যন্তরাশনম্।"

নক্ষত্র উদয়ের পর রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যে হবিষ্যান্ন ভোজনের নাম

নক্ত, কিন্তু এইরূপ নক্ত কেবল গৃহস্থ গণেরই কর্ত্তব্য ; যতি গণের পক্ষে দিবসীয় অষ্টম যামার্দ্ধই নক্তব্রতে ভোজন কাল।

তত্রৈব দেবল বচনম্—

নক্ষত্র দর্শনা ন্নক্তং গৃহস্থস্য বুধৈঃ স্মৃতম্।
যতে র্দিনাষ্টমে ভাগে তস্য রাত্রৌ নিষিদ্ধ্যতে॥

গৃহস্থগণের পক্ষে নক্ষত্র দর্শনের পরবর্ত্তীকাল ও যতিগণের পক্ষে দিবসের অষ্টম ভাগ অর্থাৎ সাড়ে তিন প্রহরের পর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'নক্ত' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যতিগণের রাত্রিতে ভোজন নিষিদ্ধ। নক্ত ভোজী ব্যক্তি হবিষ্যান্ন-ভোজন, স্নান, সত্যবাক্য, আহারের লঘুতা, হোম ও ভূমি শয্যায় শয়ন, এই ছয়টী কার্য্য অবশ্য প্রতিপালন করিবেন। এই বিষয়ে জীমূত বাহন প্রণীত কাল বিবেক প্রমাণিত ভবিষ্য পুরাণের উক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

হবিষ্য-ভোজনং স্নানং সত্য মাহার-লাঘবম্।
অগ্নিকার্য্য মধঃশয্যাং নক্তভোজী ষড়াচরেৎ॥

নক্ত যোগে হবিষ্যান্নাদি

বায়ু পুরাণে—

নক্তং হবিষ্যান্ন মনোদনম্বা
ফলং তিলাঃ ক্ষীর মথাম্বুচাজ্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদিবাথ বায়ুঃ
প্রশস্ত মত্রোত্তর মুত্তরঞ্চ॥* ১২ বি, ৩৯

* এবং নক্তব্রতস্য গুরুত্বেন প্রাগুক্ত বায়ু পুরাণ বচনে নক্তমিতি হবিষ্যান্নাদি ভোজনস্য কাল পরং নতু নক্ত ব্রতপরং, তথাত্বে উত্তরোত্তর গুরু ব্রতোপদেশ প্রস্তাবে তদনন্তরং কেবলং হবিষ্যান্নোপদেশানুপপত্তেঃ ইত্যেকাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

রঘুনন্দন কৃত ব্যাখ্যার অর্থ

এই প্রকার নক্তব্রতের গুরুত্ব হেতু—

পূর্ব্বোক্ত বায়ু পুরাণ বচনে 'নক্তং হবিষ্যান্নং" এই স্থলে "নক্ত" পদ হবিষ্যান্নাদি ভোজনের কাল পর নক্ত ব্রত পর নহে। তাহার কারণ, ব্রতপর স্বীকার করিলে উত্তর উত্তর গুরু ব্রতের উপদেশ প্রস্তাবে "প্রশস্ত মত্রোত্তর মুত্তরঞ্চ" এই স্থলে তদনন্তর অর্থাৎ সকলের পর হবিষ্যান্ন উপদেশের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়। অতএব ব্রত পর নহে, কাল পর।

রাত্রি যোগে হবিষ্যান্ন অথবা রাত্রিযোগে অন্নাতিরিক্ত খাদ্য* অথবা রাত্রি কালে ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত কিম্বা মিশ্রিত পঞ্চগব্য অথবা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে। উল্লিখিত বস্তু সমূহের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরটি উৎকৃষ্ট কল্প অর্থাৎ একাদশী ব্রতে সর্ব্ববিধ পান ভোজন ত্যাগ প্রথম কল্প, তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তিরা পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিতে পারেন, ইহা কষ্টকর হইলে কেবল ঘৃত সেবন করা যাইতে পারে, তাহা ক্লেশসাধ্য হইলে সুধু জল পান করিতে পারেন, ইহা অসহনীয় হইলে দুগ্ধ পান, তাহাতেও অশক্ত হইলে তিল ভক্ষণ, ইহাতেও অসামর্থ্যে ফলাহার, তদশক্তিতে অন্নাতিরিক্ত খাদ্য,

প্রথম বায়ু (নিরাহার) পরে পঞ্চগব্য, পরে ঘৃত, পরে জল, পরে দুগ্ধ, পরে তিল, পরে ফল, পরে অনোদন অর্থাৎ অন্নভিন্ন সমস্ত, সকলের পর হবিষ্যান্ন। এই প্রস্তাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপ্রশস্ত, পর পর প্রশস্ত।

* অন্নন্তু ধান্য সম্ভূতং গিরিজে যদি জায়তে।
ধান্যানি বিবিধানীহ জগত্যাংশৃণু যত্নতঃ॥
শ্যাম মাস মসূরাশ্চ ধান্য কোদ্রব সর্ষপাঃ।
মুষ্টকো রাজমাষাশ্চ তুমুরো জুমর স্তথা॥
যব গোধূম মুদ্গাশ্চ তিল কঙ্গু কুলত্থকাঃ।
গবেধুকাশ্চ নীবারা আতকাশ্চ কলায়কাঃ॥
মাণ্ডকো বজ্রকো রঙ্গঃ কীচকো বড়কস্তথা।
তিলকা শ্চণকাদ্যাশ্চ ধান্যানি কথিতানি বৈ॥
এড়কাদ্য সমুদ্ভূতং অন্নং ভবতি শোভনে।
অন্নত্যাগে ব্রতে ভক্ষ্য মেতদেব বিবর্জ্জয়েৎ॥
ইতি শব্দ কল্পদ্রুম প্রমাণিত পাদ্মোত্তর খণ্ডম্॥

এই স্থলে তিল ও অন্ন মধ্যে গণিত হইয়াছে। কিন্তু "ফলং তিলাঃ ক্ষীর মথাম্বু চাজ্যম্।" ইত্যাদি বচনে উত্তরোত্তর প্রশস্ত অনুকল্প পরিগণনায় ফল হইতেও তিলের উৎকর্ষ-কীর্ত্তিত হওয়ায় তিল ভক্ষণে অন্ন ভক্ষণ জনিত দোষ ঘটিবে না।

উহাতেও অপারগ হইলে হবিষ্যান্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণরূপ অনুকল্প করিলে ও ব্রতরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু এই সকল অনুকল্প রাত্রি যোগেই বিহিত। রাত্রিতে হবিষ্যান্ন করিয়া ও যিনি ব্রত রক্ষায় অক্ষম, তিনিই পূর্ব্বোক্ত একভক্ত অর্থাৎ দিবা দুই প্রহরের পর নিয়ম পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন করিবেন। কিন্তু এ স্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, দিনার্দ্ধের পর হবিষ্যান্নের (একভক্তের) বাচনিক বিধানের ন্যায় দিবা যোগে ফল মূলাদি ভক্ষণের বাচনিক বিধান না থাকিলেও হবিষ্যান্ন বিধানের দ্বারাই ফলমূলাদি ভক্ষণ ও বিহিত হইয়াছে, ইহা কৈমুতিক ন্যায়—সিদ্ধ। অতএব অপেক্ষাকৃত সমর্থ বক্তি একভক্ত না করিয়া দিবা যোগে জল পানাদি উৎকৃষ্টতর অনুকল্প করিবেন; যে হেতু জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত ও ঔষধ সেবনে ব্রত নষ্ট হয় না, পরন্তু ব্রাহ্মণের প্রার্থনা বা গুরুদেবের আদেশ ক্রমে তদতিরিক্ত ইক্ষুরস, দধি ও নবনীত প্রভৃতি সামগ্রীও (অর্থাৎ যাহা যাহা অন্নমধ্যে পরিগণিত হয় নাই) উপবাস দিনে ভক্ষণ করা যাইতে পারে, তাহাতে ব্রত বিঘাত হয় না। এই বিষয়ে প্রমাণ যথা —

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণ-কাম্যাচ গুরোর্বচন মৌষধম্॥ ১২, বি ৪০

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ এই আটটি ব্রত বিঘাতক নহে।

ব্রতীর প্রতিনিধি

যাহারা রোগাদি জনিত দুর্ব্বলতায় হবিষ্যান্ন পর্য্যন্ত অনুকল্পের (উপবাস প্রতিনিধির) অনুষ্ঠানেও শক্তিহীন তাদৃশ্য ব্রতকারীর জন্য প্রতিনিধির দ্বারা ব্রতসম্পাদনের বিধান রহিয়াছে।

বারাহে—

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে।
কারয়েদ্ধর্ম্মপত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতম্।
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রত মস্য ন লুপ্যতে॥ ১২ বি, ৩৫

রোগাদি দ্বারা শরীরের একান্ত দুর্ব্বলতা অবস্থায় একাদশী প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য উপবাস ব্রত উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপত্নী, বিনীতপুত্র, ভগিনী কিম্বা ভ্রাতা ইহাদের কেহকে অনুমতি দিয়া উপবাস ব্রত করাইবে, তবেই অসমর্থ ব্যক্তির উপবাস ব্রত বিলুপ্ত হয় না।

কাত্যায়ন ঃ—

পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ গুর্ব্বর্থেতু বিশেষতঃ।
উপবাসং প্রকুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ॥ ১২ বি, ৩৫

যাহারা পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা কিম্বা গুরুর উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকারে উপবাস করে, তাহারা স্বার্থ উপবাস হইতে ও শতগুণ পুণ্যলাভ করিয়া থাকে।

এই বচন অনুসারে শিষ্য ও গুরুর প্রতিনিধি হইতে পারেন।

এখন সম্পূর্ণা বিদ্ধা ভেদে একাদশী নির্ণয় করা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি-ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ হরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং একাদশী নিত্যত্যাদি নির্ণয়ো নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ। *

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একাদশীর সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা নির্ণয়

সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা ভেদে অপরাপর তিথির ন্যায় একাদশী ও দুই প্রকার; বিদ্ধা ও আবার পূর্ব্ববিদ্ধা ও পরবিদ্ধা ভেদে দুই রকম, তন্মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধাই পরিত্যাজ্য।

পৈঠীনসি বলিয়াছেন ঃ—

নাগবিদ্ধাচ যা ষষ্ঠী শিব বিদ্ধাচ সপ্তমী।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা তত্র নোপবসে দ্বুধঃ॥ ১২ বি, ৭৪

পণ্ডিত ব্যক্তি পঞ্চমী বিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠী বিদ্ধা সপ্তমীতে ও দশমী বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না।

শারদা পুয়াণে কথিত আছে ঃ—

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
তৃতীয়াচ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা।
উপোষ্যাঃ পর সংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥ ১২ বি, ৭৪

একাদশী, ষষ্ঠী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্যা ও অষ্টমীঃ এই সকল তিথি পরবিদ্ধা হইলে উপবাসের যোগ্য, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে উপবাসের অযোগ্য।

সকল তিথিই সূর্য্যের উদয় কাল হইতে আরব্ধ হইয়া ষষ্ঠী দণ্ড কাল স্থায়ী হইলেই শুদ্ধা বা সম্পূর্ণা হয়।

রামচন্দ্র ভট্ট কৃত কালনির্ণয় ধৃত এবং দলপতি কৃত নৃসিংহ প্রসাদ কালনির্ণয় সার ধৃত নারদীয় বচন দ্বয় যথা—

"আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্য ষষ্টি নাড়িকা।
যা তিথিঃ সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ॥
আদিত্যোদয় বেলায়া প্রাঙ্ মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা।
একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থ। সূর্য্যের উদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে তিথি ষষ্টি নাড়িকা অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ড ব্যাপিনী হয় (অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শকরে) তাহাই শুদ্ধা বা সম্পূর্ণা, এই বিধি সর্ব্বতিথি বিষয়ক।

একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত যুক্ত ষষ্টিদণ্ড অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব সময় হইতে আরব্ধ হইয়া সূর্য্যোদয় হইতে ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী হয় অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শকরে, তবে সম্পূর্ণা হয়।

পূর্ব্ববচনে ষষ্টি নাড়িকার উল্লেখ আছে (আরভ্য ষষ্টি নাড়িকা) পরবচনে (আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা) ষষ্টি নাড়িকার উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব বচন হইতে পরবচনে ষষ্টি নাড়িকার অনুবৃত্তি করা হইরাছে।

কাল মাধব ধৃত গারুড়ে

আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্য ষষ্টি নাড়িকা।
সঙ্কীর্ণৈকা দশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥ ১২ বি, ১২৫

অর্থ। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশী ষষ্টি নাড়িকা হইলে তাহাকে সঙ্কীর্ণা বলে। ধর্ম্মফল বাঞ্ছাকারীরা তাহা ত্যাগ করিবেন।

স্কন্ধ পুরাণে

প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়া দুদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরি বাসর বর্জ্জিতাঃ॥ ১২ বি, ১২০
হরিবাসরং একদশী ইতি দিগ্দর্শনী। ১২ বি, ১২০

এক মাত্র একাদশী ভিন্ন প্রতিপৎ প্রভৃতি অপরাপর সমুদয় তিথিই সূর্য্যের উদয় কাল হইতে আরব্ধ হইয়া যদি অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণা বলে। তাহার অন্যথা হইলে বিদ্ধা হইবে। যে হেতু যে তিথির যাহা নির্দ্দিষ্ট কাল, ঐ কালে তিথ্যন্তরের প্রবেশের নামই বেধ।

তিথি সম্পূর্ণা না হইলেই বিদ্ধা হইবে। একাদশীর ভিন্নরূপ সম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইতেছে,—

যথা ভবিষ্য পুরাণে

আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥ ১২বি, ১২২

সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারি দণ্ড যদি একাদশী থাকে, এবং অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করে, তবে ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা যায় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করিলে সম্পূর্ণা হয়। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুইমুহূর্ত্তে দশমীর স্পর্শ হইলেই দশমীবিদ্ধা হইবে। দিগ্দর্শনীকার এইরূপে একাদশীর সম্পূর্ণত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।—

"সম্পূর্ণা অরুণোদয় মারভ্য পরদিনে
সূর্য্যোদয়ং যাবৎ ব্যাপ্তা ইত্যেষ্যা।" ১২বি, ১৪৯

অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পর দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে সম্পূর্ণা হইবে।

গারুড়ে াশবরহস্যেচ

উদয়াৎ প্রাগ্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয় সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্গৃহী॥ ১২ বি, ১২১

অর্থ—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তযুক্ত একাদশী দ্বিতীয় সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করিলে সম্পূর্ণা হয়। গৃহী তাহাতেই উপবাস করিবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড অরুণোদর কাল অরুণোদয়ে দশমীর স্পর্শ হইলেই একাদশী বিদ্ধা হইবে পূর্ণা হইবে না।

একাদশীর অন্যপ্রকার সম্পূর্ণতা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অরুণোদয় বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথি র্ভবেৎ।
পূর্ণৈবেত্যেব গন্তব্যা প্রভূতা নোয়দংবিনা॥ ১২ বি, ১২৭

তিথিরেকাদশী। অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা। একমরুণোদয়-মারভ্যান্যা রুণোদয়ং যাবদ্ব্যাপিন্যেব সতী সম্পূর্ণা স্যাদিত্যর্থঃ।

ইতি দিগ্দর্শনী ১২ বি, ১২৭

অর্থ। অরুণোদয় বেলাতে একাদশী অল্প থাকিলেও পূর্ণাই হয়, অরুণোদয় ভিন্ন সম্পূর্ণা হয় না।

অর্থাৎ এক অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য অরুণোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলেই সম্পূর্ণা হয়।

এইরূপ সম্পূর্ণাতেই বঞ্জুলীর স্বার্থকতা।

কেহ কেহ—

একাদশী প্রকরণে নারদীয়ে—

তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে। ১২ বি, ১২

এই বচনস্থ 'হরিবাসর' একাদশী।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রকরণে বৃহন্নারসিংহে—

বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ সতু পাপভাক্। ১৩ বি, ৩৩৮

এই বচনস্থিত 'মদ্দিন' নৃসিংহচতুর্দ্দশী।

শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

মাসি ভাদ্র পদে শুক্ল পক্ষে যদি হরে র্দিনে

এই বচন স্থিত 'হরিদিন' শ্রবণা দ্বাদশী।

জন্মাষ্টমী প্রকরণে বিষ্ণুরহস্যে—

পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা কৃষ্ণবাসরে।

এই বচন গত 'কৃষ্ণবাসর' জন্মাষ্টমী।

হরি বাসর, মদ্দিন, কৃষ্ণবাসর ও হরি দিনের যৌগিক অর্থ ধরিয়া

প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়া দ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরি বাসর বর্জ্জিতাঃ॥

এই বচনের "হরি বাসর" পদে একাদশী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী ও শ্রবণা দ্বাদশীর গ্রহণ করেন।

তাহা অযুক্ত, তাহার এককারণ—

"আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্যষষ্টি নাড়িকা।
যা তিথিঃ সাহি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ॥
আদিত্যোদয় বেলায়া প্রাঙ্মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা।
একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥"

এই নারদীয় বচনদ্বয়ের সহিত

"প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরি বাসর বর্জ্জিতা॥"

এই স্কান্দ বচনের এক বাক্যতা করিলে এইস্থলে "হরিবাসর" পদে যে একাদশী তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়। হরি বাসর শব্দ একাদশীতে রূঢ়।

হরিবাসর শব্দ যোগরূঢ় বলিয়া কলবিবেক, নির্ণয়ামৃত, নির্ণয় সিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস, তিথিবিবেক, হেমাদ্রিকাল নির্ণয় পরিশেষ খণ্ড, তিথিতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতিতে নিবন্ধকারগণ হরিবাসর শব্দের একাদশী অর্থ করিয়াছেন। রূঢ়, যৌগিক, যোগরূঢ়, পণ্ডিতগণের ব্যবহারেই হয়।

দ্বিতীয় কারণ,—

"আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্যষষ্টি নাড়িকা"

ইত্যাদি সামান্য বচন দ্বারা একাদশীর ও সম্পূর্ণত্ব পাওয়া গিয়াছে।

"আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা"

ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা অরুণোদয়কাল হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশীর ভিন্নরূপে সম্পূর্ণত্ব বিধান করায় একাদশী ভিন্ন সমস্ত তিথিই ষষ্টি দণ্ডব্যাপিনী হইলে সম্পূর্ণা হইবে। কেবল একাদশীই হইবে না।

এতদ্দ্বারা নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী ও শ্রবণাদ্বাদশীকে ব্যাবৃত্তি করা হইল। নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী, শ্রবণাদ্বাদশী, যোগরূঢ় হরিবাসর শব্দবাচ্য নহে।

মুহূর্ত্তনির্ণয়

সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তকে অরুণোদয় কাল বলিয়া ধরা হইয়াছে, এই কারণেই এই স্থলে দণ্ডদ্বয়াত্মক মুহূর্ত্তের গ্রহণ সঙ্গত মনে করিয়া

"আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা" *

এই বচনেয় মুহূর্ত্ত দ্বয় শব্দের চারিদণ্ড পরিমিত কাল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ দুই প্রকার মুহূর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন; দিবা বা রাত্রিমানেয় পঞ্চদশ ভাগের একভাগ এক প্রকার,—আর দণ্ডদ্বয় পরিমিত কাল অন্যপ্রকার মুহূর্ত্ত। এই বিষয়ে প্রমাণ যথা ঃ—

অহ্নঃপঞ্চদশাংশো রাত্রেশ্চৈব মুহূর্ত্ত ইতি সংজ্ঞা।

ইতি কাল বিবেক ধৃত বরাহমিহিরঃ।

দিন মানের পঞ্চদশাংশ অথচ রাত্রিমানের পঞ্চদশাংশ, মুহূর্ত্ত নামে অভিহিত।"

বলাবাহুল্য এইপ্রকার মুহূর্ত্তের দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার মুহূর্ত্ত যথা—

* ১৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদ আছে।

নির্ণয়ামৃত ধৃত মহাভারতে

কর্ষেণাভ্যধিকৈঃ ষড় ভিঃ পলৈস্তাম্রস্যভাজনম্।
ত্রিংশদঙ্গুলিবিস্তার মুচ্ছি্রতং চতুরঙ্গুলম্॥
স্বর্ণমাষেণ কৃত্বাতু চতুরঙ্গুল কণ্ঠিকাম্।
মধ্যভাগে তয়া বিদ্ধং সা নাম ঘটিকা স্মৃতা॥
তদ্রন্ধ্রেণাম্ভসা পাত্রং যাবৎ কালেন পূর্য্যতে।
স কালো নাড়িকা তস্যাঃ ষষ্টিভাগো বিনাড়িকা॥
নাড়ীদ্বয়ং মুহূর্ত্ত স্তু ইত্যাদি।

ইহার অর্থ

ছয় পল * এককর্ষ অর্থাৎ উনিশ তোলা পরিমিত তাম্রখণ্ড দ্বারা বিস্তারে ত্রিশ অঙ্গুলি ও উচ্চতায় চারি অঙ্গুলি পরিমাণ একটি পাত্র নির্ম্মাণ করিবে। এক মাষা অর্থাৎ পাঁচরত্তি পরিমাণ স্বর্ণখণ্ড দ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ একটী শলাকা প্রস্তুত করিবে। এই স্বর্ণময় শলাকা অনায়াসে যাইতে আসিতে পারে, এমত ভাবে ঐ তাম্র পাত্রের মধ্যভাগে একটী ছিদ্র করিবে। ইহার নাম ঘটিকা যন্ত্র। এই যন্ত্র জলপূর্ণ পাত্রের উপরে রাখিয়া দিলে যন্ত্রস্থ রন্ধ্র পথে জল প্রবেশ করিতে করিতে যে পরিমাণ সময়ে উক্ত যন্ত্র জলে পরিপূর্ণ হয় ঐ পরিমাণ সময়ের নাম নাড়িকা, তাহার ষাইট ভাগের এক ভাগের নাম বিনাড়িকা; উক্ত দুই নাড়ীতে এক মুহূর্ত্ত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আহ্নিক তত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছেন—"নাড়ী ষষ্ট্যা দিবানিশম্" যাইট নাড়ীতে এক অহোরাত্র অর্থাৎ অহোরাত্রের ষাইটভাগের একভাগ এক নাড়ী। আবার একাদশীতত্ত্বে বলিয়াছেন "মুহূর্ত্তো ঘটিকাদ্বয়ং" ঘটিকা দণ্ডঃ। যথা ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে, ঘটী ষষ্ট্যা দিবা নিশম্॥

ইহার অর্থ

দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ঘটিকা শব্দ দণ্ড বাচক; যে হেতু ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "ষষ্টি ঘটিকায় এক অহোরাত্র" অর্থাৎ অহোরাত্রের ষাইট ভাগের এক ভাগের নাম ঘটিকা।

পলস্তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সাষ্টরক্তি দ্বিমাষকং।
তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্॥
ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বম্॥

এইক্ষণে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে ঘটিকা ও নাড়িকা এই উভয়ই একার্থ বোধক শব্দ ; দিবা-রাত্রের সমষ্টি পরিমানের ষাইট ভাগের এক ভাগের নাম নাড়িকা বা ঘটিকা। এইরূপ দুই নাড়ীতে বা দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয়।

আদি শাব্দিক শ্রীমান অমর সিংহ * বলিয়াছেন—

অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা স্ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।
তাস্তু ত্রিংশৎ ক্ষণ স্তেতু মুহূর্ত্তো দ্বাদশা স্ত্রিয়াম্।
তেতু ত্রিংশদহোরাত্রঃ।

ইহার অর্থ।

আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় একক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মূহূর্ত্তে এক অহোরাত্র,দুই নাড়ীতে বা দুই ঘটীতে বা অহোরাত্রের ত্রিশ ভাগের এক ভাগে যে মুহূর্ত্ত উল্লিখিত হইল, ইহাই হ্রাসবৃদ্ধি পরিহীন দ্বিতীয় প্রকার মুহূর্ত্ত।

সম্পূর্ণত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তমান একাদশীর সম্পূর্ণতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।† ঐ মুহূর্ত্ত অহোরাত্রের ত্রিশভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দণ্ডদ্বয়াত্মক, কাজেই দিবা কিম্বা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উহার (ঐ মুহূর্ত্তের) হাস বৃদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে যদি এই মুহূর্ত্ত শব্দে রাত্রির পঞ্চদশ অংশই লইতে হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন রাত্রি মানের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অংশরূপী মুহূর্ত্তেরও তারতম্য অপরিহার্য্য। রাত্রি মানের অল্পতার সময়ে মুহূর্ত্তমান ১।৪৬ পলের কমও হইতে পারে, আবার বৃদ্ধির সময়ে ২।১২ পলের বেশী ও হইতে পারে। তবে দেখা যাইতেছে—ছোট রাত্রিতে দশমীর স্থিতিকাল ৫৬।২৮ পলের বেশী হইলেও দশমী বিদ্ধা হইবে না, আবার বড় রাত্রিতে দশমীর স্থিতিকাল ৫৫।৪০ পলের কম হইলেও দশমী বিদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ যে হইতে পারে না, উহা অরুণোদয় নির্ণয় প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত হইতেছে।

* ইন্দ্র শ্চন্দ্রঃ কাশ কৃৎস্না পিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমর জৈনেন্দ্রা জয়স্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ॥
· কবিকল্পদ্রুমঃ।

† 'আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্ মূহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা।
একাদশীতু সম্পুর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥"

১৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদ আছে

অরুণোদয় নির্ণয়।

স্কান্দে—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্র শ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। ১২ বি, ১৩৫

কালমাধবে, দ্বিতীয়াদি প্রকরণে নারদঃ—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্র স্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ॥

সূর্য্য উদিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি দণ্ড অরুণোদয় কাল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু স্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ম্।
নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥ ১২ বি, ১৩৬

"রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারি দণ্ড এইরূপে একযাম পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনেরা রাত্রিকে ত্রিযামা বলিয়াছেন। অর্থাৎ রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদণ্ড এইরূপে আটদণ্ড ত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেক তৃতীয়াংশে এক যাম। এইরূপ তিন যামে রাত্রি, তাহাই' ত্রিযামা, বুঝিতে হইবে। অথচ রাত্রির শেষ চারিদণ্ডকে দিবসীয় প্রথম সন্ধ্যা আর রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডকে দিবসীয় শেষ সন্ধ্যা বলিয়াছেন।" এই অরুণোদয়কালে দশমীর প্রবেশ হইলেই একাদশী দশমী বিদ্ধা হয়, একাদশীতে অরুণোদয় বিদ্ধা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

অরুণোদয় বিদ্ধা নিষেধ।

কৌৎস ঃ—

অরুণোদয় বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১২ বি, ১৩৭
"কাচিৎ একা" ইতি দিগ্‌দর্শনী। ১৩৭

অরুণোদয় কালে দশমী বিদ্ধা একটী উপবাস করিলেও তাহার শতপুত্র নষ্ট হয়, অতএব উহা অর্থাৎ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে।

ভবিষ্য পুরাণে—

অরুণোদয় কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়ং একদশ্যুপবাসিনাম্॥ ১২ বি, ১৪০

অরুণোদয়কালে যদি দশমী দর্শন হয়, তবে ঐ বিদ্ধা একাদশী উপবাসকারী দিগের পাপের মূল হয়।

ভবিষ্যে—

অরুণোদয়েতু দশমী গন্ধ মাত্রং ভবেদ্ যদি।
দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ং নরাধিপ ॥ ১২ বি, ১২৯

অর্থ। হেনরাধিপ অরুণোদয়ে যদি দশমীর গন্ধ মাত্র অর্থাৎ অত্যল্প ও দেখা যায়, তবে যত্নপূর্ব্বক তাহা বর্জ্জন করিবে।

গারুড়ে

দশমীশেষ সংযুক্তো যদি স্যা দরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতং ॥ ১২ বি, ১৩০

অর্থ। অরুণোদয়ে যদি দশমীর অল্প সংযোগও হয়, তবে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদশী ব্রত করিবে না। "বৈষ্ণবেন" এই উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবেরা অরুণোদয় বিদ্ধা উপবাস করিতে পারে, কেবল সূর্য্যোদয় বিদ্ধা করিতে পারে না।

একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা হইলে তাহাতে অষ্টমহা দ্বাদশীর লক্ষণ গেলেও অষ্টমহাদ্বাদশী হইবে না। অরুণোদয় বিদ্ধা হেতু এই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

তাহার দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে,—

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ষষ্টি দণ্ডব্যাপিনী হইয়া পরদিনে নির্গত হইলে উন্মীলনী হইবে না। এইরূপ অমাবস্যাও পূর্ণিমা ষষ্টি দণ্ড হইলেও পক্ষবর্দ্ধনী হইবে না।

এইরূপ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলেও বঞ্জুলী হইবে না। এইরূপ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী হইলে নক্ষত্রঘটিত জয়া বিজয়া জয়ন্তীও পাপনাশিনী হইবে না।

যে তিথির যাহা নির্দ্দিষ্ট কাল ঐ সময় ব্যাপিয়া ঐ তিথি স্থায়ী হইলেই সম্পূর্ণা হয়, তদ্ভিন্নই বিদ্ধা।* এক তিথির নির্দ্দিষ্টকালে তিথ্যন্তরের প্রবেশের নাম বেধ। যাহার সম্বন্ধে বেধ হয়, তাহাকে বিদ্ধা বলে। অরুণোদয়কালে দশমীর প্রবেশ হইলে একাদশী দশমী-বিদ্ধা হয়। সম্পূর্ণা লক্ষণে বলা হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মুহূর্ত্ত হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিনী একাদশী সম্পূর্ণা, তদপেক্ষা ন্যূন হইলেই বিদ্ধা হয়।

* ১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণা লক্ষণ দেখুন।

'আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা।
একাদশীতু সম্পূর্ণা, বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥" ১২২

এই বচনের মুহূর্ত্ত শব্দের দুই দণ্ড অর্থ ধরিয়া লইলেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, অথচ কোন তর্কের অবসর থাকে না এবং উদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মুহূর্ত্ত অথচ অরুণোদয় কাল অভিন্নরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। অর্থান্তর কল্পনা করিয়া প্রৌঢ়বাদিতা অবলম্বন করিলেই একবাক্যতা-হানি ও ব্যবস্থাভেদ দোষ উপস্থিত হয়, একদিক্ রক্ষা করিতে যাইলে অপর দিক্ উন্মুক্ত হইয়া যায়। বাস্তবিক শাস্ত্রকারগণ একবাক্যতার সম্ভাবনা থাকিলে বাক্যভেদ কল্পনা ইচ্ছা করেন না। সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্যভেদো নযুজ্যতে।

উপবাস দিন নির্ণয়।

পদ্মোত্তর খণ্ডে—

অরুণোদয় বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধা মুপোষ্যে দবিচারয়ন্ ॥ ১২ বি ১২৯

যদি একাদশী অরুণোদয়কালে দশমীর সহিত মিশ্রিত হয় অথাৎ অরুণোদয় বিদ্ধা হয়,তাহা হইলে ঐ একাদশী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ শূন্যা কেবল দ্বাদশীতেও উপবাস করিবে, এই বিষয় আর কোনও বিচার করিবে না। দ্বাদশীযুক্ত একাদশীই অত্যধিক আদরণীয়।

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ। ১২ বি, ২৫০

বিদ্ধা ভিন্ন আর সকল সময়েই দ্বাদশী মিশ্রিত একাদশী তিথিই গ্রাহ্য অর্থাৎ উপবাস যোগ্য।

এই বচনে দ্বাদশীযুক্ত একাদশীর প্রশস্ত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অলাভেই কেবল দ্বাদশীতেও (অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ বিহীনা) উপবাসকরিতে হইবে, এই অভিপ্রায়েই (অরুণোদয় বেলায়াং ইত্যাদি ১২৯ অঙ্কের) প্রথমোক্ত বচন উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

একাদশীর সার ব্যবস্থা।

সূর্য্য উদিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি দণ্ড অর্থাৎ ছাপান্ন দণ্ডের পরক্ষণ হইতে চারিদণ্ড পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে অরুণোদয়কাল বলে। ঐ কালে দশমী সংযোগ হইলেই দশমী বিদ্ধা হয়। দশমী বিদ্ধা হইলে একাদশী

দিন উপবাস না হইয়া দ্বাদশী দিনে উপবাস হইবে। দশমীর মানাঙ্ক ৫৬ ছাপান্ন দণ্ডের অধিক হইলেই দ্বাদশী দিনে উপবাস করিতে হইবে।

একাদশীর পারণ কাল।

একাদশী ব্রতের পারণ দিনে দ্বাদশীর লাভ হইলে অবশ্যই দ্বাদশীতে পারণ করিবে, দ্বাদশী কেবল অল্পমাত্র এমন কি কলার্দ্ধকাল মাত্র থাকিলেও পারণ করিতে হইবে। পারণ দিনে দ্বাদশী অল্প পরিমাণ থাকিলে নিত্যকর্ম্ম অরুণোদয়কালে সমাহিত করিয়া দ্বাদশী মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য, তাহা হইতেও অল্পতর থাকিলে উপবাস দিনে অর্দ্ধরাত্রের পর হইতেই পর দিনের মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য জপার্চ্চনাদি নিত্যকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে।*

কৌর্ম্মে

একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতং।
ত্রয়োদশ্যাং নতৎকার্য্যং দ্বাদশ দ্বাদশী ক্ষয়াৎ॥ ১৩ বি, ৯৯

একাদশীর উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে পারণ করিবে। ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না। ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে দ্বাদশ দ্বাদশী জনিত পুণ্য নষ্ট হয়।

স্বল্পায়া মথ ভূপাল দ্বাদশ্যা মরুণোদয়ে।
স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দান হোমাদি সংযুতা॥ ১৩ বি। ১০০

হে ভূপাল! পারণ দিনে দ্বাদশী অল্পমাত্র থাকিলে স্নান অর্চ্চন দান হোম প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই উপবাস দিনে অরুণোদয়ে সমাধা করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে।

স্কান্দে

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশিথাদূর্দ্ধ মেবহি
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ। ১৩ বি। ১০১

পরদিনে দ্বাদশী অত্যল্প হইলে অর্থাৎ কলার্দ্ধ মাত্র থাকিলে উপবাস দিনে অর্দ্ধ রাত্রের পর হইতেই পরদিনের অর্থাৎ পারণ দিনের মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত

* একাদশী ব্রতের পারণ দিনে দ্বাদশী প্রায়ই অল্পাধিক পরিমাণে থাকিবে

কর্ত্তব্য সমুদয় জপার্চ্চনাদি নিত্যক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবে। এইরূপ শম্ভুর অনুশাসন আছে বলিয়া পরদিনে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে। *

আর পারণ দিনে দ্বাদশী যদি ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ দণ্ডের অধিক সময় স্থায়ী হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীর প্রথম পাদ অর্থাৎ প্রথম পঞ্চদশ দণ্ড ত্যাগ করিয়া † তাহার পর ভোজন করিবে, কিন্তু দ্বাদশীর প্রথম পাদে পারণ করিবে না।

যথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসর সংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ১৩ বি, ১০৪॥

দ্বাদশীর প্রথম পাদের নাম হরিবাসর, বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি হরিবাসরকাল অতিক্রম করিয়া পারণ করিবে।

পারণ দিনে দ্বাদশীর সম্ভাবে দ্বাদশীতেই পারণ কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি পারণাহে দ্বাদশীর একবারেই সম্ভাবনা না হয়, তবে ত্রয়োদশীতেও পারণ করিতে হইবে।

যথা—কালমাধবীয়ে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে—

যদাকলয়াপি দ্বাদশী নাস্তি, তদা ত্রয়োদশ্যামপি পারণং কুর্য্যাৎ।

তদুক্তং নারদীয়ে—

ত্রয়োদশ্যান্তু শুদ্ধায়াং পারণং পৃথিবীফসম্।
শত যজ্ঞাধিকং বাপি নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ইতি ‡

* সমর্পণ মন্ত্র

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রাদাভব॥ ১৩ বি, ৯২

একাদশ্যাং নিরাহার ব্রতেনানেনকেশব।
প্রসীদ সুমুখ নাথ মুক্তিদৃষ্টি প্রদোভব॥ ইতি পারণ মন্ত্র

এই পারণ মন্ত্র পাঠ করিয়া জল পান করিতে যে সময় লাগে, সেই অল্প মাত্র কালেরই এইস্থলে গ্রহণ।

† উপবাস দিনও পারণদিনের দ্বাদশী মানের সমষ্টিকে চারিভাগ করিলে যে সময় হয় তন্মধ্যে পূর্ব্ব দিনের ভাগ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, কেবল সেই কালটুকু পরিত্যাগ করিয়াই পারণ করিবে। সাধারণতঃ ষষ্ঠি দণ্ডই তিথির নিয়মিত কাল বলিয়া তাহার এক চতুর্থাংশ ধরিয়া প্রথম পাদ ১৫ দণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হইল, কিন্তু সময় সময় উহার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে।

‡ এই বচনের বিষয় মহাদ্বাদশীতেই সম্ভবপর, একাদশীতে প্রায়ই পারণাহে দ্বাদশী থাকিবে।

যখন কলা কলার্দ্ধ বা তদপেক্ষা অল্পমাত্রও দ্বাদশী পারণ দিনে না থাকে, তখন ত্রয়োদশীতেও পারণ কর্ত্তব্য ; এই বিষয়ে নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ ত্রয়োদশীতে পারণে পৃথিবী দান জনিত ফল অথবা শতযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল স্বরূপ স্বর্গরাজ্যাধিপত্য হইতেও অধিকতর ফল পাইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এখন অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণীত হইতেছে—

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ হরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং সম্পূর্ণাবিদ্ধৈকাদশীনির্ণয়ো নাম দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥*

তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্ট মহাদ্বাদশী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বহু দোষের কারণ বলিয়া বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না, এইক্ষণ আবার শুদ্ধা একাদশীও যে কখন কখন পরিত্যাজ্য হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী ; এই আটটি মহাদ্বাদশী। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটি কেবল তিথিযোগে হইয়া থাকে, আর শেষোক্ত চারিটি তিথি ও নক্ষত্রের যোগ বিশেষে সঙ্ঘটিত হয়। শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়াই মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়, কিন্তু ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে উপবাসের ব্যত্যয় ঘটে না ; কেবল কৃষ্ণার্চ্চনাদি বিশেষত্বই ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর মহত্ত্বের কারণ। এই বিষয়ে গোস্বামি পাদের নিজের উক্তিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তত্র তত্র বিশেষশ্চ যো হন্যঃ কৃষ্ণার্চ্চনাদিকঃ।
লেখ্যঃ সোঽগ্রে বিশেষেণ তত্তন্মুখ্য নিরূপণে ॥ ১২ বি, ১৬২

নন্বু তত্র কেন নক্ষত্রেণ কতমা স্যাৎ কেন বা পূজাদি বিশেষেণ তাসাং মহত্ত্বং তত্র লিখতি তত্রেতি। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৬২

"কোন্ নক্ষত্র যোগে কোন্ দ্বাদশী মহতী হইবে, আর কিরূপ পূজাদি বিশেষ কারণেই বা ঐ উন্মীলনী প্রভৃতি দ্বাদশীর মহত্ত্ব? এই আভাসে গ্রন্থকার "তত্রতত্র" ইত্যাদি কারিকা লিখিতেছেন।

সেই সেই দ্বাদশীতে (উন্মীলন্যাদিতে) একাদশী হইতে ভিন্নরূপ কৃষ্ণার্চ্চনাদি যে যে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, তাহা উল্লিখিত মহাদ্বাদশীর মুখ্য নিরূপণ প্রস্তাবে অসাধারণ রূপে অগ্রে লিখিত হইবে।"

শ্রীগোস্বামি পাদের কারিকা ও তদ্ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কৃষ্ণার্চ্চনাদি বিশেষই দ্বাদশীর মহত্ত্বের কারণ; অতএব ত্রিস্পৃশায় উপবাসের ব্যতিক্রম না থাকিলেও পূজাদিবিশেষের কর্ত্তব্যতা স্বরূপ মহত্ত্ব নিবন্ধন "মহতী—দ্বাদশী" বলিয়া মহাদ্বাদশী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

অষ্ট মহা দ্বাদশীর নিত্যতা।

উল্লিখিত—আটটি মহাদ্বাদশীই বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বিষয় প্রমাণ, যথা—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণে বিচক্ষণৈঃ।
তাসা মেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥ ১৩ বি, ১১৩

পুরাণে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে আটটি মহাদ্বাদশীর প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটিও অতিক্রান্ত (অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইলে) পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট করে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে পদ্মপুরাণে চ ভগবদুক্তৌ—

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাব দাহুত সংপ্লবম্॥ ১৩ বি, ১১৪

এই সংসারে যাহারা আটটি দ্বাদশীতে উপবাস না করিবে, আমার আজ্ঞা অনুসারে তাহাদের মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত যম পুরীতে বাস করিতে হইবে, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন।"

(নিত্যতা ও একাদশী ত্যাগ বিচার)

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা আটটি মহাদ্বাদশীরই নিত্যতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু উন্মীলনী প্রভৃতি মহাদ্বাদশীতে যেমন একাদশী পরিত্যাগের বিধান দেখান হইয়াছে, তেমন জায়া প্রভৃতি নক্ষত্র প্রযুক্ত চারিটি মহাদ্বাদশীতে

একাদশীত্যাগের প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই—মনে করিয়া কেহ কেহ জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপ নাশিনী হইলে একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে উপবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু, এই মত সুসঙ্গত নহে। এই মতের অসারত্ব প্রতিপাদনের জন্য কেহ কেহ,—

"একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি পরি কল্প্যতে বাধকাভাবাৎ।"

অর্থাৎ বাধক না থাকিলে একত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থ অন্যত্র ও কল্পনা করাযায়।

এই ন্যায়ানুসারে—"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

ইত্যাদি বচন জ্ঞাপিত উন্মীলন্যাদি বিষয়ক একাদশী ত্যাগবিধি জয়াদিতেও কল্পনা করিয়া থাকেন। এই যুক্তি সমীচীন নহে, কারণ, বাধকের অভাবেই একত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থ অন্যত্র কল্পিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বিষয়ে শ্রীএকাদশীর নিত্যত্বই ঈদৃশ কল্পনার বিশেষ প্রতিবন্ধক।

বস্তুতঃ—

"উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী।
জয়াচবিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপ নাশিনী॥"

ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বচনে উন্মীলন্যাদি অষ্ট মহাদ্বাদশী একযোগে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের সাহচর্য্য বশতঃ জয়াদি চতুষ্টয়েও উন্মীলন্যাদিবৎ একাদশী ত্যাগের বিধি বুঝিতে হইবে।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব প্রসঙ্গ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, উন্মীলন্যাদির ন্যায় জয়াদিতেও একাদশী ত্যাগের বিধি সাহচর্য্য মূলে কল্পিত হইতে পারে। এবংবিধ বিষয়ে সাহচর্য্য অবলম্বন আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই আমরা উক্ত বিষয়ে সাহচর্য্য পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এই সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীর মত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে।

উন্মীলনী পরিত্যক্তা বঞ্জুলী পক্ষবর্দ্ধনী।
নরকে বসতে তাবদ্ যাবদিন্দ্রা শ্চতুর্দ্দশ॥
ত্রিস্পৃশা বিষ্ণুদয়িতা যে ন কুর্ব্বন্তি ভূতলে।
তাবদ্ যমপুরে বাসো যাব ন্নদ্যঃ সসাগরাঃ॥ ১৩ বি, ১১৫।

অর্থ। উন্মীলনী 'বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধনীতে উপবাস' পরিত্যাগ করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নরকে বাস হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া ত্রিস্পৃশাতে যে উপবাস না করে, সে পৃথিবীতে যে পর্য্যন্ত নদীও সাগর বর্ত্তমান থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত যমপুরে বাস করে।

উল্লিখিত বচন সমূহে কেবল উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়েরই নিত্যত্বপ্রদর্শিত হইয়াছে, জয়াদি চতুষ্টয়ের নহে। জয়াদি চতুষ্টয়ের নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য সনাতন গোস্বামিপাদ দিগ্‌দর্শনীতে লিখিয়াছেন,—

"স্কান্দোক্তোন্মীলন্যাদীনাং সাহচর্য্যাৎ
জয়াদীনামপি চতস্ৃণাং নিত্যত্বংসিদ্ধমেব। ১৩ বি, ১১৫,

অর্থ। স্কন্দ পুরাণোক্ত উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের সহিত সাহচর্য্য বশতঃ জয়াদি চতুষ্টয়েরও নিত্যত্ব সিদ্ধই হইল।

সনাতন গোস্বামিপাদ যেমন উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের সাহচর্য্যে জয়াদি চতুষ্টয়ের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ এইস্থলেও উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের সাহচর্য্যবশতঃ জয়াদি চতুষ্টয়েও একাদশী ত্যাগ বুঝিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তে কোন কোন প্রবল প্রতিপক্ষ নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা এই,—"গোস্বামিপাদগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয় এবং পদ্মপুরাণে অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যতা অবলোকন করিয়া তত্তৎ পুরাণের সহিত স্কন্ধ-পুরাণের বিরোধ পরিহারের জন্য এই প্রকার সাহচর্য্য কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু একাদশী ত্যাগ বিষয়ে এতাদৃশ সাহচর্য্য কল্পনার কিঞ্চিৎ মাত্রও অবকাশ নাই। উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের উদ্দেশও লক্ষণ নির্দ্দেশের অব্যবহিত পরেই উক্ত হইয়াছে,—

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

এই বচন দ্বারা কেবলমাত্র উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়েই একাদশী ত্যাগের বিধি কথিত হইয়াছে, জয়াদি চতুষ্টয়ে নহে॥ পুরাণান্তরেও জয়াদি চতুষ্টয়ে একাদশী-ত্যাগ মূলক কোন প্রকার বচন দৃষ্ট হয় না। এমত অবস্থায় কি প্রকারে সাহচর্য্য সুসঙ্গত হইতে পারে।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে, এইস্থলেও সাহচর্য্য কল্পনার সম্যক অবকাশ রহিয়াছে। যদিও পুরাণান্তরে জয়াদি চতুষ্টয়ে

একাদশী ত্যাগ বিষয়ক কোন প্রকার বিশেষ বচন দৃষ্ট হয় না, তথাপি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে বর্ণ্নিত—

"পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ ভোজনং।
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যা দ্ব্রতান্তরং॥ ১৫ বি, ২৫৮
দিগ্দর্শনী।

এই উপবাস দ্বয় নিষেধক সামান্য বচন অবলম্বনে সাহচর্য্য করিলে শাস্ত্র মর্য্যদা সম্যক্‌রূপেই প্রতিপালিত হয়।

গোস্বামিপাদেরা যেমন নিত্যতা বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণের সহিত স্কন্দ পুরাণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সাহচর্য্য কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ এই স্থলেও উপবাস দ্বয়-নিষেধক বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচনের সহিত কেবলমাত্র উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ে একাদশী ত্যাগ বিষয়ক—

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় বচনের বিরোধ পরিহারের জন্য সাহচর্য্য কল্পনা শাস্ত্রার্থদর্শী পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্কন্দপুরাণে উন্মীলন্যাদির ন্যায় জয়াদির নিত্যত্ব প্রদর্শিত হয় নাই কেন? এইরূপ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু স্কন্দ পুরাণে অষ্ট মহাদ্বাদশীর মধ্যে প্রধানতা নিবন্ধন উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়েরই নিত্যত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবপক্ষে অপ্রধান জয়াদি চতুষ্টয়েরও নিত্যত্ব বুঝিতে হইবে। *

এই সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামি পাদ লিখিয়াছেন,—

"তাসু অষ্টসু মধ্যে উন্মীলন্যাদীনা মেব চতসৃণাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তত্র তাসা মেব নিত্যত্বং যুক্তমিতি দিগিতি দিগ্দর্শনী।" ১৩ বি, ১১৫

অর্থ। সেই অষ্ট মহাদ্বাদশীর মধ্যে উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়েরই প্রাধান্যাভিপ্রায়ে স্কন্দ পুরাণে সেই উন্মীলন্যাদিরই নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অপ্রধান জয়াদির নিত্যত্বও উপলব্ধ হইতেছে।

অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতার নিশ্চিতত্ব সত্ত্বেও যেমন স্কন্দ পুরাণে জয়াদি চতুষ্টয় উল্লিখিত না হইয়া প্রাধান্য নিবন্ধন উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের নিতত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রকার অষ্ট মহাদ্বাদশীতে একাদশী ত্যাগের কর্ত্তব্যতা সত্ত্বেও জয়াদি চতুষ্টয়ে একাদশী ত্যাগ উল্লিখিত না হইয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রাধান্য

* তিথি ঘটিত কর্ম্মপ্রধান, নক্ষত্রঘটিত কর্ম্ম অপ্রধান

নিবন্ধন একাদশী ত্যাগ বিষয়ে উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক

"প্রধানেহি ব্যপদেশা ভবন্তি।"

এই ন্যায়ানুসারে একাদশী ত্যাগবিধি মাহাত্ম্য প্রধান উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ে ব্যপদিষ্ট হইলেও অপ্রধান জয়াদি চতুষ্টয়েও একাদশী ত্যাগের ব্যপদেশ শাস্ত্রানুমোদিত।

প্রধানে যে ব্যপদেশ হইয়া থাকে, এই বিষয়ে শাস্ত্রিকও লৌকিক দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—

"পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা"

শ্রীভাগবত ১০ম

এই স্থলে প্রাধান্যাভিপ্রায়ে "পুমান্" শব্দের প্রয়োগ হইলেও অপ্রধান "স্ত্রী"ও "পুমান্" এই পদের লক্ষ্য। সুতরাং -

"স্ত্রী ভবাব্ধিং নতরেৎ সা আত্মঘ্নী"

এইরূপও হইবে।

রাজা গচ্ছতি" বলিলে "রাজপুরুষা গচ্ছন্তি" ইহা উপলব্ধ হয়। প্রধান রাজার গমনে অপ্রধান রাজপুরুষের গমনও পাওয়া যায়; সেইরূপ এইস্থলেও বুঝিতে হইবে।

বিশেষ অনুসন্ধিৎসুতার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে—

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ"

এই বাক্যটি যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসুতশৌনক সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী।
জয়াচ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥ ১০৬
দ্বাদশ্যোহষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ!
তিথি যোগেন জায়ন্তে চতস্র শ্চাপরা স্তথা॥
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ॥
একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশীচ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলীতু ভৃগু শ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী॥ ১০৭
অরুণোদয়ে আদ্যা স্যা দ্বাদশী সকলং দিনং।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাত স্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া॥ ১০৮
কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥
পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাদ্য রোহিণী সংযুতাস্ত তাঃ।
উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৩ বি, ১০৯

অরুণোদয়ে স্যূর্য্যোদয়ে। আদ্যা একাদশী। সৈব অরুণোদয়ং বাপ্য ইতি দিগ্দর্শনী। ১০৮।

পুষ্যাদ্যং পুনর্ব্বসুনক্ষত্রং। সম ফলা ইতি। সর্ব্বাসাং নিত্যত্বাদিতি দিগ্দর্শনী। ১০৯।

"পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতা স্ত তাঃ।" ইত্যত্র 'তু' শব্দঃ পূর্ব্বব্যাবর্ত্তক সমুচ্চয়ার্থে বর্ত্ততে অতঃ পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তা ইতি পদস্য পরেণান্বয়ঃ। বিহায়েতি। তত্রতাসু অষ্টসু দ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় ত্যক্ত্বা উন্মীলনীং বঞ্জুনীং ত্রিস্পৃশাং পক্ষবর্দ্ধনীঞ্চ দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। তথা পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাদ্য রোহিনী সংযুতাঃ দ্বাদশী স্ত অপি সমুপোষয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

তাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক পৃথক্ উপোষিতা ঃ
সত্যঃ সমফলা ভবন্তি। তাইত্যস্যপরেণান্বয়ঃ।

ইতি ব্যাখ্যা।

অর্থ। সুত শৌনককে বলিতেছেন,—হে দ্বিজ! উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষ বর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপ নাশিনী; এই অষ্ট-দ্বাদশী মহাপুণ্যা এবং সর্ব্ব পাপহরা।

তন্মধ্যে চারিটি তিথি যোগে অপর চারিটি নক্ষত্র যোগে হইয়া থাকে। সেই অষ্ট দ্বাদশী বল পূর্ব্বক সর্ব্বপাপ বিনষ্ট করে।

লক্ষণ বলা যাইতেছে—

সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে তাহা উন্মীলনী নামে কথিতা হয়।

সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া দ্বাদশীই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহা

বঞ্জুলী নামে অভিহিত হয়। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! এই বঞ্জুলী পাপ সকল নষ্ট করে।

সূর্য্যোদয়ে একাদশী সমস্ত দিন দ্বাদশী শেষ রাত্রে বা অরুণোদয়ে ত্রয়োদশী হইলে অর্থাৎ দ্বাদশীতিথিক্ষয়ে ত্রিস্পৃশা হয়। সেই ত্রিস্পৃশা হরির অতি প্রিয়তমা।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে পক্ষ বর্দ্ধনী বলে।

সেই অষ্ট মহাদ্বাদশীতে অর্থাৎ অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশাও পক্ষবর্দ্ধনী দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। আর পুষ্যা শ্রাবণা পুনর্ব্বসু রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী হইলেও একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

সেই অষ্ট দ্বাদশী সমফলা পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতা হইবে।

উপরোদ্ধৃত বচন সমূহে প্রথমতঃ উন্মীলনী প্রভৃতি অষ্ট মহাদ্বাদশীর নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

"দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরাদ্বিজ!"

এবং শেষেও বলা হইয়াছে,—

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

সুতরাং "বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥"

এই বাক্য যে অষ্ট মহাদ্বাদশীতেই অন্বিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

"পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।"

এই স্থলে "তু" শব্দের অর্থ পূর্ব্বব্যাবর্ত্তক সমুচ্চয়। "তু" শব্দ পূর্ব্বকে ব্যাবৃত্তি করিতেছে, পুষ্যেত্যাদির পরের সহিত অন্বয় হইতে বাধা দিতেছে।

ইহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ পূর্ব্বের সহিতই হইবে।

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

তত্র তাসু অষ্টমহাদ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় ত্যক্ত্বা উন্মীলনীং বঞ্জুলীং ত্রিস্পৃশাং পক্ষবর্দ্ধনীং দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ; তথা—

পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী স্তু অপি সমুপোষয়েৎ।

'তু' শব্দ বাধক হওয়ায় এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইল।

"তু" শব্দ বাধক হওয়ায় "সংযুতা স্তু তাঃ" এইস্থলে "তাঃ" পদের পরের সহিত অন্বয়। পূর্ব্বের সহিত নহে।

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

"তাঃ" পদের ইহার সহিত অন্বয় হইল।

তাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি।

"সমফলাঃ" এই পদ দ্বারাও সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ নিত্যতা এবং একাদশীত্যাগ, এই উভয় বিষয়েই 'সমফল' বুঝিতে হইবে।

নিত্যতা বিষয়ে সমফল, একাদশী ত্যাগ বিষয়ে অসম ফল বা ভিন্ন ফল, এই প্রকার অন্যায্য অর্থ কল্পনা করিয়া "অর্দ্ধজরতীয়" ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা কদাচ সমীচীন নহে। *

ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় বচন সমূহ আলোচনা দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে, একাদশী ত্যাগ, ইহা পরিষ্কার রূপেই বুঝা যাইতেছে।

ইহা গোস্বামী পাদের অভিপ্রায়। অষ্ট মহাদ্বাদশীতে একাদশী ত্যাগ-বিষয়ে গোস্বামী পাদের সন্দেহ ছিল না। নিত্যতা বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে বলিয়া গোস্বামি পাদ দিগ্দর্শনীতে লিখিয়াছেন,—"সমাফলা ইতি—সর্ব্বাসাং নিত্যত্বাৎ।"

সমস্তের নিত্যতা আছে অর্থাৎ অষ্টমহাদ্বাদশী নিত্য, নিত্য হইলেই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা যায়।

দুই উপবাস করা যায় না, কারণ, "পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং" ইত্যাদি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন দ্বারা দুই উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যাহারা "তৎ" শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ববস্তু পরামর্শিত্বরূপ শক্তি কল্পনা করিয়া।

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

এইস্থলে "তত্র" এই পদ দ্বারা উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ের গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত, তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বলা যাইতেছে,—"তৎ" শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ববাচিত্ব নিয়ম অব্যভিচারী নহে। স্থল বিশেষে "তৎ" শব্দ দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট বা গৌণ বিষয়েরও পরামর্শ হইতে পারে; ইহা শব্দ তত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের অবিদিত নহে।

বস্তুতঃ, বুদ্ধ্যুপ লক্ষিত বিষয় বাচকতারূপেই "তৎ" শব্দের শক্তি, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

* অর্দ্ধ যুবতি অর্দ্ধ বৃদ্ধা, অর্দ্ধজারতী ন্যায়

৫

ষড়দর্শনাচার্য্য সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পতি মিশ্র সাঙ্খ্য কারিকার—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।" ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তত্ত্ব কৌমুদীতে "তদপঘাতকে হেতৌ" এই পদান্তর্গত-"তৎ" শব্দ দ্বারা অব্যহিত পূর্ব্বোল্লিখিত 'অভিঘাত ও জিজ্ঞাসা' পদের পরামর্শ না করিয়া ব্যবহিত 'দুঃখত্রয়' পদের পরামর্শ করিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে তত্ত্ব-কৌমুদীতে লিখিত হইয়াছে,—

"তস্য দুঃখত্রয়স্য অপঘাতক স্তদপ ঘাতকঃ। উপসর্জ্জনস্যাপি বুদ্ধ্যা সমাকৃষ্টস্য তদা (তৎশব্দেন) পরামর্শঃ।

এইস্থলে "বুদ্ধি দ্বারা সমাকৃষ্ট গৌণীভূতের ও তৎশব্দ দ্বারা পরামর্শ হইল।"

ব্যাকরণ শাস্ত্রক্ত—

"দশৈতে রাজ মাতঙ্গা স্তস্যৈবামী তুরঙ্গমাঃ।"

ইত্যাদি প্রয়োগেও "তৎ" শব্দ দ্বারা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মাতঙ্গ শব্দ পরামৃষ্ট না হইয়া ব্যবহিত বা গুণীভূত রাজ শব্দই পরামৃষ্ট হইয়াছে।

সেইরূপ—

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

এইস্থলেও "তৎ শব্দ" দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশীই পরামৃষ্ট হইতেছে।

"তত্র তাসু অষ্ট মহাদ্বাদশীষু" অর্থ বুঝিতে হইবে। এইস্থলে বুদ্ধির বিষয়ীভূত অষ্ট মহাদ্বাদশী।

সুতরাং "তত্র" তৎ" শব্দেও অষ্ট মহাদ্বাদশীকেই সম্বন্ধ করিয়াছে। "তৎ শব্দের" "বুদ্ধ্যুপ লক্ষিত বিষয় বাচকতা রূপ" অর্থ স্বীকার না করিয়া কেবল মাত্র অব্যবহিত পূর্ব্ব বস্তু পরামর্শিত্বরূপ অর্থ স্বীকার করিলে এইস্থলেও "তৎ" শব্দ দ্বারা অব্যবহিত পূর্ব্বোল্লিখিত পক্ষবর্দ্ধনীই পরামৃষ্ট হইতে পারে। কিঞ্চিৎ ব্যবহিত উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও ত্রিস্পৃসা পরামৃষ্ট হইতে পারে না। তবেই বলিতে হইবে, "বুদ্ধ্যুপলক্ষিত বিষয় বাচকত্বেই তৎশব্দের শক্তি। যদি "তৎ" শব্দে উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়কে পরামর্শ করিতে পারে, তবে জয়াদি চতুষ্টয়কেও পরামর্শ করিতে পারিবে।

বিশেষতঃ—

"পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাভ্য রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।"

এইস্থলে "তু" শব্দের পূর্ব্বব্যাবর্ত্তক সমুচ্চয়অর্থ গ্রহণ করিলে কোন প্রকার

বিরোধই থাকে না। এই প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বব্যাবর্ত্তক সমুচ্চয়ার্থক "তু" শব্দের গ্রহণই সমধিক সুসঙ্গত।

সমুচ্চয়ার্থক "তু" শব্দের গ্রহণ করিলে—

"পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাস্থ রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।"

ইহা—

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

এই বচনস্থিত "সমুপোষয়েৎ" এই ক্রিয়ার কর্ম্মত্বরূপে অন্বিত হয়।

সুতরাং অর্থ হইতেছে,—

"ন কেবলং তত্র তাসু অষ্টসু দ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় উন্মীলনীং বঞ্জুলীং ত্রিস্পৃশাং পক্ষবর্দ্ধনীঞ্চ দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ অপিতু একাদশীং বিহায় পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাস্থ রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী স্তু দ্বাদশী রপি সমুপোষয়েৎ; ইতি বাক্যার্থঃ।

অর্থ। কেবল যে সেই অষ্ট মহাদ্বাদশীতে একদশী ত্যাগ করিয়া উন্মিলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধনী দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে, এ মত নহে, কিন্তু একাদশী ত্যাগ করিয়া পুষ্যা শ্রবণা পুনর্ব্বসু ও রোহিণী সংযুক্ত দ্বাদশী সমুদয়ে ও উপবাস করিবে। এই বাক্যার্থ।

"পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাস্থ রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।"

এই পূর্ব্ব বাক্যের সহিত—

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

এই পর বাক্যের অন্বয় করিলে নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাস্থ রোহিণী সংযুতা স্তু দ্বাদশ্য শ্চতস্রঃ, তা অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি। চতস্রঃ অষ্টৌ কথং ইতি বিবোধঃ অর্থাসঙ্গতিশ্চ।

অর্থ। পুষ্যা শ্রবণা পুনর্ব্বসু ও রোহিণী যুক্তা চারিটি দ্বাদশী, সেই আটটি দ্বাদশী উপোষিতা হইলে সমফলা হয়। চারিটি সেই আটটি কিরূপে হয়? এই বিরোধ ও অর্থের অসঙ্গতি। "তু" শব্দের পাদ পূরণ ভিন্ন অন্য অর্থ হয় না।

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

এই বাক্যে "অষ্টৌ" পদের উপাদান থাকায় "পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাস্থ" ইত্যাদি পূর্ব্ব বাক্যের সহিত "উপাষিতাঃ সমফলা" ইত্যাদি পরবাক্যের বিরোধও অর্থের সঙ্গতি হইতেছে।

কাজে কাজেই "পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত" ইত্যাদি বাক্যের সহিত "উপোষিতাঃ সমফলাঃ" ইত্যাদি বাক্যের অন্বয় হইতেই পারে না। অতএব "পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত" ইত্যাদি বাক্যকে "বিহায়ৈকাদশীং তত্র" ইত্যাদি বাক্যের "সমুপোষয়েৎ" এই ক্রিয়ার কর্ম্মত্বরূপে অন্বয় করিতে হইবেই হইবে।

আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের দার্ঢ্য সম্পাদনার্থ অন্য বিধ যুক্তির অবতারণা করিতেছি।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—

পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ ভোজনম্।
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যা দ্ব্রতান্তরম্॥

১৫শ বিলাস দিগ্‌দর্শনী ২৫৮।

"পারণাই ব্রতের অন্ত জানিবে অর্থাৎ পারণা পর্য্যন্ত করা হইলেই ব্রত সমাপ্ত হয়, ব্রতের অন্ত অর্থাৎ পারণা যে দিনে ঐ ব্রতান্ত দিনে (পারণাহে) ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। পূর্ব্বারব্ধ ব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিবেই না।"

এই বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরের বচন দ্বারা বুঝা যাইতেছে, পারণা না করা পর্য্যন্ত ব্রত-সমাপ্তি হয় না, ব্রতের সমাপ্তি না হইলে অর্থাৎ আরব্ধ ব্রতের পারণা পর্য্যন্ত করা না হইলে অন্য ব্রত গ্রহণ করিতে নাই। একাদশী ও দ্বাদশী উভয় ব্রতের উপর্য্যুপরি কর্ত্তব্যতা হইলেই প্রথমারব্ধ একাদশী ব্রতের পারণ করিলে দ্বাদশী ব্রত অনাদৃত হয়, আর পারণ না করিলে একাদশীর অবমাননা হয়, উভয়তঃই দোষ সম্ভাবনা অপরিহার্য্য। এমন কথাও বলা যায় না যে "উভয় ব্রতেরই অবশ্য কর্ত্তব্যতা নিবন্ধন উপস্থিত স্থলে পারণাভাব জনিত দোষ ঘটিবে না"। পারণার নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রম করিলে মহা অনর্থ উৎপত্তি হয় অথচ পারণের অনুরোধে অবৈধ সময়েও আহ্নিক কৃত্য সমাহিত করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। * পারণার অনুরোধে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ অম্বরীষ, সাক্ষাৎ রুদ্রমূর্ত্তি মহাতপাঃ দুর্ব্বাসার অনাদর করিয়াও সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের উপর্য্যুপরি যে দুই উপবাস করিতে নাই, তাহা শ্রীরাম নবমী প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত আছে; সর্ব্বত্র বিদ্ধাব্রত বর্জ্জনীয় হইলেও পরদিনে পারণার সম্ভাবনা ন

* একাদশীর পারণ কাল ২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

থাকিলে অর্থাৎ একাদশী বিশুদ্ধা হইলে বিদ্ধা নবমীতেও উপবাস করিবে, কিন্তু নবমীর ও একাদশীর উপবাস উপর্য্যুপরি করিবে না। দিগ্‌দর্শনীকার ঐ স্থলে বলিয়াছেন "অন্যথা উপবাস দ্বয় প্রসঙ্গাৎ" ১৪ বি, ৯১

অর্থাৎ এই অবস্থায় বিদ্ধা-নবমীতে উপবাস না করিলে এক যোগে দুই উপবাসের প্রসঙ্গ হয়।৺

গ্রন্থকারের উক্তবিধ অভিপ্রায় নানাস্থানে অভিব্যক্ত দেখিয়া অথচ একাদশীর সাধারণ বিধান সত্ত্বেও জয়াদি মহা দ্বাদশীর পুনর্ব্বিধান করিতে দেখিয়া একাদশী ত্যাগ করিয়াই দ্বাদশীর উপবাস বিধেয় বলিয়া প্রতীতমান হয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীহরি ভক্তি বিলাসে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ প্রসঙ্গেই অষ্ট-মহাদ্বাদশীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

৺ সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে স্মার্ত্তমতেও দুই উপবাস হয় না।

একাদশীতত্ত্বে

পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা বর্দ্ধতে দ্বিতয়ং যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণা লাভে পূর্ব্বৈব পরি গৃহ্যতে॥ প্রচেতাঃ

অর্থ। অরুণোদয় হইতে অপরসূর্য্যোদয় ব্যাপিনী একাদশী পূর্ণা, অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করিলে অপূর্ণা হয়।

পূর্ণা এবং অপূর্ণা একদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ অহোরাত্র ব্যাপিনী হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে আর দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে সেই দ্বাদশীতে পারণের সম্ভাবনা না হইলে পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস হইবে। খণ্ডা একাদশী দিনে দ্বাদশীতে পারণ হইবে। আর দ্বাদশীতে পারণের সম্ভাবনা হইলে পূর্ণা ত্যাগ করিয়া খণ্ডা একাদশীতেই উপবাস হইবে।

যদি বল খণ্ডা একাদশীতে উপবাস হয় কিরূপে? তাহাতেই বলা যাইতেছে—

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথে নিষ্ক্রমণে পরে।
অকর্ম্মণ্যং তিথিমলং বিদ্যা দেকাদশীং বিনা॥

অর্থ। ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা তিথি পরদিনে নির্গত হইলে তাহা 'তিথিমল' নামে অভিহিত। একাদশী ভিন্ন সেই তিথিমল অকর্ম্মণ্য। সেই সেই তিথির কার্য্য তিথিমলে হয় না। একাদশীর উপবাস তিথিমলেও হয়।

অথ শুদ্ধাবিশেষ পরিত্যাগঃ

বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীকৃষ্ণদেবা চার্য্য নৃসিংহ পরিচর্য্যা গ্রন্থে শুদ্ধা একাদশীর পরিত্যাজন উদ্দেশ্যেই মহাদ্বাদশীর প্রস্তাবনা করিয়াছেন যথা :—

অধুনা শুদ্ধা মপ্যেকাদশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেদিতি, তদপবাদেনাষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রস্তূয়ন্তে। (তৃতীয় পটল আরম্ভ বাক্যম্)

"প্রথমতঃ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পুরঃসর শুদ্ধা একাদশীর কর্ত্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা কোনও শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে, এই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধান উদ্দেশ্যে অষ্টমহাদ্বাদশীর প্রস্তাব করা হইতেছে"

নৃসিংহ পরিচর্য্যার এতাদৃশ উক্তি অনুসারে অষ্ট মহাদ্বাদশী যে, একাদশীরই পরিণতি বিশেষ অর্থাৎ বৈধ একাদশী, ইহাই উপলব্ধ হইতেছে। অপর হেমাদ্রিকৃত পরিশেষ খণ্ডে কাল নির্ণয়ে একাদশী নির্ণয় প্রকরণেই একাদশীর ভেদ-বিশেষরূপে উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি মহাদ্বাদশী আলোচিত হইয়াছে। তাহা এই—

অথোন্মীলন্যাদ্যষ্ট-ভেদ নিরূপণম্—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

একাদশীব্রতং সর্ব্বব্রতানাং প্রবরং স্মৃতম্।

* * * *

বিশেষ স্তত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বাদশীষু দ্বিজোত্তম !
ভবন্ত্যষ্টৌ পরিখ্যাতা স্তাঃ শৃণুষ্ব যথোদিতাঃ ॥
উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥
দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ !
তিথি যোগেন জায়ন্তে চতস্র শ্চাপরা স্তথা ॥
নক্ষত্র যোগাৎ প্রবলং পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ।

হেমাদ্রি লিখিয়াছেন,— "একাদশী ব্রতের উল্লেখ অনন্তর, উন্মীলনী প্রভৃতি উহারই (একাদশীরই) অষ্টবিধ ভেদ নিরূপিত হইতেছে, এই বিষয়ে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে কথিত আছে যে,

"একাদশী ব্রত সকল ব্রতের মধ্যে উত্তম। * * * হে ব্রাহ্মণোত্তম! ঐ একাদশী ব্রতে দ্বাদশী তিথিতে যেরূপ বিশেষ অর্থাৎ প্রশস্ততা আছে, তাহা আমার নিকট বিস্তারিত জানিতে পারিবে। মাহাত্ম্যবতী আটটি দ্বাদশী প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আমি যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী; এই আটটি দ্বাদশী মহাপুণ্য উৎপাদন করে এবং যাবতীয় পাপ নিবর্ত্তন করে। এর মধ্যে চারিটি তিথিযোগেই সঙ্ঘটিত হয়, অপর চারিটি নক্ষত্রের সহযোগে মহাপাপ প্রশমন করে।"

সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী জগন্মান্য হেমাদ্রি, এইরূপে ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক অষ্টমহাদ্বাদশীকে একাদশীর অন্তর্ভুক্তরূপে প্রমাণিত করিয়া পরে আবার যে প্রকারে একাদশী প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এব মুন্মীলন্যাদ্যষ্টৈকাদশীমহাত্ম্যং বিস্তরেণ নিরূপ্যোপসংহৃতম্।

এবং সমস্ত বরধর্ম্মগুণাশ্রিতং বৈ,
চৈকাদশীব্রতমিদং কিল হেতু যুক্তম্।
শাস্ত্রান্বিতং হরিনত স্ত হরিপ্রিয়ং যঃ,
শুদ্ধং পুনঃ প্রকুরুতে লভতে স মুক্তিম্॥
ইত্যুন্মীলন্যাদ্যষ্ট নিরূপণম্'

যঃ হরিনতঃ হরিভক্তঃ এবং একাদশী দ্বাদশী বৃদ্ধ্যাদিরূপং হেতু যুক্তং হরিপ্রিয়ং শাস্ত্রান্বিতং শাস্ত্রসম্মতং সমস্ত বর ধর্ম্মগুণাশ্রিতং সমস্ত শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মাণাং সমস্ত শ্রেষ্ঠ-গুণানাঞ্চ আশ্রয়ং শুদ্ধং ইদং অষ্ট মহা দ্বাদশীরূপং একাদশী ব্রতং পুনঃ বারংবারং প্রকুরুতে স মুক্তিং লভতে। ইতি।

নিরন্ধকার হেমাদ্রি অষ্টমহাদ্বাদশী নামক একাদশী ব্রত নির্ণয়ের উপসংহার কালেও লিখিয়াছেন যে,

"এইরূপে উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি একাদশীর মাহাত্ম্য বিস্তররূপে নিরূপণ করিয়া উপসংহার করা হইয়াছে।

একাদশী বা দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রভৃতি উপবাসের উপযুক্ত হেতু সমন্বিত শাস্ত্রসম্মত এই অষ্টমহাদ্বাদশী নামক একাদশী ব্রত, সমুদয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ও যাবতীয় প্রশস্তগুণের আশ্রয়। যে হরিভক্ত এই বিশুদ্ধ-ব্রতের প্রকৃষ্টরূপে বারবার অনুষ্ঠান করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।"

"এইরূপে উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি ব্রত নিরূপিত হইল।"

গ্রন্থকার এইরূপে একাদশী ব্রত নির্ণয়ের উপসংহার করিয়াছেন।

বাস্তবিক শিষ্টাচার ও শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশী একাদশীরই অবস্থান্তর অথবা পরিণামরূপে প্রতিপাদিত বলিয়া দেখা যাইতেছে, এমত অবস্থায় দুই উপবাস বা দুইব্রত কল্পনা কিরূপে সুধী হৃদয় আকর্ষণ করিবে?

ফল কথা অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

এখন অষ্ট মহাদ্বাদশী বলা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি-ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ হরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং অষ্ট-মহাদ্বাদশী নিত্যৈকাদশী ত্যাগ নির্ণয়ো নাম তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥*

চতুর্থ অধ্যায়।

অষ্টমহাদ্বাদশী-নির্ণয়

উন্মীলনী

একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥ ১৩ বি, ১০৭

যদি একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা না হইয়া পরদিনে নির্গত হয় অথচ দ্বাদশী বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলে।

একাদশী কলা যুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ।
ত্রয়োদশ্যাং তু যো ভুঙ্ক্তে তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥

(বৌধয়নঃ) ১৩ বি, ১৫২

কলামাত্র একাদশী যুক্ত দ্বাদশীতেও উপবাস করিতে হইবে। এইরূপ দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া যিনি ত্রয়োদশী দিন (পারণা) আহার করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

উন্মীলনী হইলে বঞ্জুলী হইবে না, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, উন্মীলনীর ব্যাবৃত্তি স্থল। উন্মীলনীতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপ নাশিনী হইতে পারে, তাহা হইলেও ইহা উন্মীলনী ব্রতেই পরিগণিত হইবে, কেবল ত্রিস্পৃশা উন্মীলনী ব্রতে পরিগণিত হইবে না।

ত্রিস্পৃশা ও উন্মীলনীতে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও সামান্যতঃ প্রভেদ কল্পনা করা যায়। দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে প্রবেশ করিলে উন্মীলনী ব্রত আর দ্বাদশী ক্ষয়ে ত্রিস্পৃশা ব্রত হইবে।

উন্মীলনীতে পারণ দ্বাদশীতে হইবে। ত্রিস্পৃশার পারণ ত্রয়োদশীতে হইবে। এই অংশেও ত্রিস্পৃশাতেও ব্যাবৃত্তি থাকে।

উন্মীলনীর সার ব্যবস্থা—

যদি পূর্ব্বদিন দশমীর মানাঙ্ক ৫৬ ছাপান্ন দণ্ডের অধিক না থাকে অথবা ৫৬ দণ্ডের পরক্ষণে দশমীর অস্তিত্ব না থাকে আর তৎ পরদিন একাদশীর মানাঙ্ক ৬০ ষাইট হইয়া (সম্পূর্ণা হইয়া) পরদিনে (দ্বাদশী দিনে) বৃদ্ধি পায়, তবে উহাকে উন্মীলনী বলে, এই অবস্থায় পরদিন অর্থাৎ যে দিন দ্বাদশীর সহিত একাদশীর যোগ হয় ঐ দিনে উপবাস হইবে।

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈ বৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী॥ ১৩ বি, ১০৭

হে ভৃগু শ্রেষ্ঠ! যদি একাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে বঞ্জুলী বলে, ঐ বঞ্জুলী পাপ নাশ করিয়া থাকে।

স্কান্দে—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ॥ ১২ বি, ১৫৩

যদি একাদশী পূর্ণা অর্থাৎ দশমী বেধ বিহীনা হয়, আর দ্বাদশী পরদিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড অরুণোদয় কাল, অরুণোদয়ে দশমীর ঈষৎ স্পর্শ ও না থাকিলে অর্থাৎ ৫৬ ছাপান্ন দণ্ডের অধিক দশমী না হইলে, সেই অরুণোদয়কালে অথবা অরুণোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী আরব্ধা হইয়া অহোরাত্র ব্যাপিনী হইলেই সম্পূর্ণা হয়।

সেই পূর্ণা একাদশীর মল দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলেই দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা হইতে পারে না। বৃদ্ধি প্রাপ্ত তিথির মল পরদিনে যাইতে দেখা যায়, কদাচিৎ নাও যাইতে পারে। প্রায় মল পরদিনে গিয়া থাকে। তবে একাদশী পূর্ণা হইয়া দ্বাদশী পূর্ণা হয় কিরূপে ?

আর পূর্ণা না হইলে বঞ্জুলীতে শুদ্ধা একাদশীর ত্যাগই বা কিরূপে সম্ভব পর হয় ?

তাহার উত্তর,—ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা একাদশীর মল পরদিনে না গেলে শুদ্ধা-ত্যাগ হইতে পারে, আর যদি পরদিনে মল যাইবার সম্ভাবনাই থাকে, তাহা হইলে একাদশীর দ্বিতীয় প্রকার সম্পূর্ণত্বে শুদ্ধা ত্যাগ হইতে পারে। এখন দ্বিতীয় প্রকার সম্পূর্ণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে,—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"অরুণোদয় বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথির্ভবেৎ।
পূর্ণৈবেত্যবগন্তব্যা প্রভূতা নোদয়ং বিনা॥"

তিথি রেকাদশী। অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা, এক মরুণোদয় মারভ্যান্তারুণোদয়ং যাব দ্ব্যাপিন্যেব স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি দিগ্দর্শনী।

১২ বি, ১২৭।

অর্থ। অরুণোদয় বেলাতে একাদশী অল্প থাকিলেও সম্পূর্ণা হয়, অরুণোদয় বিনা সম্পূর্ণা হয় না। অর্থাৎ এক অরুণোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া অন্য অরুণোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলেই সম্পূর্ণা হয়।

বঞ্জুলী বিষয়েই এই সম্পূর্ণত্বের ফল। বঞ্জুলী হইলে উন্মীলনী ও ত্রিস্পৃশা হইতে পারে না। বঞ্জুলীর ব্যাবৃত্তি স্থল উন্মীলনী ও ত্রিস্পৃশা।

বঞ্জুলীতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হইতে পারে। তাহা হইলেও বঞ্জুলী ব্রতই হইবে; অন্য ব্রত হইবে না।

বঞ্জুলীর সারব্যবস্থা—

যদি দ্বাদশী এক অহোরাত্র ব্যাপিয়া (অর্থাৎ দ্বাদশীর মানাঙ্কে ৬০ ষাইট থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরদিনে মল যায়, তবে তাহাকে বঞ্জুলী বলে। বঞ্জুলীতে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। ফল কথা দ্বাদশী অহোরাত্র ব্যাপিনী হইলেই বঞ্জুলী হয়।

ত্রিস্পৃশা—

একাদশী দ্বাদশীচ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী।

ত্রিস্পৃশা নাম সা প্রোক্তা ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপাহতি ॥ ১২ বি, ১৫৬

প্রথমতঃ একাদশী পরে দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পশা। ত্রিস্পৃশা ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ বিনষ্ট করে।

একাদশী দ্বাদশীচ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী।

তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাং স্তু পারণং ॥ ১২ বি ১৫৬

প্রথম একাদশী পরে দ্বাদশী শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী হইলে তাহাতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে একশত যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।

এই মহাদ্বাদশীতে উপবাসের ব্যত্যয় নাই, যে যে কারণে এই দ্বাদশীর মহত্ত্ব তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। (১)

দ্বাদশীক্ষয়েই ত্রিস্পৃশা হইয়া থাকে, তাহা মাহাত্ম্য বিশেষে ও পারণ বৈলক্ষণ্যে উন্মীলনী হইতে পৃথক্। ত্রিস্পৃশার ব্যাবৃত্তি স্থল ব্যঞ্জলী, উন্মীলনী, ও পক্ষ বর্দ্ধনী। ত্রিস্পৃশা হইলেও জয়া, বিজয়া, জয়ন্তীও পাপনাশিনী হইতে পারে, তাহা হইলেও ত্রিস্পৃশা ব্রতই হইবে।

ত্রিস্পৃশায় ত্রয়োদশীতে পারণ, উন্মীলনী হইলে দ্বাদশীতে পারণ, এই অংশেও উন্মিলীতে ত্রিস্পৃশার ব্যাবৃত্তি থাকে, তিথি ক্ষয় হয় বলিয়া উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও পক্ষ বর্দ্ধনী হয় না।

পক্ষ বর্দ্ধনী।

কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধনী।

বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥ ১৩ বি, ১৬৯

যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,

তবে তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশীকে পক্ষ বর্দ্ধনী বলে।

পক্ষ বর্দ্ধনী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া,

ধর্ম্মার্থ কামৈস্তু বুধৈ মর্ত্ত্যৈঃ।

বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া,

যদ্যগ্রতঃ বৃদ্ধি মুপৈতি পক্ষঃ ॥ ১২ বি, ১৫৮

ধর্ম্মার্থকামৈ বুধৈ মর্ত্ত্যৈঃ সশল্যা অরুণোদয় বেধযুক্তা তিথি রেকাদশী

(১) ২৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

পরিবর্জ্জনীয়া, নকেবলং সশল্যা বিহীন শল্যাপি অরুণোদয় বেধ রহিতাপি একাদশী বিবর্জ্জনীয়া যদি অগ্রতঃ পক্ষ, অমাবস্যা পূর্ণিমাচ বৃদ্ধিং ষষ্টি ঘটিকা ভূত্বা পরদিনে নির্গমণং উপৈতি প্রাপ্নোতি।

অর্থ। ধর্ম্মরূপ অর্থাভিলাষী পণ্ডিতেরা সশল্যা অর্থাৎ বেধযুক্তা (বিদ্ধা) একাদশী তিথি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ বিদ্ধা একাদশীতে কদাচিৎ উপবাস করিবেন না। আর যদি পক্ষান্ত অথাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা বর্দ্ধিত হয়, তবে শল্যহীনা অর্থাৎ সম্পূর্ণা একাদশীও পরিত্যাগ করিবেন। উপবাস দ্বাদশীতে হইবে।

পক্ষবর্দ্ধনীর সার ব্যবস্থা।

অমাবস্যাও পূর্ণিমা মানাঙ্কে ৬০ ষাইট হইয়া মল পরদিনে গেলে অথবা না গেলেও শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

পক্ষ বর্দ্ধনীতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হইতে পারে, তাহা হইলেও পক্ষবর্দ্ধনী ব্রতই হইবে। যে হেতু নক্ষত্রঘটিত কর্ম্ম হইতে তিথি ঘটিত কর্ম্মের প্রাধান্য।

পক্ষবর্দ্ধনীতে কদাচিৎ উন্মলনী, কদাচিৎ বঞ্জুলীও হইতে পারে, ত্রিস্পৃশা হইতে পারে না। ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনীর ব্যাবৃত্তি স্থল।

পক্ষবর্দ্ধনী হইলে বৃদ্ধিক্রমে যদি কদাচিৎ উন্মীলনীবা বঞ্জুলী হয়, তবে পক্ষবর্দ্ধনী ব্রতের পূজাদি হইবে। পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতে পর কর্ম্মের বলবত্তা, কেহ বলেন উভয়ের পূজাদি হইবে, তাহা সুষ্ঠু মনে করি না।

বাস্তবিক দ্বাদশী কিম্বা একাদশী বৃদ্ধি হইলে অল্প সময় মধ্যে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে।

উন্মীলনী প্রভৃতির পারণ কাল।

স্কান্দে

পারণাহনি সংপ্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ত্রয়োদশ্যা স্তু ভুঞ্জানঃ শত জন্মানি নারকী॥ ১৩ বি, ৯৯

পারণ দিনে যে ব্যক্তি দ্বাদশী অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করে, ত্রয়োদশীতে ভোজনশীল সেই ব্যক্তি শতজন্ম পর্য্যন্ত নারকী হয়।

পারণ দিনে দ্বাদশী লাভ হইল দ্বাদশীতে পারণ। শেষরাত্রে সন্ধ্যা পূজাদি সমাপন করিয়াও যদি পারণ যোগ্য দ্বাদশী না থাকে, তবে ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

বৌধায়নঃ।

একাদশী কলাযুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ।
ত্রয়োদশ্যা স্তু যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ ১২, ১৫২

যে মানব একাদশী-কলাযুক্তা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করে, তাহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন হন।

বলা বাহুল্য ত্রিস্পৃশাতে দ্বাদশী ক্ষয় হয় বলিয়া তাহার পারণ ত্রয়োদশীতেই হইবে।

জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী।

জয়া—

দ্বাদশ্যা স্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ।
নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনা মুত্তমা তিথিঃ॥ ১৫৬।

শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হইলে "জয়া" নামে মহাদ্বাদশী হয়, এই তিথি সকল তিথির মধ্যে উত্তম।

বিজয়া—

যদাতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনা মুত্তমা তিথিঃ। ১৩ বি, ১৫৬

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে ঐ দ্বাদশী "বিজয়া" নামে কথিত হয়, বিজয়া মহাদ্বাদশী সকল তিথি মধ্যে উত্তম।

জয়ন্তী—

যদাতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥ ১৩ বি, ১৬১

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহার নাম জয়ন্তী মহাদ্বাদশী, এই তিথি সমুদয় পাপ অপহরণ করে।

পাপনাশিনী—

যদাতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী॥ ১৩ বি, ১৭৪

কখনও যদি শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয় তাহা হইলে ঐ তিথি মহাপুণ্যা বলিয়া পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী নামে কথিত হয়।

কেবল উল্লিখিত তিথি ও নক্ষত্রের যোগ মাত্রেই "মহাদ্বাদশী" হয় না, যেরূপ যোগ বিশেষে ব্রত যোগ্য হয়, তাহা নিরূপিত হইতেছে।

জয়াদি ব্রত নির্ণয়

কারিকা—

ভাস্করোদয় মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
* সামান্যূনানি বা সন্তু ততো হমীষাং ব্রতৌচিতী ॥
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণ যোগ্যতা ॥ ১৩ বি, ১১৫

যদি সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিনী ও পুষ্যা এই চারি নক্ষত্র সম্পূর্ণ হইয়া অধিক অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অথবা সম অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়, কিম্বা উন অর্থাৎ সম্পুর্ণাবস্থা হইতে কম হয়, তাহা হইলে ঐ চারি নক্ষত্র যোগে মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে।

আর যদি ঐ নক্ষত্র চতুষ্টয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অধিক অর্থাৎ সম্পূর্ণাবস্থা হইতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় অথবা সম অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়, তবে ও এই ব্রত আচরণ যোগ্য হয়। কম হইলে হইবে না।

জয়াদি ব্রত নির্ণয় বিচার—

তিথি ও নক্ষত্র যোগে জয়া প্রভৃতি ব্রত বিধেয় বলিয়া কেহ কেহ (সম ন্যূন ও অধিক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে) সমতা ন্যূনতা ও অধিকতার প্রতি তদ্দিনস্থ তিথিমানকে অপেক্ষিত মনে করিয়া সুদুর্ল্লভ মহাদ্বাদশী ব্রতের যথার্থতঃ আচরণে বঞ্চিত হইতেছেন। বাস্তবিক উল্লিখিত স্থলে নক্ষত্রের সমতা ন্যূনতা ও অধিকতা যে অন্য নিরপেক্ষ, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; অভিনিবেশ সহকারে আলোচ্যমান গ্রন্থ ও অপরাপর প্রামাণিক নিবন্ধকারের উক্তি প্রত্যক্ষ করিলে মনস্বীমাত্রেই নিঃসন্দেহ হইবেন—বিবেচনায় একে একে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। শ্রবণাব্যতিরিক্তেযু নক্ষত্রেযু খলু ত্রিযু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্ ॥ ১৩ বি, ১১৫

শ্রবণা ভিন্ন অপর তিন নক্ষত্র যোগে মহাদ্বাদশী ব্রতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী স্থিতির আবশ্যক, অর্থাৎ মহাদ্বাদশী ব্রতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্তই দ্বাদশী অপেক্ষণীয়, সূর্য্যাস্তের পরস্থিত দ্বাদশী জয়াদি ব্রতের অনুকূল বা প্রতিকূল নহে।

সমান্যূনানি বাবস্যুঃ ॥ ইতি বাপাঠঃ। (অর্থ একরূপ)

জয়াদি ব্রত নির্ণয় বিচার

পাঠক মনে করুন কোন দিন ২৮.৩০ আটাইশ দণ্ড ত্রিশ পল দিবামান; ঐ দিন শুক্লা দ্বাদশীর স্থিতিকাল ও ঐ ২৮।৩০ পলই হইল, আবার নক্ষত্রও (পুষ্যাদি) সূর্য্যোদয়ের সমকাল হইতে প্রবৃত্ত, তাহার মান ৫৮।৪৫ পল। সুতরাং "সূর্য্যোদয়ের সমান সময় প্রবৃত্ত নক্ষত্র সম, উন কিম্বা অধিক যাহাই কেন হউক না, মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে" এই অনুশাসনের অনুবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তিথি হইতে নক্ষত্র মান অধিক হইয়াছে বলিয়া দ্বাদশীব্রতের বিধান করিবেন। আমরাও নক্ষত্র স্বীয় সম্পূর্ণাবস্থা হইতে উন হইয়াছে বলিয়া দ্বাদশীব্রত স্বীকার করিব। কিন্তু প্রতিপক্ষের নিকট বক্তব্য এই, সূর্য্যাস্ত সময়ে পরিসমাপ্ত দ্বাদশীর মান বড় দিনেও ৩৪ দণ্ড হইবে না। অতএব সূর্য্যোদয় হইতে আরব্ধ নক্ষত্র ঐ ৩৪ দণ্ডের ন্যূন পরিমিত দ্বাদশীমানের সমান বা উন হইতে পারে না, কারণ তিথি নক্ষত্রাদির পরিমাণ ক্ষয়াবস্থাতেও পঞ্চাশৎ দণ্ডের কম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং অস্তমনকাল মাত্র স্থায়ী দ্বাদশীমান নক্ষত্র মানের অপেক্ষণীয় হইলে (সমান্যূনানি বা সন্তু) "সমই হউক বা উনই হউক" হরিভক্তি বিলাসের এই উক্তি একান্ত অনুপপন্ন হয়। দ্বাদশীমান পঞ্চাশ দণ্ডের অধিক হইলে তদপেক্ষা সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সমান বা উন হইতে পারে, প্রতিপক্ষগণের এইরূপ বলিবার সুযোগ ও সুদূর পরাহত। কারণ, জয়াদি ব্রতত্রয়ে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্তই দ্বাদশীর অপেক্ষা করিতে হইবে" এইরূপ বলিয়া গোস্বামিপাদ অস্তমন পরস্থিত দ্বাদশীর অপেক্ষা নিজেই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। গোস্বামিপাদ যে ব্রতে রাত্রিগত দ্বাদশীকে অনপেক্ষণীয় বলিয়াছেন ঐ ব্রতেই রাত্রিগত দ্বাদশীর অপেক্ষা নক্ষত্রমানের সমতা ও উনতা কল্পনা অতীব হাস্যাস্পদ।

২। প্রাচীন মহর্ষিগণ সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী তিথি নক্ষত্রাদিকে সম বা পূর্ণ বলিয়াছেন, আর যাহা সমতা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে ন্যূন বা ক্ষীণ বলিয়াছেন, আর যে সকল তিথ্যাদি সমতা বা পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ঐ সকলকে বর্দ্ধিত বা অধিক বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ গোস্বামি পাদাদি প্রাচীন নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে একাদশী নির্ণয় প্রসঙ্গে মহানুভব অল্লাট নাথ আচার্য্য একাদশী তিথিকে শুদ্ধা বিদ্ধা প্রভেদে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া "শুদ্ধ সমা" "দ্বাদশীসমা" ইত্যাদি নামে উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

জয়াদি ব্রত নির্ণয় বিচার

অথ সর্ব্বেষেব ভেদেষু একাদশী দ্বাদশ্যোঃ সমত্বং নাম ষষ্টিঘটিকাত্মকত্বম্, ততো ন্যূনত্বে ন্যূনত্বম্, আধিক্যে অধিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্॥

"একাদশী দ্বাদশীর যে অষ্টাদশ প্রকার ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, তাহার সকল প্রকার ভেদ মধ্যেই সমতাস্থলে ষষ্টিঘটিকাত্মকতা, ন্যূনতা স্থলে তদপেক্ষা অল্পতা ও অধিকতাস্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত সমতা হইতে আধিক্যই বুঝিতে হইবে।"

শ্রীমন্মহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য কালমাধবীয় গ্রন্থে স্কান্দবচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নির্ণয়ামৃত কারের মত আরও পরিস্ফুরিত করিয়াছেন,—

যথা—

শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্ষীণাধিকোত্তরা।
একাদশী মুপবসে ন্ন শুদ্ধাং বৈষ্ণবীমপি॥ (স্কান্দে)

দশমীবেধরহিতা শুদ্ধৈকাদশী যদা পরেদ্যু রুদয়াদূর্দ্ধং নাস্তি কিন্তুদয়সমা * ততো ন্যূনা বা দ্বয়ো রপি পক্ষয়ো র্দ্বাদশী পরেদ্যু রুদয়ে সমা, ন্যূনা, অধিকা বা ভবতি তত্র সর্ব্বত্র শুদ্ধৈকাদশী উপোষ্যা। নত্ববিদ্ধাং বৈষ্ণবীং দ্বাদশী মুপবসেদিত্যর্থঃ। (১)

যখন দশমী বেধ শূন্য বিশুদ্ধ একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্য্যোদয়ের ঊর্দ্ধে না থাকে কিন্তু উদয়ের সমান হয় অথবা হীনা অর্থাৎ উদয়কাল হইতে ন্যূন হয়, আর উভয় পক্ষেরই দ্বাদশী যদি পরদিন সমা অর্থাৎ উদয়ের সমান হয়, ন্যূনা অর্থাৎ উদয় হইতে কম হয় আর অধিকা অর্থাৎ উদয় হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই শুদ্ধা একাদশীতেই উপবাস করিবে কিন্তু অবিদ্ধা অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ শূন্যা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার গোস্বামিপাদ ও এই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন, যথা বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী লক্ষণে

"দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈ বৈকাদশী যদা"

"যদি একাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ স্বীয় সম্পূর্ণাবস্থা অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টিদণ্ড পরিমিত কাল হইতে অধিক হয়" ইত্যাদি বহুস্থলে

* কিন্তুদয়ে সমাপ্তা ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

(১) এই বচনটী অবৈষ্ণব বিষয়ক বলিয়া গোস্বামিপাদ মীমাংসা করিয়াছেন। ১২শ বিলাসে ১৫৫ অঙ্কের দিগ্‌দর্শনী দেখুন।

জয়াদি ব্রত নির্ণয়

এই বিষয়ের উদাহরণ রহিয়াছে। তিথি বিষয়ে আচার্য্যগণের এইরূপ স্পষ্টোক্তি সত্ত্বেও ঐ ঐ শব্দ (সম-ন্যূন-অধিক) নক্ষত্র বিষয়ে কেন যে ভিন্নার্থে পরিগৃহীত হইবে তাহার কারণ দেখা যায় না,

বরঞ্চ "একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি প্রকল্প্যতে বাধকাভাবাৎ"

এই ন্যায়ানুসারে আমাদের অবলম্বিত অর্থই সমর্থিত হইতেছে। পরন্তু আলোচ্যমান জয়াদিব্রতের ও বক্ষ্যমাণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণা প্রসঙ্গে গোস্বামিপাদের উক্তি পর্য্যালোচনা করিলেই নক্ষত্রের সমতা, ন্যূনতা ও অধিকতা যে তিথির সমতা, উনতা ও অধিকতার অনুরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে ইহা প্রকাশ পাইবে।

৩। শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যা গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য জয়া প্রভৃতি মহা-দ্বাদশীর নিরূপণ প্রসঙ্গে একটী প্রাচীন সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন, হরিভক্তি বিলাসকার নৃসিংহ পরিচর্য্যা প্রমাণিত সংগ্রহ ও তৎকৃত ব্যাখ্যা প্রভৃতি অবলম্বনেই যে জয়াদি মহাদ্বাদশীর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।* পাঠক! আসুন, এই বিষয়ে আদর্শ গ্রন্থকার কি বলিয়াছেন, তাহা একবার দেখাইয়া লই।

তাহা এই :—

আদিত্যেন জয়া চ্যুতেন বিজয়া পুষ্যেণ পাপাপহা,
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি চতসৃষ ক্ষং দিনাদের্ভবেৎ।
পূর্ণং চৌনমথাধিকঞ্চ, হরিভাধিক্যেতু ভান্তর্ভুজি,
ঋক্ষাধিক্যসমত্বয়ো স্তু দিনতঃ প্রাগ্‌ভেচ পশ্চাদ্‌ব্রতম্॥ ‡

অয়মর্থঃ, ইত্যাদি উপক্রমে নৃসিংহ পরিচর্য্যা প্রণেতার স্বকৃত ব্যাখ্যা যথা :—"এতাসু নক্ষত্র প্রযুক্তাসু চতসৃষু দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়া দারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং ন প্রাক্, হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যালোচনয়া নক্ষত্র নূনত্ব সাম্যাধিক্যেষু সৎস্বপি; রোহিণী শ্রবণৌ চেৎ ষষ্টিঘটিকে ভূত্বা পারণ দিনে বর্দ্ধেতে তদা নক্ষত্র মধ্যএব পারণম্। যদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যং

---

* শ্রীদ্বাদশী চতুষ্কস্য মহতোঽসৌ বিনির্ণয়ঃ।
নৃসিংহ পরিচর্য্যাদি গ্রন্থদৃষ্ট্যা নিরূপিতঃ॥
১৩ বিলাস ১১৬।

‡ নৃসিংহ পরিচর্য্যা তৃতীয় পটল তৃতীয় শ্লোক।

জয়াদি ব্রত নির্ণয়

আধিক্যং বা ভজন্তে তদা হ্যাসূর্য্যোদয়া দুপর্য্যেববা নক্ষত্রেণ ভবিতব্যমিতি ন নিয়মঃ। শ্রবণাতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু দ্বাদশ্যা অস্ত সময় পর্য্যন্ততা ভবিতব্যৈব। শ্রবণেতু অস্তাৎ প্রাগপি সার্দ্ধযামাদুপরি দ্বাদশীসমাপ্তৌ তদহরেবোপবাসঃ।"

"নক্ষত্র প্রযুক্ত জয়া প্রভৃতি চারিটি মহাদ্বাদশীতেই দ্বাদশী দিনে ক্ষয়বৃদ্ধি-ক্রমে নক্ষত্রের ন্যূনতা, সমতা কিম্বা অধিকতা হইলেও সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি আবশ্যক কিন্তু এমত অবস্থায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হইলে ব্রত হইবে না। রোহিণী ও শ্রবণা, উপবাস দিনে ষষ্টিদণ্ড পরিমিত হইয়া পারণ দিনে যদি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ করিবে। আর যদি নক্ষত্রের বৃদ্ধিদশায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল সমতা অথবা অধিকতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্র সকল (আসূর্য্যোদয়াৎ) অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অথবা (উপর্য্যেব বা) অপর সূর্য্যোদয়ের পরেও থাকিবে, কিন্তু কতক্ষণ থাকিবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। শ্রবণা ভিন্ন রোহিনী পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্রে সূর্য্যাস্ত পর্যান্ত দ্বাদশী থাকিলে সেই দ্বাদশীতে ব্রত হইবে, কিন্তু শ্রবণা নক্ষত্রে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেও অর্থাৎ প্রাতঃ কালাবধি দেড় প্রহরের পর দ্বাদশী সমাপ্ত হইলেও সেই দিনেই উপবাস হইবে। (১)

(১) জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপ নাশিনী এই মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়ে নৃসিংহ পরিচর্য্যাকার কৃষ্ণ দেবাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন, নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় সার প্রণেতা দলপতি অবিকল তাহাই অনুকরণ করিয়াছেন; কেবল বিজয়া মহাদ্বাদশীতে একটু পার্থক্য দেখাইয়াছেন; যথা—

"শ্রবণেতু সার্দ্ধ ত্রিযাম পর্যান্ততা দ্বাদশ্যা অভিমতা।"

শ্রবণাতে সার্দ্ধ ত্রিযাম দ্বাদশী থাকা আবশ্যক। এইটুকু প্রভেদ আর সমস্ত সমান। একরূপ বর্ণনা বলিয়া আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীগোস্বামিপাদ এই স্থলে দ্বাদশীর কাল নির্ণয় করিয়া কিছু বলেন নাই কেবল বলিয়াছেন,—"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেও দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে বিজয়া হইবে।"

নৃসিংহ পরিচর্য্যাকার বিজয়াতে "দ্বাদশী দেড় প্রহর থাকা আবশ্যক" বলিয়াছেন।

জয়াদি ব্রত নির্ণয়

৪। কাল নির্ণয় প্রণেতা রামচন্দ্র ভট্ট মহাদ্বাদশী ব্রতে নক্ষত্র ও দ্বাদশীর স্থিতিকাল অতি পরিষ্কার বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

(২) শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্র প্রযুক্তেতর মহাদ্বাদশীত্রয়ে সূর্য্যোদয়া-দারভ্য দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তত্বং নক্ষত্রাণাং, অস্তমন পর্য্যন্তত্বং দ্বাদশ্যা অপেক্ষিতম্।

"পূর্ব্বেই শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অপর তিনটি (জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী) মহাদ্বাদশীতে নক্ষত্র সকলের সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ও দ্বাদশীর সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি আবশ্যক।"

উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী গ্রন্থকারগণের একবাক্যতা ও মহর্ষিবাক্যের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সমতা ন্যূনতা ও অধিকতার ব্যাখ্যান্তর কল্পনা পরিত্যাগ করিবেন।

সম্প্রতি জয়া প্রভৃতি মহাদ্বাদশীতে দ্বাদশীর স্থিতিকাল নিরূপিত হইতেছে, যথা :—

শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলুত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্য দ্বাদশ্যপেক্ষণম্।
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্‌দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিতাভবেৎ॥ ১৩ বি, ১১৫

শ্রবণা ভিন্ন অপর তিন নক্ষত্র যোগেই (রোহিনী, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা) সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা আবশ্যক, সূর্য্যাস্তের পর আর দ্বাদশীর অপেক্ষা নাই, কিন্তু শ্রবণা নক্ষত্র যোগে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশীর সমাপ্তি হইলেও তাহাতেই ব্রত কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বাহ্ণো বৈ দেবানা মিতিশ্রুতিঃ।
পূর্ব্বাহ্ণঃ প্রহরং সার্দ্ধ মিতি গোভিলঃ।

দেবকার্য্যে পূর্ব্বাহ্ণ কাল, পূর্ব্বাহ্ণ দেড় প্রহর। বিজয়া দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ পূজা বিহিত হইয়াছে বলিয়া দেড় প্রহর দ্বাদশী থাকা আবশ্যক ইহা আমরা মনে করি।

বাণী গ্রামের প্রাচীন পণ্ডিত ৺আনন্দ মোহন গোস্বামী বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্যাকরণ বাদার্থ ন্যায় ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও বিজয়া মহাদ্বাদশীতে "দ্বাদশী দেড় প্রহর থাকা আবশ্যক" বলিয়াছেন। তিনি গ্রন্থকারের পিতা। তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মনে নাই।

(২) রামচন্দ্র ভট্ট, "দ্বাদশী আর শ্রবণারযোগ মাত্রেই শ্রবণা দ্বাদশী হয়" বহিয়াছেন, দ্বাদশী স্থিতির কথা বলেন নাই।

জয়া প্রভৃতির সার ব্যবস্থা

কেহ কেহ বলেন শ্রবণা যুক্ত দ্বাদশীর সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না থাকিলেও অন্ততঃ ঐ দিন দেড় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত থাকা চাই, কেহ বলেন সাড়ে তিন প্রহর থাকা চাই। নৃসিংহ পরিচর্য্যায় ও কাল নির্ণয়ে ইহার স্পষ্টোল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। † কিন্তু নৃসিংহ পরিচর্য্যা প্রমাণিত সংগ্রহ শ্লোকে তদনুকূল উক্তি বা ইঙ্গিত দেখা যায় না। ‡ এই জন্যই বোধ হয় গ্রন্থকার গোস্বামিপাদ এই বিষয়ে কৃষ্ণদেবাচার্য্যের অনুসরণ করেন নাই।

জয়া প্রভৃতির সার ব্যবস্থা।

যদি শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী দিনে রোহিণী, পুনর্ব্বসু কিম্বা পুষ্যা নক্ষত্র সূর্য্যোদয়ের সমান সময় হইতে আরব্ধ হয়, অথচ দ্বাদশী প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্তকাল প্রাপ্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে। আর যদি উক্ত নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় অথবা পরদিনে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং দ্বাদশী প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত হয়, তবেও অবশ্য মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইলে মহাদ্বাদশী হইবে না। ঐরূপ শ্রবণা নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয় হইতে আরব্ধ হয় অথচ দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের

† ৪৯।৫০।৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

‡ হিত্বা বৈষ্ণব মগুসন্ত্ব মিতরেষ্বৃক্ষেষু ভদ্রা তিথে
শুত্রার্ব্বাগপি তৎপ্রশ্বগুন ইহৈবাহ্নি ব্রতং পারণম্।
অন্তস্মিন্নধিকা তিথির্য দি ভতো ভান্তে হ্যন্তবৃদ্ধৌ তিথে
রন্তঃ পারণকং ভবে দিতি মহাষ্টদ্বাদশী নির্ণয়ঃ॥

(নৃসিংহ পরিচর্য্যা ৩য় পটল ৪র্থ শ্লোক)

শ্রবণা ত্যাগ করিয়া অন্য তিন নক্ষত্রে দ্বাদশীর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমানতা আবশ্যক, শ্রাবণা নক্ষত্রে তৎপূর্ব্বে দ্বাদশীর সমাপ্তিতেও ঐ দিনে ব্রত করিয়া তৎপরদিনে পারণ করিবে। নক্ষত্র অপেক্ষা তিথির বৃদ্ধি হইলে নক্ষত্রের অন্তে তিথি মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য, আর তিথি অপেক্ষা নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইলে তিথির অন্তরে অর্থাৎ তিথি মধ্যেই পারণ বিধেয়। এইরূপে পূর্ব্বাচার্য্যগণ অষ্টমহাদ্বাদশীর নির্ণয় করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই নিবৃত্তও হয়, তথাপি নিশ্চয় বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে ; আর যদি শ্রবণা নক্ষত্র সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় বা তাপেক্ষা অধিক হয় এবং শুক্লা দ্বাদশী দেড় প্রহর বা অধিক থাকে, তাহা হইলেও অবশ্য বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত শ্রবণা অপর সূর্য্যোদয়ের কম হইলে বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে না। উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রমে জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী কখনই হইবে না। বিজয়া মহাদ্বাদশী বিশুদ্ধ ভাদ্রমাসে অন্য প্রকারেও হইতে পারে, * কিন্তু মল ভাদ্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে না।

জয়া প্রভৃতির পারণ কাল।

বৃদ্ধৌ ভতিথ্যো রধিকা তিথি শ্চেৎ পারণ স্ততঃ।
ভান্তে, স্যা চ্চে ত্তিথি ন্ন্যূনা তিথি মধ্যে তু পারণম্ ॥
দ্বাদশ্যনম্নবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং, বৃদ্ধৌ শেষয়ো স্তদতিক্রমে ॥ ১৩ বি ১১৬

জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রতে দ্বাদশী এবং পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী কিম্বা পুষ্যা নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ পারণ দিনে তিথি নক্ষত্র উভয়ের নির্গম হইলে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিথি নক্ষত্রের মধ্যে যদি তিথি অধিক হয় তবে নক্ষত্রান্তে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে, আর ঐ বৃদ্ধি প্রাপ্ত তিথি নক্ষত্র মধ্যে যদি তিথি নক্ষত্র অপেক্ষায় ন্যূন হয় তবে ও তিথি মধ্যেই পারণ করিবে। দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া যদি কেবল রোহিণী বা শ্রবণা নক্ষত্রের বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পারণ দিনে নির্গম হয় তবে রোহিণী বা শ্রবণা নক্ষত্র মধ্যেই পারণ করিবে এবং এইরূপ দ্বাদশী বৃদ্ধি না হইয়া কেবল পুষ্যা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ পারণ দিনে নির্গম হইলে পুষ্যা বা পুনর্ব্বসুর অন্তে পারণ করিবে।

নক্ষত্রের সমন্যূনাধিকতা লক্ষণ।

(সম্পূর্ণতা বা সমতা জ্ঞান, বৃদ্ধি ও ন্যূনতা জ্ঞানের কারণ)

এই পারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে গোস্বামিপাদ যে, তিথি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র বৃদ্ধির উল্লেখ করিলেন এই বৃদ্ধি অন্য কাহারও অপেক্ষায় বৃদ্ধি নহে, কিন্তু ঐ

* শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণে দেখুন।

নক্ষত্রের সমন্যূনাধিকতা লক্ষণ

বৃদ্ধি শব্দে তিথি ও নক্ষত্র প্রত্যেকের স্ব স্ব সাম্যাবস্থা হইতে আধিক্যকেই বুঝাইতেছে। বস্তুর নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট অবস্থা জ্ঞান, তদীয় হ্রাস বৃদ্ধি জ্ঞানের জনক। যে বস্তুর সম বা পূর্ণ অবস্থা অনির্দ্দিষ্ট অথবা অজ্ঞাত, তাহার বৃদ্ধি জ্ঞান হইতে পারে না; কাজেই তিথি ও নক্ষত্রের সমতা বা পূর্ণতা না জানিলে তদীয় বৃদ্ধিও বোধগম্য হইবে না। একাদশী ভিন্ন অপর সকল তিথিরই এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টি দণ্ড পরিমিত কাল ব্যাপ্তিতে সমতা বা সম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইয়াছে, এই সম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া পরদিনে নির্গম হইলেই তিথির বৃদ্ধি হয়। নক্ষত্রের পূর্ণতা ও তিথির অনুরূপেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। যেহেতু, 'বৃদ্ধৌ ভতিথ্যো রধিকা তিথি শ্চেৎ পারণং ততঃ ভান্তে" (জয়াদি ব্রতে তিথিও নক্ষত্র উভয়ের বৃদ্ধিতে তিথি অধিক হইলে নক্ষত্রান্তে পারণ) গোস্বামি পাদের এই উক্তি দ্বারা পারণ দিন গত নক্ষত্রাংশই বৃদ্ধি শব্দে লক্ষিত হইতেছে, কাজেই জয়াদি মহাদ্বাদশী দিনস্থ নক্ষত্র পারণ দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ও বৃদ্ধিগামী হয় না বলিয়া উহাই তাহার (নক্ষত্রের) সম্পূর্ণ বা সম অবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু সম অবস্থা অতিক্রম করিলেই বৃদ্ধি বা আধিক্য হয়। মহাদ্বাদশীতে যে অন্ততঃ সূর্য্যোদয় হইতে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি আবশ্যক। তাহা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী নক্ষ ের পূর্ণতা অবিসম্বাদিত। পূর্ব্বে মহাদ্বাদশী নির্ণয় প্রস্তাবে নক্ষত্রের যে ন্যূনতা, সমতা বা পূর্ণতাও অধিকতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিথির অনুরূপেই তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। (অর্থাৎ ন্যূনতা অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টিদণ্ড-পরিমিত কালৈক দেশব্যাপ্তি, পূর্ণতা বা সমতা অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টি দণ্ড পরিমিত কালব্যাপ্তি এবং অধিকতা অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টিদণ্ড পরিমিত কাল তৎপরবর্ত্তী কিয়ৎকাল ব্যাপ্তি।) এইরূপ ব্যাখ্যা—অবলম্বন করিলে দ্বাদশীর সূর্য্যাস্তকাল মাত্র অথবা তদল্প কালমাত্র (অবশ্য শ্রবণাযোগে) স্থায়িত্বে ও সূর্য্যোদয়ারব্ধ নক্ষত্রের ন্যূনতা, সমতা এবং অধিকতার অন্যতমের অসদ্ভাব হয় না, কিন্তু ব্যাখ্যান্তর কল্পনায় ঈদৃশ অবস্থায় ন্যূনতা এবং সমতার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া ব্যাপক ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বিশেষ প্রমাণ বচনের সাহায্য ব্যতিরেকে আচার্য্য বাক্যের বিষয় সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করা সুসঙ্গত নহে।

এখন শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত বলা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়োনাম চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।*

পঞ্চম অধ্যায় ।

শ্রবণ দ্বাদশী ।

পঞ্চদশ বিলাসে

ভাদ্রস্য শুক্ল দ্বাদশ্যাং যুক্তায়াং শ্রবণেনহি ।
উপোষ্য সঙ্গমে স্নাত্বা দেবং বামন মর্চ্চয়েৎ ॥ ২৪৪

ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণাযুক্ত হইলে তাহাতে উপবাস করিয়া নদী সঙ্গমে স্নান অনন্তর বামন দেবের অর্চ্চনা করিবে ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে ।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণম্ ॥ ২৫১

যদি কখনও শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী তিথি উপস্থিত হয়, তবে দ্বাদশীতে উপবাস করিবে এবং ত্রয়োদশীতেই পারণ করিবে ।

ত্রয়োদশীতেই পারণার নিশ্চয় বিধান করাতে এই ব্রতে পারণাহে দ্বাদশী নির্গমের সম্ভাবনা নাই ; ইহার কারণ পারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। উক্ত বচনে দ্বাদশী শুক্লা কি কৃষ্ণা ইহার কিছুই প্রকাশ নাই বলিয়া স্কান্দও যম বচন প্রদর্শিত হইতেছে—

স্কান্দে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা ।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥ ২৪৫

ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইলে তাহার নাম মহাদ্বাদশী। ঐ দিনে উপবাস করিলে মহৎ ফল হয়।*

যমশ্চ—

যদাতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সৌতু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা।
তত্র দানোপবাসাদ্য মক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ২৫২

যখন শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তখন নিতান্ত পবিত্রতা সম্পাদিনী ঐ দ্বাদশী বিজয়ানামে কথিত হয়, ঐ দ্বাদশীতে দান ও উপবাস প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে তাহার ফল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বে অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয় প্রস্তাবে শ্রবণার সহিত শুক্লা দ্বাদশীর যোগ বিশেষে যে বিজয়া মহাদ্বাদশী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বাদশীর দেড় প্রহর বা অধিক স্থিতির কথা বলা হইয়াছে (১) অন্য কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

---

* "মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা" ইত্যাদি বচনে 'ভাদ্রপদের' উপাদান থাকায় মলভাদ্রে এবং আশ্বিন মাসে-চান্দ্রভাদ্রে শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া হইবে না। একাদশীতেই উপবাস হইবে।

কেহ কেহ ভাদ্র পদের ব্যাবৃত্তি স্থল 'মলভাদ্র' কহেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ মলভাদ্র মল বলিয়া ত্যাজ্য, কর্ম্মের অযোগ্য। ভাদ্রপদের ব্যাবৃত্তি স্থল আশ্বিনমাস-চান্দ্রভাদ্র। সৌরভাদ্রেই শ্রবণাদ্বাদশী অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া হয়।

মল ভাদ্রে এবং আশ্বিনমাসে-চন্দ্রভাদ্রে লাক্ষণিক বিজয়া এবং বিষ্ণুশৃঙ্খল হইতে পারে।

লাক্ষণিক বিজয়া হইলে বিজয়াতে উপবাস আর বিষ্ণু শৃঙ্খল হইলে বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস হইবে।

পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল পরদিন যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া হইলে বিজয়াতেই উপবাস হইবে।

শ্রাবণ মাস মল হইলে আশ্বিন মাসের প্রথমভাগে এবং ভাদ্রমাস মল হইলে আশ্বিন মাসের শেষভাগে শুক্লাদ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইতে পারে। ১৩৩৫ সন ৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার শুক্লাদ্বাদশীয় সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে।

(১) শ্রবণেতু অন্তাৎ প্রাগপি সার্দ্ধযামা দুপরি দ্বাদশী পরিসমাপ্তৌ তদহরেবোপ বাসঃ।

শ্রবণায় অন্তের পূর্ব্বে দেড়প্রহর বা অধিক দ্বাদশী হইলে উপবাস হইবে দেড় প্রহরের কম হইলে হইবে না।

কেবল শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইলে অন্যূন অহোরাত্র ব্যাপী হওয়া আবশ্যক এবং সূর্য্যোদয়ে আরব্ধ হইলে যে পরিমাণ স্থায়ী হয়, তাহাই ব্রতের অনুকূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি মাসকৃত্য মধ্যে যে বিজয়া দ্বাদশীর উল্লেখ করা হইল, ইহাতে শ্রবণা ও দ্বাদশীর অত্যল্পকাল মিলনেও বিজয়া ব্রত হইবে।

শ্রবণ দ্বাদশীং প্রকৃত্য নারদীয়ে—

তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগো যদাচৈব নরাধিপ !
দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ ॥ ২৫২

মাৎস্যে—

দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না পুণ্যতমা তিথিঃ।
নতু সা তেন যুক্তা চ তাবত্যেব প্রশস্যতে ॥ ২৫২

শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে নারদীয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, যদি দুইকলা ও তিথি ও নক্ষত্রের যোগলাভ হয়, তবে ঐ দুই কলাকেই অষ্টপ্রহর ব্যাপী বলিয়া জানিতে হইবে।*

দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার কিঞ্চিন্মাত্র যোগ হইলেও সমস্ত দ্বাদশীই পবিত্রতা সম্পাদিনী হইয়া থাকে, যে অংশের সহিত শ্রবণার যোগ হয় অর্থাৎ যে সময়টুকু শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী থাকে, কেবল সেই সময় পরিমিত দ্বাদশীই যে প্রশস্ত তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত দ্বাদশীই অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম।

পূর্ব্বে শ্রীএকাদশী ব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে; এইক্ষণে আবার শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতের কর্ত্তব্যতা অভিহিত হইতেছে। কেহ কেহ

---

* এ স্থলে দ্বিকলামাত্র সংযোগে ও অষ্ট প্রহর ব্যাপিত্ব মনে করার উপদেশ করাতে, বিজয়া দ্বাদশীতে শ্রবণা ও দ্বাদশী উভয়েরই অষ্ট প্রহরব্যাপী স্থিতি আবশ্যক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু এই মহাদ্বাদশীতে দ্বাদশী স্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, বিশেষতঃ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে দ্বাদশীর নিঃশেষ হইলেও মহাদ্বাদশী ব্রতের হানি হইবে না (শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং ইত্যাদি) এইরূপ উল্লেখ করাতে কেবল শ্রবণা নক্ষত্রেরই অষ্টযামিক স্থিতি এই ব্রতে একান্ত অপেক্ষণীয়, ইহা কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন ?

এই স্থলে শক্তের পক্ষে দুই দিন উপবাস ও অশক্তের পক্ষে পরদিনে উপবাস ব্রত বিধান করিয়া থাকেন ;—

একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যাস্তু পরে হ্যহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥ ২৫২

একাদশী বিশুদ্ধা অর্থাৎ উপবাস যোগ্যা হইলে আর পরদিনে দ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত হইলে শক্ত ব্যক্তির পক্ষে দুইটী উপবাস বিধেয়। তবে যে

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—

পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ ভোজনম্।
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যা দ্ব্রতান্তরম্॥
(১৫শ বিলাস দিগ্‌দর্শনী ২৫৮।)

"পারণাই ব্রতের অন্ত জানিবে অর্থাৎ পারণা পর্য্যন্ত করা হইলেই ব্রত সমাপ্ত হয়, ব্রতের অন্ত অর্থাৎ পারণা যে দিনে ঐ ব্রতান্ত দিনে (পারণাহে) ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। পূর্ব্বারব্ধ ব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিবেই না।

এই যে দুই উপবাস নিষেধক বচন রহিয়াছে তাহার এস্থলে কোনও বাধকতা নাই।"

যথা ভবিষ্য পুরাণে—

একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদু ভয়ো র্দেবতা হরিঃ॥ ২৫২

একাদশীতে উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। ইহাতে বিধিলোপ হয় না, যেহেতু এক শ্রীহরিই উভয় তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং সমর্থ ব্যক্তি দুই দিনেই উপবাস করিবেন।

অশক্ত স্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে বৈকাদশী দিনে।
উপবাসং বুধঃ কুর্য্যা চ্ছ্রবণ দ্বাদশী দিনে॥ ২৫২

দুই উপবাসে অসমর্থ বিচক্ষণ ব্যক্তি, না হয় একাদশী দিনে ভোজন করিবেন, শ্রবণ দ্বাদশী দিনে অবশ্যই উপবাস করিবেন।

এইরূপে শক্তাশক্ত ভেদে ব্যবস্থাপক স্মার্ত্ত মহাশয় কারিকা দ্বারা নিজমত

অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীনারদীয় পুরাণের যে তিনটী বচন প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন গ্রন্থকার তাঁহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনো ঽপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো ঽপ্যহুতো ঽপি সন্।
এব মেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ব বাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ২৫২

মানব শ্রীবিষ্ণুদৈবত শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত পবিত্রতাকারিণী দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া একাদশী ব্রত জন্য পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

যেমন বাজপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে কর্ম্মহীন ব্যক্তি ও অস্নাত হউক, অহুত হউক, সমস্ত ফল লাভ করে।

তদ্রূপ একাদশী পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীর উপবাস জনিত সমস্ত পুণ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার শ্রীপাদ দুই দিনে উপবাসের বিধান করেন নাই, তাঁহার মতে শক্ত ও অশক্ত উভয়েই একদিনে উপবাস করিবে।

তথাহি তৎকৃত কারিকা—

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যা দুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥ ২৫১

অস্য দিগ্দর্শনী—শ্রবণ নক্ষত্রযুক্তা যদি দ্বাদশী স্যা তদা শক্তৈ রশক্তৈশ্চ সর্ব্বৈ রেব দ্বাদশ্যে বোপোষ্যা। যদি বৈকাদশী শ্রবণান্বিতাস্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি, তদা সর্ব্বৈ রেকাদশ্যে বোপোষ্যা। যদি চ তিথিক্ষয়াৎ * তত্রয়ং দ্বাদশ্যেকাদশী শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং একস্মিন্নেব দিনে অন্যোন্য মিলিতং স্যাৎ,

* অহোরাত্র ব্যাপিনী তিথিকেই সম্পূর্ণা বলা হইয়াছে। সম্পূর্ণা তিথি দ্বয়ের পরস্পর মিলন একান্ত অসম্ভব। এক তিথির নির্দ্দিষ্টকালে অপর তিথির উপস্থিতিকেই সংযোগ বা মিশ্রণ ইত্যাদি বলা যায়, কিন্তু উহা তিথি ক্ষয় ভিন্ন সম্ভবপর নহে। কাজেই একাদশী ও দ্বাদশী অন্যতরের ক্ষয় ভিন্ন পরস্পর মিলিত হইতে পারে না।

তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলো নাম যোগঃ, বিষ্ণু দৈবতানাং ত্রয়াণা মেব তেষা মেকত্র শৃঙ্খলাবদ্ গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ সএবোপোষ্যঃ।

যদি দ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে শক্ত ও অশক্ত সকলেই দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। আর যদি কেবল একাদশীই শ্রবণাযুক্ত হয়, দ্বাদশীতে শ্রবণা না থাকে, তবে শক্ত ও অশক্ত সকলেই একাদশীতে উপবাস করিবে। আর তিথি ক্ষয়হেতু দ্বাদশী, একাদশী ও শ্রবণা এক দিনে পরস্পর মিলিত হইলে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলে। একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণা, এই তিনেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু, বিষ্ণুদৈবত এই তিনের একত্র শৃঙ্খলার মত গ্রন্থন হয় বলিয়া ইহার নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল, অতএব ইহাতেই উপবাস করিবে।

"অথ শ্রবণদ্বাদশী ব্রত নির্ণয়ঃ" ইত্যাদি উপক্রমে প্রথমেই শক্তাশক্ত সকলেই যে. শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী অথবা তদভাবে শ্রবণাযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবেন, এইরূপে নিজমত প্রদর্শনপূর্ব্বক পরে—

একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যা স্তু পরে হহনি।
শ্রবণে সতি, শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥

ইত্যাদি—কারিকার উল্লেখ দ্বারায় শক্তের দুই উপবাস ও অশক্তের পরদিনে উপবাস, এইরূপ মতান্তর উপন্যাস করিয়াছেন। শ্রীহরি ভক্তিবিলাসের টীকায় স্বয়ংই এই স্থলে লিখিয়াছেন যে,—

"কেচিচ্চেদ মুপবাস দ্বয়ে প্রাপ্তে সতি অসমর্থ বিষয়ক মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি, তদযুক্তং, বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথা নারদীয়াদি বচনেষত্র শক্তাশক্তাদি বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্ত নির্দ্দেশাচ্চ।২৫২

কেহ কেহ বিশুদ্ধ একাদশীও শ্রবণাদ্বাদশী যুগপৎ উপস্থিত হইলে শ্রবণ দ্বাদশীকে অসমর্থ বিষয়ক বলিয়া "অর্থাৎ অসমর্থের পক্ষে কেবল শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতই কর্ত্তব্য, সমর্থগণ একাদশী ও শ্রবণ দ্বাদশী "উভয়দিনই উপবাস করিবেন" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী (বিজয়া) হওয়ায় বৈষ্ণবগণের শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ দিনে (দ্বাদশী দিনে) উপবাস কর্ত্তব্য, এই কারণে এবং নারদীয় পুরাণাদি বচনে* শক্ত বা অশক্ত এইরূপ বিশেষভাবে নির্দ্দেশ না করিয়া "নরঃ"

* উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণু ঋক্ষেণ সংযুতাম্।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥

৫৯ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই সামান্যভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত ব্যবস্থা সঙ্গত হয় না। (১)

(১) বাজ পেয়ে তথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনো ঽ পি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো ঽপ্যহুতো ঽপি সন্।
এব মেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ব বাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥

ইত্যাদি নারদীয় বচনে,—

"কর্ম্মহীনোঽপি" অস্নাতোঽপি" "অহুতোঽপি" এই 'অপিশব্দ' সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ন কেবলং কর্ম্মহীনোঽপি অপিতু সকর্ম্মাপি।
ন কেবলং অস্নাতোঽপি অপিতুস্নাতোঽপি।
ন কেবলং অহুতোঽপি অপিতু হুতোঽপি।
এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

এখন অর্থ হইতেছে,—বাজপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি সকর্ম্মাই হউক বা কর্ম্ম হীনই হউক, স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, হুতই হউক বা অহুতই হউক, যেমন সমস্ত কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীর উপবাস জনিত সমুদয় পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়।

বাজপেয়ে তথা যজ্ঞে ইত্যাদি বচন দ্বারা যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই দৃষ্টান্তের "অপি" শব্দ দৃষ্টে।

একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।

ইত্যাদি স্থলে "নরঃ" পদে শক্তাশক্ত নর" কল্পনা করা যাইতে পারে, সুতরাং "শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্যনির্দ্দেশাচ্চ।"

এই হেতু ব্যভিচারী হইতেছে। আপাততঃ ব্যভিচার দেখা যায় সত্য, বাস্তবিক ব্যভিচারী হইতেছে না। কারণ

"যদুত্তরশ্রূয়মাণঃ অপিশব্দঃ স তদ্বিরুদ্ধার্থ মেব প্রতিপাদয়তি।"

যাহার পর 'অপিশব্দ' শ্রুত হওয়া যায়, সে তাহার বিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদন করে, এইরূপ ন্যায় আছে।

বাজ পেয়ে তথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনো ঽপি দীক্ষিতঃ
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো ঽপ্যহুতো ঽপি সন্॥

বস্তুতঃ এইরূপ স্থলে একাদশী দিনে উপবাস না করিয়া শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী দিনে (বিজয়া) মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া, ঐ দিনেই উপবাস বিধেয়। পূর্ব্বে অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রকরণে যে বিজয়া মহাদ্বাদশী উল্লিখিত হইয়াছে,† তাহাতে শ্রবণা নক্ষত্রের স্থিতি পরিমাণের নিয়ম অবধারিত আছে, ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সত্ত্বেও "দ্বাদশীতে শ্রবণা যোগে মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া মহাদ্বাদশীতে বৈষ্ণব গণের উপবাস-কর্ত্তব্যতা হেতুক শক্তাশক্ত কল্পনা অযুক্ত" * এই প্রকার ব্যভিচার দুষ্ট 'হেতু' কি কারণে উপন্যস্ত হইল ? ইহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাঁহারা মহাদ্বাদশীব্রতে নক্ষত্রের সমোনাধিকতায় তিথি মানকে অপেক্ষিত মনে করেন, তাঁহাদের মতেও দ্বাদশী আর শ্রবণার যোগ মাত্রেই মহাদ্বাদশী হইতে পারে না। উভয় মতেই শ্রীসনাতন গোস্বামি পাদোক্ত হেতুবাক্য অব্যভিচারী হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যাঁহার

এই স্থলে অপি দ্বারা, "কর্ম্মহীনোঽপি সকর্ম্মাপি, অস্নাতোঽপি স্নাতোঽপি, অহুতোঽপি হুতোঽপি।"

এই বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হইল।

এই দৃষ্টান্তের অপি শব্দ "নরঃ প্রাপ্নোতি" এই "নরঃ" পদকে সম্বন্ধ করিতেছে না।

সুতরাং "শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্য নির্দ্দেশাচ্চ।" এই হেতু ব্যভিচারী হইতেছে না।

সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো হপ্য হুতোঽপি সন্।

এই দৃষ্টান্ত—

পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।

ইহার সহিত। "ফলং প্রাপ্নোতির" দৃষ্টান্ত, পুণ্যং প্রাপ্নোতির সঙ্গে।

আরও একটী হেতু দেওয়া হইয়াছে—

"বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণ যোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ"

বৈষ্ণবের সম্বন্ধে দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া তাহাতেই উপবাস করিবে।"

এই দুইটী হেতু দ্বারা শক্তাশক্ত ব্যবস্থা নিরাস করা হইয়াছে।

† ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

* তদযুক্তং বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।

প্রতি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজমুখে আদেশ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণের আবশ্যক কৃত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, সেই লোকাতীত মহাত্মার বাক্যে কখনও ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই ; তত্ত্বলিপ্সু পাঠক সহিষ্ণুতা অবলম্বনে প্রস্তুত বিষয়ের আদ্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে কোন প্রকার অসঙ্গতিই দেখিতে পাইবেন না। প্রাচীন আচার্য্যগণ প্রথমতঃ নানা দোষ সঙ্কুল মত সকল পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া পরিশেষে স্বাভিপ্রেত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। এই রীতি * অনুসারেই শ্রীপাদ গ্রন্থকার উপবাস দ্বয় বিধায়ক পক্ষ পূর্ব্বে উপন্যাস করিয়া অসঙ্গত বোধে পুনরায় এইরূপ— পক্ষান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন।

যথা তৎকৃত কারিকা—

অল্পো ঽপি অনয়ো র্যোগো ভবে ত্তিথিভয়ো র্য দি।
উপাদেয়ঃ স এব স্যা দিত্যত্রোপবসে দ্বুধঃ ॥ ২৫২

প্রস্তাবিত দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্রের যদি অল্পমাত্রও যোগ হয়, তবে উহাই উপাদেয় অর্থাৎ মহাদ্বাদশীত্বে গ্রাহ্য ; এইহেতু এই দিনেই মহাদ্বাদশী গুণাভিজ্ঞ ব্যক্তি উপবাস করিবেন।

তথাচ শ্রবণাদ্বাদশীং প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তম্—

তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগো যদা চৈব নরাধিপ !
দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ ॥ ২৫২

(শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণে নারদীয় পুরাণে এই বচন কথিত হইয়াছে।) যদি তিথি ও নক্ষত্রের যোগ দুই কলা অর্থাৎ অতি অল্প সময়ও লাভ হয়, তবে ঐ দুই কলাকেই অষ্টযামিক অর্থাৎ অহোরাত্র ব্যাপী বলিয়া জানিবে।

কলাদ্বয় কালব্যাপী দ্বাদশী ও শ্রবণার সংযোগ হইলে অষ্টপ্রহর ব্যাপী সংযোগ জ্ঞান করিবার জন্য নারদীয় পুরাণের বচন প্রদর্শনপূর্ব্বক গোস্বামিপাদ যে আদেশ করিয়াছেন (অল্পোঽপি অনয়োর্যোগঃ ইত্যাদি কারিকা)। ইহার কারণ এই যে, শ্রবণানক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন অষ্ট প্রহর ব্যাপী হইলে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, পরে অথবা সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইলেও প্রাগুক্ত বিজয়া মহাদ্বাদশী লক্ষণের ব্যাপ্তি অথবা লক্ষ্য অতিক্রম

পূর্ব্ব পূর্ব্বাতু যা ব্যাখ্যা পূর্ব্বপক্ষতয়া মতা।
সর্ব্বান্তিমা তু বিজ্ঞেয়া স্বসিদ্ধান্ততয়া পুনঃ ॥

করিতে পারে না। প্রস্তাবিত ব্রতে পূর্ব্বোল্লিখিত বিজয়া মহাদ্বাদশী লক্ষণ সঙ্গমন উদ্দেশ্যেই নারদীয় পুরাণে দ্বিকল সংযোগেও অষ্টযামিক সংযোগের অতিদেশ * করা হইয়াছে। এই অতিদেশ বচন (সজ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ) অনুসারে শ্রবণা ও দ্বাদশীর যোগমাত্রেই বিজয়া মহাদ্বাদশীর অবশ্যম্ভাব রহিয়াছে; সুতরাং পূর্ব্ব উপন্যস্ত (দ্বাদশ্যাং শ্রবণা যোগে মহাদ্বাদশীত্বেন ইত্যাদি) হেতু বাক্যে ব্যভিচার সম্ভাবনার অবসর নাই।

সম্প্রতি ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদি বৈষ্ণবগণের শক্ত ও অশক্ত, প্রত্যেকেরই এমত স্থলে একাদশী ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীগোস্বামিপাদের অভিপ্রেত হয়, তবে ব্রতদ্বয় বিধায়ক ভবিষ্য পুরাণ বচন † নির্ব্বিষয় হইয়া যায়। কিন্তু শক্তাশক্ত ভেদে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলেই ভবিষ্য বচন ও নারদীয় বচনের ‡ সার্থকতা উপলব্ধি হয়। ফলতঃ শ্রীমহাদ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠায়ী বৈষ্ণবগণ উক্ত ভবিষ্যবচনের লক্ষীভূত নহেন; বৈষ্ণবেতর ও কাম্য ব্রত পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত বচন অভিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে একাদশী ও মহাদ্বাদশী নিত্য কর্ত্তব্য হইলেও মহাদ্বাদশীর উপস্থিতিতে একাদশী মহাদ্বাদশীর অন্তর্ন্নিবিষ্ট হয় বলিয়া মহাদ্বাদশী ব্রতে একাদশীর পৃথক্ কর্ত্তব্যতা থাকে না; এই বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ¶ অতএব একাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশীর ব্রতোপস্থিতিতে বৈষ্ণবগণের একাদশী ত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীর উপবাস প্রমাণ সিদ্ধ ও শিষ্টজন সমর্থিত বলিয়া উপবাস দ্বয় প্রতিপাদক ভবিষ্য বচন (একাদশীমুপোষ্যৈব ইত্যাদি) বৈষ্ণব বিষয়ক নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবেতর ব্যক্তির

* অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপণ মতিদেশঃ।
যথা ইণ বদিক্। ইতি মুগ্ধবোধটীকায়াং দুর্গাদাসঃ।
ভূধাতুবৎ। কলাপঃ।
প্রকৃতাৎ কর্ম্মণোযস্মাৎ তৎ সমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মো হ্যতিদিশ্যতে যেন সো হ্যতিদেশ ইতিস্মৃতঃ॥

† একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যা দুভয়ো র্দেবতা হরিঃ॥ ভবিষ্যবচনম্।

‡ উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ নারদীয় বচনম্

¶ ৩৮।৩৯ পৃষ্ঠায় অষ্ট মহা দ্বাদশী প্রকরণ দেখুন।

পক্ষে মহাদ্বাদশীর নিত্যতা নাই, কিন্তু একাদশীর নিত্যতা ও কাম্যতা উভয়ই আছে। শ্রাবণা দ্বাদশী ব্রত বৈষ্ণবেতরের পক্ষে কাম্যব্রত, ইহার নিত্যতা নাই। এই কারণে বৈষ্ণবাতিরিক্ত সমর্থ ব্যক্তি নিত্যব্রত একাদশীর অনুষ্ঠান করিয়াই কাম্য শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস করিবেন, এক শ্রীহরি উভয় দিনেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিধি লোপ হইবে না, এইরূপে ভবিষ্যপুরাণ বচনের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ দ্বাদশীতে শ্রাবণা যোগে একাদশীতে যে উপবাস করিতে নাই আর দ্বাদশীতে শ্রবণাযোগাভাবেই যে, একাদশী উপোষণীয়া, ইহা নারদীয় পুরাণে অভিব্যক্ত আছে।

তথাহি

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদো পোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা ॥ ২৫৩
ক্বচিদিতি। রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েপীত্যার্থঃ। ২৫৩
ইতি দিগ্দর্শনী। ২৫৩।

যদি কোন সময়ে অর্থাৎ দিবা কিম্বা রাত্রিতে যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের প্রাপ্তি না হয়। তখন শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে। *

নারদীয় পুরাণোক্ত এই বচনে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীর অভাবকালে শ্রবণান্বিত একাদশীর উপোষ্যত্বে বিধান দ্বারা ব্যতিরেক মুখে ইহাই বলা হয় নাই কি যে, দ্বাদশী শ্রবণা যুক্ত হইলে তৎপূর্ব্ব দিন অর্থাৎ একাদশী দিনে উপবাসের

---

* কেহ কেহ, "উত্তরাষাঢ়াযুক্ত দ্বাদশীতে দিবারাত্রি যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে যথোক্ত লক্ষণ বা প্রকৃত বিজয়া হইতে পারে না।" ইহাকে বিজয়া মহাদ্বাদশী স্বীকার করিলে নবত্ব ঘটে ও অষ্টত্বের হানি হয়" এইরূপ বলিয়া থাকেন।

তাহার উত্তর,—দ্বিকালো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ।

ইত্যাদি বচন দ্বারা দ্বিকলার অষ্ট যামিকত্ব স্বীকার করায় উত্তরাষাঢ়াযুক্ত দ্বাদশীতে শ্রাবণা যোগে যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া বা প্রকৃত বিজয়ার অতিদেশ করা হইয়াছে। অতএব শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া; সে প্রকৃত বিজয়ার অন্তর্নিবিষ্ট। সুতরাং নবত্ব ঘটে না, অষ্টত্বেরও হানি হয় না। অষ্টমহা দ্বাদশী মধ্যেই পরিগণিত হয়। ইহা বিজয়ার ভেদ মাত্র।

আবশ্যকতা নাই। একাদশী ব্রত আবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া শ্রবণা যোগে বা তদভাবে ও সর্ব্বদাই অনুষ্ঠেয়, তথাপি "দ্বাদশীতে শ্রবণা যোগের অভাব হইলে তখন শ্রবণা যুক্ত একাদশী উপোষ্য" মূলে "তদা" এই শব্দের প্রয়োগ করাতেই দ্বাদশীতে শ্রাবণাযোগে একাদশী ব্রতের আবশ্যকতা স্পষ্টতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্দ্বারাও বৈষ্ণবগণের একদিন উপবাস সমর্থিত হইয়াছে।

বিষ্ণু পুরাণে

যাঃ কাশ্চি ত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।
তা স্বেব ত দ্ব্রতং কুর্য্যাৎ শ্রবণ দ্বাদশীং বিনা॥ ২৫৪

যাঃ কাশ্চিদিতি। যেন কেন চি ন্নক্ষত্র বিশেষ যোগেন যাঃ কাশ্চি ত্তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ তাস্থ য দ্বিহিতং ব্রতং ত ত্তাস্বেব কুর্য্যাৎ, ন তিথ্যন্তরে তত্তনক্ষত্র যুক্তে। যথা ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যর্ক্ষেণ যুক্তা গোবিন্দদ্বাদশী নাম তস্যা মুপবাস ব্রতং বিহিতং তস্যা মেব কুর্য্যা ন্নচপুষ্যান্বিতায়া মেকাদশ্যাং। এবং নিয়ম শ্চ শ্রবণ দ্বাদশীং বিনা। শ্রবণ দ্বাদশীব্রত স্তু শ্রবণৈকাদশ্যা মপি ভবতীত্যর্থঃ। ইতি দিগ্দর্শনী। ২৫৪।

যে কোন কোন নক্ষত্র বিশেষ যোগে যে কোন কোন তিথি পুণ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই সকল নক্ষত্র যুক্ত তিথিতে যে সকল ব্রত বিহিত হইয়াছে, তাহা সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত তিথিতেই করিবে; সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত অন্য তিথিতে করিবে না।

যেমন ফাল্গুনী শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা হইলে গোবিন্দ দ্বাদশী নামে অভিহিতা হয়, তাহাতে যে উপবাস ব্রত বিহিত হইয়াছে, তাহা তাহাতেই (গোবিন্দ দ্বাদশীতেই) করিবে, পুষ্যান্বিত একাদশীতে করিবে না।

এই নিয়ম শ্রবণা দ্বাদশী ভিন্ন, শ্রাবণাদ্বাদশী ব্রত শ্রবণৈকাদশীতেও হইবে।

যদি দ্বাদশীতে দিবারাত্রি যে কোন সময়েই শ্রাবণার যোগ না হয়, একাদশীতেই শ্রবণার যোগ হয়, তবে একাদশীতেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত হইবে। আর যদি দিবা রাত্রি যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে শ্রাবণার যোগ হয়, একাদশীতে শ্রবণা না হয়, তবে দ্বাদশীতেই শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত হইবে।

এই নিমিত্ত শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত বিকল্প, ব্রত বিকল্প বলিয়া বৈষ্ণবের দুই উপবাস কর্ত্তব্য নহে। দুই উপবাস করিলে বিকল্পত্বের হানি হয়।

মৎস্য পুরাণে—

উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিং ॥

"শ্রবণাযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরির পূজা করিবে।"

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে,—ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ মাত্রেই শ্রবণাদ্বাদশী বা অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হয়, কিন্তু শ্রবণা ও শুক্লাদ্বাদশীর যথোক্ত লক্ষণ যোগ বিশেষেই প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশী হইয়া থাকে। এতদুভয়েরই (প্রকৃত বিজয়া ও অতিদিষ্ট বিজয়ার) ভাদ্রমাস ব্যতীত সম্ভাবনা নাই। আলোচ্যমান শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণের রীতি অনুসারে শুক্লাদ্বাদশী ও শ্রবণার স্পর্শ মাত্রেই বিজয়া মহাদ্বাদশীর সম্ভাবনা থাকায় "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি নিয়মানুযায়ী যোগে বিজয়া মহাদ্বাদশীর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে অথচ প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশীর নির্ব্বিষয়তাপত্তি হয়। শ্রবণাদ্বাদশীর ইতরস্থলে অর্থাৎ কেবল মলভাদ্রে যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপযোগ কল্পনার সুযোগ ও সুদূর পরাহত। যদিও শ্রবণা দ্বাদশী মাসকৃত্য, বামন দেবের প্রাদুর্ভাব হেতু বিশুদ্ধ মাসেই কর্ত্তব্য, কিন্তু জয়া প্রভৃতির অন্যতম বিজয়া মহাদ্বাদশী তিথিকৃত্য, ইহাতে মাস বিশেষের নিয়ামকতা নাই বলিয়া মলভাদ্রেও তাদৃশ যোগ হইলে বিজয়া মহাদ্বাদশী হইতে পারে, তথাপি কেবল মলভাদ্রেই তাহার বিষয় কল্পনা শ্রীমদ্ গোস্বামিপাদের অনভিপ্রেত। যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া ব্রতের উপসংহারে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাদৃশ কল্পনাকারীর একদেশ দর্শিতা প্রতিপন্ন হয়।

তথাহি গ্রন্থকৃতাং কারিকা

ভাদ্রেমাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যা দ্বিজয়াব্রতম্।
তদা সর্ব্বব্রতেভ্যো হস্য মহাত্ম্য মতিরিচ্যতে॥

(১৩শ বি, ১৬০)

কাল বিশেষে চাস্য ব্রতস্য ফল বিশেষং লিখতি—ভাদ্র ইতি, তদানীং শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভাবাৎ। ইতি দিগ্দর্শনী ১৬০।

"যদি ভাদ্র মাসে বুধবারে বিজয়া ব্রত হয়, তাহা হইলে অন্য সকল ব্রত অপেক্ষা এই ব্রতের মহাত্ম্য অতিরিক্ত অর্থাৎ অতিশয়িত হয়।"

"গ্রন্থকার "ভাদ্রেমাসি" ইত্যাদি কারিকা দ্বারা সময় বিশেষে এই বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রতের ফল বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, ভাদ্রমাসের বুধবারে বিজয়া

যোগে শ্রীবামনদেবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই সেই সময়ে ব্রতের উৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।"

শ্রীগোস্বামিপাদের কারিকাও তত্তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশক টীকা বাক্যের আলোচনা করিলে কি ইহাই প্রতীত হয় না যে, বিশুদ্ধ ভাদ্রেই প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশী সমধিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতাদৃশ স্পষ্টোক্তি সত্ত্বেও কেবল মলভাদ্রে বিষয় কল্পনা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী সুধীগণই বিবেচনা করিবেন।

এইক্ষণ আমরা প্রস্তাবিত শ্রবণাদ্বাদশী ও পূর্ব্ব নির্ণীত বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্বতন্ত্রতাও সার্থকতা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব।

শুক্লাদ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ মাত্রেই শ্রবণা দ্বাদশী হয়, প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল বা দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল, এই শ্রবণা দ্বাদশীরই উৎকৃষ্টতর অবস্থাভেদে নামান্তর মাত্র এবং বিষ্ণুশৃঙ্খলের অসম্ভাবনাতেই একাদশী স্পর্শ শূন্য শ্রবনাযুক্ত দ্বাদশী (অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া) আদরণীয়। এই শ্রবণা দ্বাদশীর অবস্থাবিশেষ প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিনে প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশীর সম্ভাবনা আছে, উক্তবিধ স্থলেই অতিদিষ্ট বিজয়া ও যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া, উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পরিলক্ষিত হয় এবং এই ব্রতদ্বয়ের (বিষ্ণুশৃঙ্খল ও প্রকৃত বিজয়ার) উপর্য্যুপরি উপস্থিতিতে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল নামক শ্রবণা দ্বাদশী (অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া) অতিক্রম করিয়া পরদিনে প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করা সুসঙ্গত। বিজয়া মহা-দ্বাদশী ও বিষ্ণুশৃঙ্খল, এই উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিষয় বিস্তৃত, যে হেতু উহা বিজয়া মহাদ্বাদশীর অসম্ভাবনাতেও সঙ্ঘটিত হইতে পারে। অতএব বিজয়া মহাদ্বাদশীর অনুপস্থিতিতেই বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ সম্মাননীয়। পরন্তু বিজয়া মহাদ্বাদশীর বিষয় সংকীর্ণ অথচ বিষ্ণুশৃঙ্খলের অসম্ভাবনাতে উহার সম্ভাবনা থাকিলেও তৎকালে স্বতন্ত্রতা বা সার্থকতা দেখা যায় না।

যখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দ্বাদশীর প্রবৃত্তি হয় ও সূর্য্যোদয়ের সময়ে শ্রবণা নক্ষত্র আরব্ধ হয় তখন, অথবা যদি শ্রবণানক্ষত্র সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়া অহোরাত্রব্যাপী হয় বা বর্দ্ধিত হয় আর দ্বাদশীর সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্তি হয়, তখন বিষ্ণুশৃঙ্খলের সম্ভাবনা থাকে না সত্য, কিন্তু বিষ্ণুশৃঙ্খলের এইরূপ অসম্ভাবনাতেও বিজয়া মহাদ্বাদশীর সম্ভাবনা থাকিলেও স্বতন্ত্রতা বা সার্থকতা রক্ষিত হয় না, যে হেতু উল্লিখিত অবস্থায় পরদিনে দ্বাদশীর নির্গম না হইলে

"শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণম্ ॥"

ইত্যাদি শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত বিবায়ক বচন অনুসারেই ব্রত সিদ্ধ হইতে পারে। আর পারণ দিনে দ্বাদশী নিষ্ক্রান্ত হইলে

"দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত নচৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলীতু ভৃগুশ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী ॥"

ইত্যাদি বচন অনুসারে বঞ্জুলীতেই অন্তর্ভাব হয়। কাজেই বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিষয় পরিহারে বিজয়া মহাদ্বাদশীর পৃথক্ সত্তার আবশ্যকতা দেখা যায় না। অতএব বিষ্ণুশৃঙ্খলের সম্ভাবনাতেই কেবল স্বপ্রধানভাবে যথোক্ত লক্ষণান্বিত বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপস্থিতি হয় বলিয়া কেবল প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরিত্যাজন উদ্দেশ্যেই যে, এই মহাদ্বাদশী উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা চিন্তাশীল মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ফলতঃ যখনই স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া (অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া বা বঞ্জুলীতে অন্তর্ভূত না হইয়া) প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে, তখনই তাহার পূর্ব্বদিনে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ নিশ্চয়ই হইবে। যদি তাদৃশ লক্ষণান্বিত বিজয়ার উপস্থিতিতে ও বিষ্ণুশৃঙ্খলের সমাদর করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত বিজয়া মহাদ্বাদশীর পৃথক্ উক্তির বৈয়র্থ্যাপত্তি অনিবার্য্য।

এই কারণে বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপস্থিতিতে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ অনাদরণীয় এবং বিজয়ার অসম্ভাবনাতেই সম্মাননার্হ।

পাঠক, এই ব্যবস্থা আমাদের স্বীয় তর্কনিষ্ঠা প্রসূত মনে করিয়া অবহেলা করিবেন না, পরম কারুণিক শ্রীমদ্ গোস্বামিপাদই এইরূপ দিশা দেখাইয়াছেন—

"ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদিস্যা দ্বিজয়া ব্রতম্।
তদা সর্ব্বব্রতেভ্যো হস্য মহাত্ম্য মতিরিচ্যতে ॥"

এই কারিকা বলেই উক্তবিধ মীমাংসা সুধীগণের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। বলা বাহুল্য, বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিষয় পরিহারে শ্রবণা ও দ্বাদশী যোগে, হয় শ্রবণা-দ্বাদশী, না হয় বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিত, সুতরাং মহাদ্বাদশী প্রকরণে স্বতন্ত্রভাবে বিশুদ্ধ ভাদ্রে যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া মহাদ্বাদশী যে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের উপমর্দ্দন উদ্দেশ্যেই নিরূপিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল।

মাৎস্যে—

দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশে দেকাদশীংযদা।
স এষ বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খল সংজ্ঞিতঃ॥
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভাম্॥ ২৫৫

যদি এক অহোরাত্রের মধ্যে শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করে, তবে উহা বিষ্ণুশৃঙ্খল নামে অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য সম্পন্ন বিষ্ণুদৈবত যোগ হয়। মানব ঐ দিনে বিধিমত উপবাস করিলে পাপশূন্য হইয়া উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করে।

একাদশীপদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে।
অন্যথা দ্বাদশী স্পর্শ স্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥ ২৫৫

অর্থ। "দ্বাদশী শ্রবণ স্পৃষ্টা স্পৃশে দেকাদশীং যদা।"

এইস্থলে একাদশী পদে একাদশীর অহোরাত্রের গ্রহণ। একাদশীর অহোরাত্র মধ্যে শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করিলে বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। অর্থাৎ প্রথম একাদশী পরে দ্বাদশী এই দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ। ইহা স্বীকার না করিলে একাদশীর সহিত দ্বাদশীর যোগ সর্ব্বদাই থাকিবে।

পূর্ব্বে কারিকায় বলা হইয়াছে,—

"বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি।"

একদিনে একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণা এই তিনের পরস্পর মিশ্রণে বিষ্ণু-শৃঙ্খল যোগ হয়। অর্থাৎ শ্রবণ স্পৃষ্টা একাদশী দ্বাদশীকে স্পর্শ করিলে বিষ্ণু-শৃঙ্খল হয়। প্রথম শ্রবণা একাদশীকে স্পর্শ করিয়া পরে দ্বাদশীকেও স্পর্শ কবিয়াছে। ইহাও পরস্পর সংমিশ্রণ।

প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগের—পরদিন দ্বাদশী এবং শ্রবণাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উভয়দিনেই অতি দিষ্ট বিজয়া হয়, তখন দুই উপবাস কি এক উপবাস হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর,—শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতে যখন পারণার বিধান রহিয়াছে তখন বিষ্ণু শৃঙ্খলের পরদিন শ্রবণাদ্বাদশীতে উপবাস হইবেই না।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল

এই বিষয়ে স্মার্ত্তমতও প্রদর্শিত হইতেছে।

তিথি তত্ত্বে, শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণয়ে

উভয়দিনে তল্লাভে তু একাদশীযুতা গ্রাহ্যা।

যুগ্মাৎ,

দ্বাদশীচ প্রকর্ত্তব্যা একাদশীযুতা বিভো।
সদা কার্য্যাচ বিদ্বদ্ভি র্বিষ্ণুভক্তৈশ্চ মানবৈঃ॥

ইতি স্কান্দাচ্চ।

উভয় দিনে শ্রবণা লাভ হইলে একাদশীযুক্ত কর্ত্তব্য, তাহার এক কারণ যুগ্ম, এবং বিষ্ণুভক্ত পণ্ডিত মানবগণের সর্ব্বদা একাদশীযুক্ত দ্বাদশীই কর্ত্তব্য। অন্য কারণ এই স্কান্দবচন।

তিথি তত্ত্বের টীকাকার কাশীরাম বাস্পতিবলেন, দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে শ্রবণা হইলে এবং দ্বাদশী শ্রবণাযুক্ত হইলে দুই উপবাস কর্ত্তব্য নহে।

একাদশীও দ্বাদশী যুগ্ম তিথি, এই স্থলে দ্বাদশীযুক্ত একাদশী গ্রাহ্য।

তথাহি শূল পাণিধৃত ভবিষ্যপুরাণে—

উপবাস দিনে রাজন্ শ্রবণা সম্ভবে দযদি।
একাদশ্যা মুপ বসে দ্দ্বাদশ্যাংন কদাচন॥

একাদশী এবং দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে একাদশীতে উপবাস করিবে দ্বাদশীতে কখনও করিবে না।

প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের পরদিনে যদি যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া অর্থাৎ প্রকৃত বিজয়া হয়, অথবা বঞ্জুলী হয়, তবে বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া পরদিন শ্রবণাদ্বাদশীতেই উপবাস হইবে। ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী পারণ যোগ্য কাল থাকিলে দ্বাদশীতে পারণ হইবে, নচেৎ ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে।

বস্তুতঃ দ্বাদশী ও শ্রবণার অত্যল্প সংযোগেও অষ্টযামিকতা স্বীকৃত হইয়াছে —বলিয়া উল্লিতমৎস্য পুরাণ বচনের সহিত শ্রীমদ্ গ্রন্থকারের অসামঞ্জস্যনাই

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

একাদশী দ্বাদশীচ বৈষ্ণব্য মপি তদ্‌ভবেৎ।
তদ্‌ বিষ্ণু শৃঙ্খলং নাম বিষ্ণু সাযুজ্যকৃ ভবেৎ।
তস্মি ন্নুপোষণাদ্‌ গচ্ছেচ্ছে্বত দ্বীপ পুরংধ্রুবম্‌॥ ২৫৫
দ্বাদশ্যা মুপবাসো হ্যত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্‌।
নিষিদ্ধ মপি কর্ত্তব্য মিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ ২৫৬

যদি একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহার নাম বিষ্ণু শৃঙ্খল, এই যোগ উপবাস ব্রতাবলম্বী জনগণের বিষ্ণুসাযুজ্যপ্রদ হয়। ঐ দিনে উপবাস করিলে নিশ্চয়ই শ্বেতদ্বীপপুরে (বৈকুণ্ঠ) গমন করিবে। এই যোগে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

মৎস্য পুরাণে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ—

"একাদশ্যা মুপোষৈব দ্বাদশ্যাং পারণ স্মৃতং।
ত্রয়োদশ্যাং নতৎ কার্য্যং দ্বাদশ দ্বাদশীক্ষয়াৎ॥

একাদশীতে উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে পারণ করিবে, ত্রয়োদশীতে করিবে না, কারণ ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে দ্বাদশ দ্বাদশী ক্ষয়জনিত পাপ হয়। এই মৎস্য পুরাণাদি বচনানুসারে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ হইলেও শ্রবণা দ্বাদশীতে এবং এই দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে *।

ত্রয়োদশীতেই পারণ করিবে, পরমেশ্বরের ইহাই আজ্ঞা; যেহেতু দ্বাদশী বল্লভ ভগবানের দ্বাদশী ব্রত একান্ত প্রিয়।

যোগো হ্যয় মন্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লভ্যতে।
দ্বাদশ্যা মুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ॥ ২৫৭ (১)

এই বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইতে বিভিন্ন, দ্বাদশীক্ষয় হইলেই এই প্রকার যোগ হয়, অর্থাৎ যদি একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগ হয় অথচ পরদিনে দ্বাদশীর নিষ্ক্রম না হয়, কিম্বা এক দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও

মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

* শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণং॥

(১) ত্রিস্পৃশায় শ্রবণার যোগ দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল।

শ্রবণাদ্বাদশী ও বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ কাল।

ত্রয়োদশী, আর ঐ একাদশী বা দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হয়, তবেই উহা দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল নামে সংজ্ঞিত হইবে। দ্বাদশীতে উপবাস ও কেবল ত্রয়োদশীতেই পারণের বিধান থাকাতেই গ্রন্থকার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রবণাদ্বাদশী ও দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ কাল।

শ্রবণা দ্বাদশী ও দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল ব্রতে পারণ কাল নির্দ্ধারণ করা হইতেছে।

"অথ তত্র পারণাকাল নির্ণয়ঃ, সচ ব্রত বিকল্পে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে চ স্পষ্ট এব, কেবল শ্রবণ নিষ্কর্ষেতু ন তদাদরঃ, তিথি নক্ষত্র সংযোগ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণেভ্যঃ।" (২৬১)

ব্রত বিকল্প—অর্থাৎ শ্রবণ দ্বাদশী এবং দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খলে ত্রয়োদশী তিথিই পারণ কাল বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট আছে। বক্ষ্যমাণ ২৬৩ অঙ্কে উদ্ধৃত "তিথি নক্ষত্র সংযোগে" ইত্যাদি বচনানুসারে পারণ দিনে কেবল শ্রবণার নিষ্ক্রান্তিতে তাহার (অর্থাৎ শ্রবণার) আদর নাই, শ্রবণার মধ্যেই পারণ করিবে।

বাস্তবিক শ্রবণা দ্বাদশীর পারণ দিনে দ্বাদশীর নিষ্ক্রম কদাপি সম্ভবপর নয় বলিয়া শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যে ও ত্রয়োদশীতে পারণার বিধান করা হইয়াছে। এই ব্রত পারণা দিনে কেন দ্বাদশী থাকিবে না, তাহার যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রবণা দ্বাদশীতে যদি দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে কিম্বা পরে আরব্ধ হইবে, আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইলে দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে সমারব্ধ হইবে। দ্বাদশীও শ্রবণা, দুইই উদয়ের পূর্ব্বে আরব্ধ হইলে ঐ দিন একাদশী সংযোগ অপরিহার্য্য বলিয়া একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা, এই ত্রিতয়ের যোগে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে, কাজেই এই অবস্থায় শ্রবণ দ্বাদশীর অবসর থাকে না।

একাদশী দিনে দ্বাদশী সংযোগ হইলে অর্থাৎ উদয়ের পূর্ব্বে দ্বাদশী প্রবৃত্ত হইলে উদয়ের পর কিম্বা সমান সময়ে শ্রবণানক্ষত্রের সমারম্ভ হইবে। তবেই শ্রবণাদ্বাদশী হইতে পারে, তদন্যথায় অর্থাৎ উদয়ের পূর্ব্বে শ্রবণা নক্ষত্র হইলে ঐদিন একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণা, তিনের যোগ হয় বলিয়া প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলেই পরিণত হয়। আর যদি একাদশীর সহিত শ্রবণা সংযুক্ত হইয়া পরদিনে

নির্গত হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে একাদশীর নিবৃত্তি অথবা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে দ্বাদশীর প্রবৃত্তি হইলেই শ্রবণাদ্বাদশীর সম্ভাবনা হয়। কিন্তু এইমত না হইয়া যদি শ্রবণাযুক্ত একাদশী উদয়ের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অহোরাত্রে দ্বাদশী সংযোগে (ত্রিতয় মিলনে) বিষ্ণুশৃঙ্খলই হইয়া যায়। তবে ইহাই অবধারিত হইল যে, শ্রবণ দ্বাদশীতে যে দিন দ্বাদশীর সহিত শ্রবণা সম্মিলিত হইবে, ঐ দিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অথবা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে দ্বাদশীর প্রবৃত্তি আবশ্যক এবং দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইলে শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পরে কিম্বা সমান সময়ে সমারব্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উদয়ের পূর্ব্বে হইলেই বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে। আর দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইলে শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সময়েই উপস্থিত হউক, দ্বাদশীর সহিত সংযোগ মাত্রেই শ্রবণা দ্বাদশী হইতে পারে, এ অবস্থায় ত্রিতয়যোগের (একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণার) সম্ভাবনা না থাকায় বিষ্ণুশৃঙ্খলের অবসর নাই। অতএব দেখা যাইতেছে এই ব্রতে (শ্রবণা-দ্বাদশী দিনে) দ্বাদশী উদয়ের সমান সময়ে অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন সময়েই সমারব্ধ হইবে। যদি ঐ দ্বাদশী পারণ দিনে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা হইলে অহোরাত্র ব্যাপী দ্বাদশীর পরদিনে নির্গমণে বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী হওয়ায় শ্রবণদ্বাদশীর তাহাতেই (বঞ্জুলীতেই) অন্তর্ভাব হয়—আর পৃথক্ সত্তা থাকে না। সুতরং শ্রবণা দ্বাদশীতে পারণাহে দ্বাদশীর অনুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া গ্রন্থকার গোস্বামিপাদ ত্রয়োদশীতেই পারণার অবশ্যম্ভাব প্রতিপাদনার্থে "ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্" এইরূপে অবধারণার্থক "তু" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণকাল।

অনুবৃত্তি দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্ যদি।
তত্রাধিক্যে তিথের্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণম্॥ ২৬১
ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথি মধ্যে হি পারণম্।
দ্বাদশী লঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ॥ ২৬২

পারণ দিনে দ্বাদশী ও শ্রবণা, উভয়েরই অনুবৃত্তি হইলে যদি দ্বাদশী শ্রবণা হইতে অধিক হয়, তবে শ্রবণার অন্তে পারণ করিবে, দ্বাদশী অপেক্ষা নক্ষত্রের

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণকাল।

আধিক্য হইলে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ কর্ত্তব্য, যেহেতু শাস্ত্রকারগণ দ্বাদশী লঙ্ঘন করিলে দোষ হয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

নারদীয়ে

তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো যদাভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তবং যাবন্নৈকস্ত সংক্ষয়ঃ॥ ২৬১
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথিক্ষয়ে ন ভোক্তবং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥ * ২৬৩

হে মহীপাল! যে সময় তিথি নক্ষত্র যোগে উপবাস বিহিত হয়, সেই সময়ে পারণ দিনে যে পর্য্যন্ত তিথি বা নক্ষত্রের একের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভোজন করিবে না। বিশেষতঃ শ্রবণা যোগে যদি তিথি অপেক্ষা শ্রবণা বর্দ্ধিত হয়, তবে তিথিক্ষয় অর্থাৎ দ্বাদশীক্ষয় হইলে যে ভোজন করিতে হইবে এমত নহে, দ্বাদশী মধ্যেই ভোজন করিবে, কিন্তু দ্বাদশীকে অতিক্রম করিবেই না।

যদি পারণ দিনে দ্বাদশীও শ্রবণা উভয়ই রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়িনী হয় আর দ্বাদশী অপেক্ষা শ্রবণা কম হয়, তবে আর রাত্রিতে শ্রবণার অন্তে পারণ করিতে হইবে না, এমত স্থলে দিনেই শ্রবণার মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য, কেন না "ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাৎ" † "রাত্রিতে পারণ করিতে নাই" এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব এই বিষ্ণুশৃঙ্খল বিষয়ে রাত্রিগত দ্বাদশীর অংশ বিচারের বিষয়ীভূত নহে। পারণার সময়াতিক্রমই "বর্দ্ধতে" পদের অর্থ।

সুতরাং রাত্রিগত দ্বাদশীতে নক্ষত্রান্তে পারণ করিলেও প্রকারান্তরে দ্বাদশীর অতিক্রমই করা হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তিথিক্ষয় অর্থাৎ দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে ভোজন করিতে হইবে না, কিন্তু দ্বাদশীতেই ভোজন করিবে। আবার দৃঢ়তার জন্য "দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ" দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিবেই না। এইরূপে পুনরুক্তি করিয়াও "নৈব" এই "এব" শব্দ দ্বারা করিবেই না, এইরূপ দৃঢ়তা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অতএব দ্বাদশীর অনাদর করিবে না

---

* তিথিক্ষয়েণ একাদশীতিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশ্যাং পারয়েদিত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ দ্বাদশীমিত্যাদি। ইতি। তিথ্যাদিতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "তিথি ক্ষয়েণ" এইরূপ তৃতীয়ান্ত পাঠ স্বীকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু নির্ণয়ামৃত কার ও গোস্বামিপাদ দন্ত্য নকার নির্দ্দেশ করিয়া "তিথিক্ষয়ে" এইরূপ সপ্তম্যন্ত পাঠেরই সমর্থন করিয়াছেন।

† ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যা দৃতেবৈরোহিণী ব্রতাৎ।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণকাল।

বরঞ্চ নক্ষত্রের অনাদর বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে দ্বাদশী মধ্যেই পারণা করিবে।

ত্রয়োদশীতেও যে পারণার বিধান রহিয়াছে, তাহা এই প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিষয়ে নহে, দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল ও শ্রবণাদ্বাদশীতেই তাহার আদর এবং অবশ্যম্ভাব। যে হেতু ঐ প্রসঙ্গেই "ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্" (ত্রয়োদশীতেই পারণ) এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু "ত্রয়োদশ্যামপি" (ত্রয়োদশীতেও) এইরূপ না লিখাতেই সেই বাক্যার্থের কোনও দ্বৈধ নাই। বরঞ্চ "ত্রয়োদশ্যান্তু" এইরূপে "তু" শব্দের নির্দ্দেশ করাতে নিশ্চিততাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফলতঃ দ্বাদশীর ক্ষয় হইলেই শ্রবণাদ্বাদশীও দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল ব্রতের সম্ভাবনা হয়, ঐ ঐ যোগেই ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়। কিন্তু পারণ দিনে দ্বাদশীর নির্গম হইলে শ্রবণা দ্বাদশী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল না হইয়া বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বা প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে। প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে দ্বাদশী ও শ্রবণা রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে দিনেই দ্বাদশীও শ্রাবণা মধ্যেই পারণ করিবে।

কাল মাধবীয়ে প্রতিপৎ প্রকরণে

তিথ্যন্তে চৈব ভান্তেচ পারণং যত্র চোচ্যতে।
যামত্রয়োর্দ্ধবর্ত্তিন্যাং প্রাত রেবহি পারণং॥

তিথির অন্তে এবং নক্ষত্রের অন্তে—যে স্থানে পারণের কথা কথিত হইয়াছে। সেই স্থলে তিথি এবং নক্ষত্র তিন যামের তর্থাৎ তৃতীয় প্রহরের ঊর্দ্ধ হইলে প্রাতঃকালেই পারণ করিবে।

তথাহি গৌতমীয়েস্ফুটমেব—

যদৃক্ষং বা তিথি র্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।
দিবসে পারণং কুর্য্যা দন্যথা পতনং ভবেৎ॥ ২৬৩

তিথি ও নক্ষত্র ঘটিত ব্রতে পারণ দিনে তিথি ও নক্ষত্র, উভয়ই রাত্রি পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ যাহাতে প্রকৃত মহাদ্বাদশী লক্ষণের অনুপ্রবেশ না হয়, তেমনভাবে স্থিত হইলে তিথি ও নক্ষত্র মধ্যে দিবসে পারণ করিবে। এই অবস্থায় দিনে পরাণ না করিয়া নক্ষত্রের অল্পতা থাকিলে নক্ষত্রান্তে তিথি মধ্যে রাত্রিতে পারণ করিলে দ্বাদশী লঙ্ঘন এবং রাত্রি পারণ জনিত পাপে উপবাসকারীর অধঃপতন হয়।

বিজয়া

উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিনে দ্বাদশী ও শ্রবণা বিজয়া লক্ষণানুপ্রবেশে অবস্থিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল ত্যাগ করিয়া সমধিক মহাত্ম্যবতী বিজয়াতেই ব্রতোপবাস করিবে।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিনে দ্বাদশী দেড় প্রহর বা দেড় প্রহরের অধিক থাকিলে এবং শ্রবণা ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে যথোক্তলক্ষণ বিজয়া মহাদ্বাদশী অর্থাৎ প্রকৃত বিজয়া হইবে। তখন প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল ত্যাগ করিয়াই বিজয়া মহাদ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ কৃত শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতোপবাস মীমাংসায় দৃষ্টান্ত সহ শ্রবণা দ্বাদশীর ভেদ সকল বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

এখন জন্মাষ্টমী ব্রত বর্ণন করা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণব ব্রতোপবাস মীমাংসায়াং শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত নির্ণয়ো নাম পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ।*

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জন্মাষ্টমী।

(পঞ্চদশ বিলাসে)

শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত নিত্যতা।

স্কন্দ পুরাণে—

যে ন কুর্ব্বন্তি জানন্তঃ কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতম্।
তে ভবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালা মহতি কাননে॥ ১৪৮
বর্ষে বর্ষেতু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতম্।
ন করোতি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালী ভবতি কাননে॥ ১৪৯

হে মহা প্রাজ্ঞ! যে পুরুষ জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান না করে, সে মহারণ্যে সর্প জন্ম প্রাপ্ত হয়।

জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়।

হে মহাপ্রাজ্ঞ! যে রমণী প্রতি বৎসর কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত না করে, সে সর্পী হইয়া বনে জন্মগ্রহণ করে।

রহস্যে—

জন্মাষ্টমী দিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম!
ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয়ঃ। ১৪৩

জন্মাষ্টমী দিন উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি ভোজন করে, হে দ্বিজোত্তম! তাহার সেই অন্ন ত্রিলোকবর্ত্তী সমুদয় পাপের আশ্রয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইত্যাদি বচনে বিশেষরূপে জন্মাষ্টমী ব্রতের নিত্যতা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়।

কারিকা—

কৃষ্ণোপোষ্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা।
নিশীথে ঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞেবাপি নবমীযুতা॥ ১৬২

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে। সেই অষ্টমী রোহিণী যুক্ত হইলে মহাফলা হয়। অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতে উপবাস অপেক্ষা রোহিনী যুক্ত অষ্টমীতে উপবাস ফলাতিশয় জনক হয়, অতএব রোহিণীযোগে ফল-বিশেষে তাৎপর্য্য বলিয়া "মহাফলা" বলা হইয়াছে। নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তা অষ্টমী মহাফলা এবং সোমবার অথবা বুধবারে রোহিণীযুক্তা অষ্টমী মহাফলা ও তাদৃশ অষ্টমী নবমীযুক্তা হইলে মহাফলা হয়।

"ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টম্যাপোষ্যা" ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে, ইহাই বিধি হইবে। নক্ষত্র যোগাদি প্রশস্ততা বোধক। "রোহিনী নক্ষত্র যুক্ত ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে।" পুনর্ব্বার এইরূপ বিধি করা হইলে বাক্যভেদ দোষ উপস্থিত হয়। রোহিণী যোগে ফলাধিক্য বিষ্ণুরহস্যে অভিহিত হইয়াছ—

প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী।
মুহূর্ত্ত মপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা॥ ১৬৩

মুখ্য চান্দ্র শ্রাবণে অর্থাৎ ভাদ্রে কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী যদি মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিয়াও রোহিণীনক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে ঐ অষ্টমীই উপবাস যোগ্য। অথচ উপবাসকারীর মহাফল প্রদায়িনী হয়।

জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়।

ভবিষ্য পুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মে রোহিণীর নিশীথযোগে উৎকর্ষ উদ্ঘোষিত হইয়াছে—

রোহিণ্যা মর্দ্ধরাত্রে চ যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যা মভ্যর্চ্চনং শৌরে র্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজম্॥ ১৬৮

যদি রোহিণী নক্ষত্রের সহিত অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী মিলিত হয়, তবে ঐ অষ্টমীতে ভগবানের অর্চ্চনা অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক জন্ম মহোৎসব সম্পাদিত হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মগত যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

জন্মাষ্টমী রোহিনী নক্ষত্র, বুধবার, সোমবার এবং নবমীযোগে ফলাতিশয় দায়িনী হয় বলিয়া পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

প্রেতযোনিং গতানাস্তু প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ।
যৈঃ কৃতা শ্রবণে মাসি অষ্টমী রোহিণী যুতা॥
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুন র্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥ ১৭০

যাঁহারা মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণে অর্থাৎ ভাদ্রে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত পূর্ব্বতন পুরুষগণের প্রেতত্ব বিনাশ করিয়াছেন। তাদৃশ আষ্টমী বুধবার বা সোমবার এবং নবমীযুক্ত হইলে অতীত কুল কোটির মুক্তিপ্রদায়িনী হয়।

এই সকল বচন বলেই ভাদ্রকৃষ্ণা অষ্টমীরই উপোষ্যত্ব এবং রোহিণ্যাদি যোগের ফলাতিশয়োপধায়কতা হরিভক্তি বিলাসে মীমাংসিত হইয়াছে—

কারিকা—

"রোহিণ্যাদে বিমুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাতিথিঃ।
তত্তদ্‌যোগ স্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপো হন্যথা ভবেৎ॥ ১৭১

রোহিণী, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী, সোমবার বা বুধবার এবং নবমীযোগ রহিত হইলেও কেবল অষ্টমীতে উপবাস করিবে। ফল বিশেষার্থই নক্ষত্রাদির যোগ উল্লিখিত হইয়াছে, অন্যথা যে বৎসর সেই সকল নক্ষত্র ও বার প্রভৃতির যোগ না হয়, সেই বৎসর প্রতিবৎসর কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত জন্মাষ্টমী ব্রতের বিলোপ হইয়া যায়।

বিদ্ধা ত্যাগ।

রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলেও সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিতে নাই—

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সংযুতাষ্টমী।
স ঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সংযুতাষ্টমী॥ ১৭৩

সপ্তমী যুক্ত অষ্টমীকে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে, এমন কি রোহিনীযুক্ত হইলেও সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিবে না।

যাজ্ঞ্য বল্ক্য স্মৃতৌ

সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রেচ রোহিণী যদি লভ্যতে।
কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নেন পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৭৪

যদি অর্দ্ধরাত্রে সম্পূর্ণা অর্থাৎ অবিদ্ধা অষ্টমী ও রোহিণীর যোগ লাভ হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক সেইদিনে উপবাস করিবে, কিন্তু পূর্ব্ব বিদ্ধা হইলে তাদৃশ অষ্টমী ও পরিত্যাগ করিবে, যেহেতু পদ্মপুরাণ বলেন—

অবিদ্ধায়াং স ঋক্ষায়াং জাতো দেবকি নন্দনঃ *। ১৭৫

সপ্তমী বেধ রহিত রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে দেবকী নন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্ববিদ্ধাতে প্রায়ই নবমী যোগের সম্ভাবনা না থাকায় নবমী যোগের প্রসংসা করিয়াছেন।

পাদ্মে—

সকলাপি সঋাপি নবমী সংযুতাপিচ।
জন্মাষ্টমী পূর্ব্ব বিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥ ১৭৬

নবমী সংযুতাপীতি। অষ্টমীক্ষয়াভিপ্রায়েণ। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৭৬

কলান্বিত হইলেও অর্থাৎ অল্প হইলেও রোহিণীযুক্ত হইলেও নবমীযুক্ত হইলেও পূর্ব্ব বিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমী কখনও কর্ত্তব্য নহে।

"নবমী সংযুতাপিচ" ইত্যাদি বাক্য অষ্টমীর ক্ষয় অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে।

যদি উদয় সময়ে যৎকিঞ্চিৎ ও সপ্তমী থাকে, তাহার পর অষ্টমী ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া রাত্রি শেষে নবমীর সহিত যোগ হইলেও রোহিণীযুক্তা হইলেও তাদৃশ

---

* হ্রস্বত্ব মার্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যং।

বিদ্ধা ত্যাগ

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া কেবল নবমীতে উপবাস করিতে হইবে।

পাদ্মে—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধা মুপোষ্য ব্রত মাচরেৎ॥ ১৭৬

সঋক্ষাং রোহিণী নক্ষত্র যুতাং সকলামপি অত্যল্পামপি পূর্ব্ববিদ্ধাং সপ্তমী বিদ্ধাং জন্মাষ্টমীং বিহায় পরিত্যজ্য শুদ্ধাং অষ্টমীস্পর্শ শূন্যাং নবমীং উপোষ্য ব্রতং আচরেৎ।

রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত জন্মাষ্টমী অত্যল্পও সপ্তমী বিদ্ধা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

গোস্বামিপাদ এই অভিপ্রায়ে পাদ্ম বচন উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৭৪

দশমী বিদ্ধা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশী যেমন বর্জ্জনীয়, সেইরূপ রোহিণী যুক্ত অষ্টমীকেও সপ্তমী বিদ্ধা হইলে বর্জ্জন করিবে।

টীকাচ দিগদর্শনী।

অত্রচ যথা শব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে।

অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যে বোপোষ্যা।

অতএবোক্তং স্কান্দে—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ব বিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় শুদ্ধাং নবমী মুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥ ইত্যাদি

অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মস্কান্দাদৌ,—নবমীসংযুতাপীতি। অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্য মুক্তমিতি, তচ্চ ন সুসঙ্গতং, একাদশীতরাশেষ তিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানা মেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয় বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণা লক্ষণে লিখিত মেব। ইত্যেষা। ১৭৪

অর্থ। এই বচনে—"যথা" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ মনে

বিদ্ধা ত্যাগ

করেন,—অরুণোদয়কালে দশমী কর্তৃক বিদ্ধা একাদশী যেমন বর্জ্জনীয়, তেমন জন্মাষ্টমী ও অরুণোদয়কালে সপ্তমী কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে উপবাসের অযোগ্য।

অতএব রোহিণী বিনাও নবমীই উপোষ্য এই নিমিত্তই স্কন্দে বলা হইয়াছে,—

"অত্যল্পও সপ্তমী বিদ্ধা রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা জন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস পূর্ব্বক ব্রত আচরণ করিবেন।" ইত্যাদি।

এই অভিপ্রায়েই পাদ্ম স্কান্দাদিতে "নবমী সংযুতাপিচ" ইত্যাদি বচন দ্বারা অষ্টমীতে উপবাসেরই প্রশস্ততা উক্ত হইয়াছে।

তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ, একাদশী ভিন্ন অন্য অন্য তিথি সকলের "সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করিলে" সম্পূর্ণত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া অরুণোদয় বেধের অসিদ্ধি হয়। শাস্ত্রে অরুণোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অষ্টমীর পূর্ণতা নাই।

অতএব জন্মাষ্টমীর অরুণোদয় বেধ সিদ্ধ হইতেছে না। তিথি সকলের সম্পূর্ণতা পূর্ব্বেই সম্পূর্ণা লক্ষণে লিখিত হইয়াছে। ১৭৪

পাদ্মে—

কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী সহিতাষ্টমী।
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথিভান্তে চ পারণং॥ ১৭৮

সপ্তমী বিদ্ধা হইলেও রোহিণী যুক্ত অষ্টমী কর্ত্তব্য, তাহাতে উপবাস করিয়া তিথ্যন্তে কিম্বা নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রা জয়ান্বিতে।
কৃত্বোপবাসং তিথ্যন্তে তদা কুর্য্যাচ্চ পারণং॥ ১৭৮

ভদ্রা এবং জয়াযুক্ত জয়ন্তী এবং শিবরাত্রি কর্ত্তব্য অর্থাৎ সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমী এবং ত্রয়োদশী বিদ্ধা শিবরাত্রি কর্ত্তব্য, তাহাতে উপবাস করিয়া পরদিনে তিথির অন্তে পারণ করিবে।

ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণব পর। বৈষ্ণবের বিদ্ধোপবাস করিতেই নাই।

গ্রন্থকার গোস্বিপাদ শুদ্ধা অষ্টমীতে উপবাসের বিধান করিয়া তিথি বৃদ্ধি ক্রমে দুইদিনেই রোহিণীর সহিত শুদ্ধা অষ্টমীর সম্ভাবনা হইলে কোন দিনে উপবাস করিতে হইবে তাহা অবধারণ করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—

জন্মাষ্টমীর পারণ।

শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বে হ্যহনি পরত্রচ।
অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথি ভান্তেচ পারণম্॥ ১৮০

যদি তিথি বৃদ্ধিক্রমে সপ্তমী বেধ শূন্য অষ্টমীর সহিত রোহিণী সংযুক্ত হয়, তবে পূর্ব্বদিনেই উপবাস করিবে; পরদিনে তিথিনক্ষত্রের অন্যতরের অন্তে পারণ করিবে।

আমরা দুই কারণে উক্তবিধ ব্যবস্থা সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ পূর্ব্বদিনে নিশীথ সংযোগ হইয়াছে বলিয়া যোগ বাহুল্য অবশ্যই সম্মাননীয়, বিশেষতঃ শুদ্ধাষ্টমী পরিত্যাজক কোনও বচন প্রমাণ দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় দিনে বৃদ্ধিগামী তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণার কর্ত্তব্যতা বিধান করাতেই পূর্ব্বদিনে উপবাস বিধি স্বতঃসিদ্ধ, উপবাস করিয়া তৎপরদিনে যে পারণ করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। পারণা নির্ণয় প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেই তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। অতএব এইস্থলে অতি প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।*

জন্মাষ্টমীর পারণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অষ্টম্যা মথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরাকৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলং॥ ১৮৫
তিথিরষ্ট গুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণং।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যা তিথি ভান্তেচ পারণং। ১৮৬

অষ্টমীতে এবং রোহিণীতে কখনও পারণ করিবে না, করিলে পূর্ব্বকৃত উপবাসার্জ্জিত কর্ম্মফল নষ্ট করে। তিথি অষ্ট গুণ এবং নক্ষত্র চতুর্গুণ ফল নষ্ট করে, অতএব যত্নপূর্ব্বক তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

বহ্নি পুরাণে—

ভান্তে কুর্য্যা ত্তিথে র্বাপি শস্তং ভারত পারণং। ১৪২

হে ভারত! তিথির অন্তে কিম্বা নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

সাং যোগিকেতু সংপ্রাপ্তে যত্রৈকো হ্যপি বিযুজ্যতে।
তত্রৈব পারণং কুর্য্যা দিতি বেদ বিদো বিদুঃ॥ ১৮২

* অষ্টমী ৬০ দণ্ড হইয়া মল পরদিনে গেলে পরদিনে উপবাস হইবে না। একাদশী ভিন্ন তিথি মল কর্ম্মের অযোগ্য।

জন্মাষ্টমীর পারণ

তিথি এবং নক্ষক্ষের সাংযৌগিক অর্থাৎ সমান থাকিলে তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণ। তিথি কম হইলে তিথির অন্তে নক্ষত্র মধ্যে পারণ। নক্ষত্র কম হইলে তিথির মধ্যে নক্ষত্রের অন্তে পারণ হইবে। পণ্ডিতগণ ইহা জ্ঞাত আছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যাঃ কাশ্চি ত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যানক্ষত্রসংযুতাঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যা দ্বিনা শ্রবণ রোহিণীং॥ ১৮৪

নক্ষত্র সংযোগে যে সকল তিথি পুণ্যা বলিয়া কথিতা হইয়াছে। শ্রবণা এবং রোহিণী ভিন্ন সেই সকল নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। শ্রবণা এবং রোহিণীর মধ্যেই পারণ করিবে।

সার ব্যবস্থা—

সপ্তমী বেধ শূন্যা জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিবে। সপ্তমী বিদ্ধা হইলে রোহিণ্যাদি যোগেরও আদর নাই, এমত অবস্থায় নবমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস কর্ত্তব্য। যদি তিথি হ্রাস ক্রমে সপ্তমী বেধ দিনেই অষ্টমীর ক্ষয় হইয়া নবমীর উপস্থিতি হয়, তবে ঐ বিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নবমীতেই উপবাস করিবে, রোহিণ্যাদি যোগের অপেক্ষা করিবে না। যদি তিথি বৃদ্ধিক্রমে শুদ্ধা অষ্টমী পরদিনে নিষ্ক্রান্ত হয়, তবে পূর্ব্বদিনে উপবাস ও পরদিনে অষ্টমীর অন্তে পারণ বিধেয়। এই ব্রতে রোহিণ্যাদি সংযোগ ফলাতিশয় সম্পাদক মাত্র; কিন্তু উপবাস প্রয়োজক নহে। অতএব বার নক্ষত্রাদি যোগে অথবা তদভাবেও উল্লিখিত উপবাস ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইবে না।

এখন রাম নবমী নির্ণীত হইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং জন্মাষ্টমী নির্ণয়ো নাম ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ॥ *

সপ্তম অধ্যায়

রামনবমী।

(চতুর্দ্দশ বিলাসে)

শ্রীরাম নবমী ব্রত নিত্যতা।

অগস্ত্য সংহিতায় শ্রীরামনবমী ব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্যতা অভিহিত হইয়াছে—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু শুক্লায়াংহি রঘূদ্বহঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরংব্রহ্মৈব কেবলম্॥
তস্মিন্ দিনেতু কর্ত্তব্য মুপবাস ব্রতাদিকম॥ ৮৮

চৈত্র মাসে শুক্লা নবমী দিনে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ঐদিনেই উপবাস ও জন্মযাত্রা মহোৎসবাদি কর্ত্তব্য।

প্রাপ্তে শ্রীরামনবমী দিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে॥ ৮৯

শ্রীরামনবমী দিন উপস্থিত হইলে যে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য উপবাস না করে, সে কুম্ভীপাক নরকে পচ্যমান হয়।

অগস্ত্য সংহিতায় উক্তবিধ বচনাদি দ্বারা এই ব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্যতা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরামনবমী ব্রত নির্ণয়।

নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্॥ ৯০

বিষ্ণু পরায়ণ জনগণ উপবাসাদি ব্রতে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিবেন, কিন্তু নবমীতে নিশ্চয়ই উপবাস করিতে হইবে, আর নিশ্চয়ই দশমীতে পারণ করিবে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যায়মান শ্লোকে "নবম্যাং বৈ" এইরূপে অবধারণার্থক "বৈ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নবমীতেই উপবাসের অবশ্য কর্ত্তব্যতা এবং "দশম্যামেব" এইরূপে অবধারণার্থক 'এব" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দশমীতেই পারণার অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব পরদিনে দশমী

শ্রীরামনবমী ব্রত নির্ণয়

থাকিলে অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাসাদি ব্রত আচরণ পূর্ব্বক পরদিন দশমীতে পারণ করিবে। কিন্তু যদি তিথি হ্রাস ক্রমে পরদিনে দশমী না থাকে, তবে দশমীতে পারণার অবশ্যকর্ত্তব্যতা হেতু যে দিন দশমী থাকে তাহার (অর্থাৎ দশমীর) পূর্ব্বদিনে নবমী শুদ্ধাই হউক অথবা অষ্টমী বিদ্ধাই হউক, তাহাতেই উপবাস করিতে হইবে, যে হেতু এই ব্রতে দশমীতেই পারণ অবধারিত। এইজন্য গ্রন্থকার গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

দশম্যাং পরণায়াশ্চ নিশ্চয়া ন্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমীগ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্ ॥ ৯১

অত্র টীকাচ দিগ্দর্শণী—

নন্থ বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্ব্বত্র বর্জ্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতম্। অত্রাপি তথৈবোক্তং "নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যেতি"। তত্র নবমীক্ষয়ে সতি তিথিহ্রাস ক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ—শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ "উপোষণ"মিতি। ৯০

তদেবাভিব্যজ্য লিখতি "দশম্যা" মিতি॥ নিশ্চয়াৎ 'দশম্যামেব" ইত্যেবকারতঃ। অন্যথোপবাসদ্বয় প্রসঙ্গাদিতি দিক্। ৯১। ইত্যেষা।

বাস্তবিক বৈষ্ণবগণ সমস্ত উপবাস ব্রতে বিদ্ধা তিথি বর্জ্জন করিবেন, ইহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে, এই ব্রতে ও "অষ্টমী বিদ্ধা নবমী পরিত্যাজ্যা" এইরূপে বিদ্ধা ত্যাগ অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু যদি কখনও নবমী অষ্টমী বিদ্ধা হয় অথচ দশমী একাদশীকে বেধ না করে অর্থাৎ একাদশী বিশুদ্ধা হয়, তাহা হইলে বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া পরদিনে উপবাস করিলে তৎপরদিন নিত্য কর্ত্তব্য একাদশীতেও অবশ্য উপবাস করিতে হইবে, সুতরাং নবমী ব্রতের পারণা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রত সমাপ্তি হয় না; পূর্ব্বব্রত পারণা পর্য্যন্ত অনুষ্টিত না হইলে ব্রতান্তর অনুষ্ঠান করা যায় না বলিয়া উপর্য্যুপরি দুইটি উপবাস অবৈধ, এমত অবস্থায় নবমী ব্রতের আদর করিতে গেলে একাদশী ব্রত বিলুপ্ত হয়, একাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিলে নবমী ব্রত অনাদৃত হয়, উক্তবিধ ব্রত সঙ্কটে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার স্থিরীকরণ উদ্দেশ্যেই ৯০ অঙ্ক চিহ্নিত

"উপোষণং নবম্যাংবৈ দশম্যামেব পারণম্"

এই শ্লোকার্দ্ধ উক্ত হইয়াছে, শ্রীপাদ গ্রন্থকার

রামনবমী ব্রত নির্ণয়

"দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে"

ইত্যাদি ৯১ অঙ্ক চিহ্নিত কারিকা দ্বারা উক্তশ্লোকার্দ্ধের (৯০ অঙ্কস্থ) তাৎপর্য্য পরিস্ফুটরূপে লিখিতেছেন।

অগস্ত্য সংহিতায় "দশম্যামেব" এই এব কারের প্রয়োগ দ্বারা অবশ্যই দশমীতেই পারণ করিতে হইবে, এইরূপে দশমীতে পারণার কর্ত্তব্যতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অতএব দশমীতে পারণার সম্ভাবনাতেই বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিবে, দশমীতে পাবণার অসম্ভাবনা হইলে বৈষ্ণবগণ ও নিঃসংশয় চিত্তে বিদ্ধা নবমীই উপোষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন।

এইস্থলে দিগ্‌দর্শনীকার "অন্যথোপবাসদ্বয় প্রসঙ্গাৎ" এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন, বাস্তবিক যদি দশমীতে পারণ অবধারিত না হইত তাহা হইলে দশমীর অনবস্থিতিতে শুদ্ধা একাদশীতে পারণার অসম্ভাবনা হেতুক কদাচিৎ উপর্য্যুপরি উপবাস দ্বয়ের প্রসক্তি হয়, কিন্তু ক্রমাগত উপবাস দ্বয় অশাস্ত্রীয় ও শিষ্টজন বিগর্হিত বলিয়া দশমীতে উপবাস উপেক্ষিত হইয়াছে, অথবা উপবাসদ্বয়ের সম্ভাবনা হয় বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদ্ধা ব্রত বর্জ্জনীয় হইলেও এমত স্থলে বিদ্ধা নবমীতেও উপবাস ব্রত শাস্ত্রানুমোদিত এবং গোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে দুই উপবাসের আশঙ্কায় বহু দোষাস্পদ বিদ্ধা ব্রত ও বিহিত হইল বলিয়া বিদ্ধা ব্রত গ্রহণ অপেক্ষাও উপবাসদ্বয়ের দোষাবহতা অধিক, ইহা অবশ্যই অনুমেয়, অতএব কুত্রাপি উপর্য্যুপরি দুই উপবাস অনুষ্ঠান করিতে নাই, ইহা বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

রামনবমীর সার ব্যবস্থা—

অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবে। তিথি ক্ষয়ে এক দিনে যদি অষ্টমী নবমীও দশমী হয়, তাহা হইলে তিথি ক্ষয়ে নবমীতে অর্থাৎ অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতে উপবাস, দশমীতে পারণ হইবে।

এখন নৃসিংহ চতুর্দ্দশী বলা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং শ্রীরাম নবমী নির্ণয়ো নাম সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥ *

অষ্টম অধ্যায়

নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।

(মাস বিশেষকৃত্য)

(চতুর্দ্দশ বিলাসে)

নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর নিত্যতা

বৃহন্নারসিংহে—

বর্ষে বর্ষেতু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টি কারণম্।
মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ॥ ১৩৭

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ দেব, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ মহানুভবের প্রতি ব্রতবিধি কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

সংসার ভীরু মানবের প্রতি বৎসরেই আমার (নৃসিংহের) সন্তোষকর অতীব গুহ্য এই শ্রেষ্ঠ ব্রত কর্ত্তব্য। এই বচনে "বর্ষে বর্ষে কর্ত্তব্য" এই বীপ্সা দ্বারা ব্রতের নিত্যতা সাধিত হইয়াছে। * এই ব্রত অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রকারান্তরে নিত্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে,—

তত্রৈব—

বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্ত লঙ্ঘয়েৎ সতু পাপভাক্।
এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনে ব্রত মুত্তমম্॥
অন্যথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥ ১৩৮

যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার আবির্ভাব তিথি (বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী) উল্লঙ্ঘন করে, সে পাপ ভাগী হয়, ইহা জানিয়া আমার আবির্ভাব দিনে উত্তম রূপে উপবাস ব্রত আচরণ করিবে, তাহা না হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত নরক যাতনা ভোগিতে হইবে।

* নিত্যং সদা যাবদায়ু র্ন কদাচি দতিক্রমেৎ। উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতে রত্যাগ চোদনাৎ। ফলাশ্রুতের্বীপ্সয়াচ তন্নিত্যং পরিকীর্ত্তিতম্। ইতি প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব প্রমাণিত বচনম্।

নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত নিত্যতা

আগমে—

নৃহরে রবতারা স্তাং যত্নতঃ সমুপোষয়েৎ।
মহাপুণ্যতমায়াঞ্চ সায়ং বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ।

বৃহন্নারসিংহে—

বৈশাখ শুক্ল পক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যাং সমাচরেৎ।
মজ্জন্মসম্ভবং পুণ্যং ব্রতং পাপ প্রণাশনম্। ১৪৭

* * * * *

বৈষ্ণবৈ ন তু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী। ১৪৮
প্রিয়া চতুর্দ্দশীভৌমে কর্ত্তব্যা কিল্বিষা পহা।
কাম বিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতী ভৌম যুতা যদি। (১৪৮)

বৈশাখী শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ তিথিতে সম্যক প্রকারে অর্থাৎ নিয়ম পূর্ব্বক উপবাস করিবে। মহাপুণ্যতমা ঐ চতুর্দ্দশী তিথিতে সন্ধ্যাকালে যথাবিধি নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিবে।

ভগবান্ নৃসিংহদেব বলিয়াছেন, বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে আমার আবির্ভাব হেতু যথাবিধি ব্রতানুষ্ঠান করিবে। এই ব্রত পাপরাশি সমূলে নিঃশেষিত করে বলিয়া নিতান্ত পবিত্রতাজনক। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবেনই না।

প্রিয়া নৃসিংহ চতুর্দ্দশী মঙ্গলবারে করিলে পাপকে নষ্ট করে। সেই চতুর্দ্দশী যদি স্বাতী নক্ষত্র যুক্ত মঙ্গলবারেও হয়, তথাপি ত্রয়োদশী বিদ্ধা করিবে না।

পূর্ণিমাযুক্ত চতুর্দ্দশীই উপবাসে প্রশস্ততর। *

তিথি বৃদ্ধি হইলে সম্পূর্ণা তিথিতেই উপবাস করিবে। পূর্ণিমাদিনে মল গেলেও তাহাতে উপবাস হইবে না; যেহেতুক একাদশী ভিন্ন তিথি মল অকর্ম্মণ্য।

তথাহি—

ষষ্টি দণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথে র্নিক্রমণে পরে।
অকর্ম্মণ্যং তিথি মলং বিদ্যাদেকাদশীং বিনা॥

* একাদশী প্রকরণে সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা প্রসঙ্গ। ১৩।১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর সার ব্যবস্থা

ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা তিথির মল পরদিনে নির্গত হইলে একাদশী ভিন্ন সেই তিথি মল অকর্ম্মণ্য। তিথির কর্ম্ম তিথি মলে হয় না, একাদশী কার্য্য তিথি মলেও হয়।

চতুর্দ্দশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ত্রয়োদশীযোগ অনিবার্য্য।

"বৈষ্ণবৈ নর্তু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী।"

এই বচনে "তু" শব্দের নিশ্চয় বোধকতা হেতু,—

এবং

"কামবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতী ভৌম যুতা যদি।"

এই বচনে "যদি" শব্দের উপাদান থাকা হেতু, তিথিক্ষয়ে ত্রয়োদশীযুক্ত হইয়াছে বলিয়া উপবাসের বিষয় যাইতেছে না।

দশমী বিদ্ধা একাদশীর উপবাস বিশুদ্ধ দ্বাদশীতে এবং সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীর উপবাস বিশুদ্ধা নবমীতে করার বিধান রহিয়াছে; কিন্তু বিদ্ধা নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর উপবাস পূর্ণিমাতে করার বিধান নাই, এমত অবস্থায় তিথি ক্ষয়ে বিদ্ধা ত্যাগ করিলে উপবাসের লোপাপত্তি হয়। অতএব তিথি ক্ষয়ে বিদ্ধোপবাস গ্রাহ্য। সদাচারও এইরূপ আছে।

সর্ব্বত্র বিদ্ধাতিথি বর্জ্জনীয় হইলেও যেমন রাম নবমীতে ব্রতসঙ্কটে বিদ্ধা গ্রাহ্য, সেইরূপ এইস্থলেও বুঝিতে হইবে।*

নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর সার ব্যবস্থা।

বৈশাখের শুক্লাচতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী বিদ্ধা না হইলে উপবাস হইবে।

চতুর্দ্দশীক্ষয়ে ত্রয়োদশী বিদ্ধা হইলেও উপবাস হইবে।

এখন শিবরাত্রি নির্ণীত হইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ হরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী নির্ণয়ো নাম অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।*

* রামনবমী দ্রষ্টব্য

নবম অধ্যায়

শিবরাত্রি।

(চতুর্দ্দশ বিলাসে)

কর্ত্তব্যতা বিচার।

শিবরাত্রি ব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং নহি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারা দ্বিলিখ্যতে ॥ ৬৩

এই শিবরাত্রি ব্রত যদি আপাত দৃষ্টিতে বৈষ্ণবগণের আবশ্যক নহে, তথাপি (মাসকৃত্য প্রসঙ্গে) সদাচার অবলম্বনে উক্তব্রত লিখিত হইতেছে।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার শিবরাত্রির উপক্রমেই এই কারিকাটী লিখিয়াছেন। শিবরাত্রি ব্রত বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য না হইলে সৎশব্দবাচ্য বৈষ্ণবোত্তমগণ তাহা করিবেন কেন ? আর বৈষ্ণবোত্তমগণ যাহার অনুষ্ঠান না করেন, তাহাই বা কিরূপে সদাচার বলিয়া অভিহিত হইতে পারে ? স্থূল দৃষ্টিতেই এই প্রকার সন্দেহের উপস্থিতি হয়।

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই গুরুদেবের ভাবী শিষ্যকে একশত চারিটি কর্ত্তব্য ও বর্জ্জনীয় নিয়ম সকল শ্রবণ করাইতে হয়, তাহা দ্বিতীয় বিলাসে বিস্তারিত বিবৃত আছে, তন্মধ্যে

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্"

ইত্যাদি উপক্রম করিয়া

"শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনম্"

এই পর্য্যন্ত ৫২ বায়ান্নটি কর্ত্তব্যের বিধান রহিয়াছে। আর

"সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা"

ইত্যাদি উপক্রম করিয়া

প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণো বর্জ্জয়েদ্ বৈষ্ণবঃ সদ"

এই পর্য্যন্ত ৫২ বায়ান্নটী কার্য্যের নিষেধ রহিয়াছে।

"অবৈষ্ণব ব্রতারম্ভ স্তথা জপ্য মবৈষ্ণবম্"

বিষ্ণুসম্বন্ধবিহীন ব্রতানুষ্ঠান ও এই নিষিদ্ধ ৫২ বায়ান্নটী কার্য্যের মধ্যেই গণিত হইয়াছে। শিষ্য উপরি উল্লিখিত ৫২টী বিধেয় ও ৫২টী পরিত্যাজ্য

বিষয় অঙ্গীকার করিলে গুরুদেব তাহাকেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। সুতরাং প্রাগুক্ত নিয়মানুসারে বিষ্ণু সম্বন্ধ বিহীন ব্রতানুষ্ঠান বৈষ্ণবগণের বর্জ্জনীয় বলিয়া যদিও শিবরাত্রিব্রত আপাততঃ বৈষ্ণবগণের আবশ্যক নহে, তথাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শ্রীশিব শ্রীভগবান্ হইতে অপৃথক্ বলিয়া উক্ত শিবরাত্রি ব্রত বিষ্ণু সম্বন্ধ বর্জ্জিত নয় বলিয়া সদ্বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্র ও উহার অনুমোদন করেন; তাই বলিয়াই উহা সদাচার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য ও সজ্জনের আচার অবলম্বনে উক্ত ব্রত বিধি লিখিত হইতেছে। শাস্ত্রবিহিত আচারই সদাচার,* শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার মহানুভব জনগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও সদাচার অভিধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। *

শিবরাত্রি ব্রতের নিত্যতা।

শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠান শাস্ত্রবিহিত আচার বলিয়া বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য, এই ব্রত ফাল্গুনের কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সর্ব্বপাপকর্ষক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণেরও অনুষ্ঠেয়। এই সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে ব্রতখণ্ডে কথিত আছে—

---

* এই বিষয়ে সদাচার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তৃতীয় বিলাসে এইরূপ উক্তি আছে:—

"আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্য মানো, ধর্ম্মার্থ কাম ফলদো ভবিতেহ পুংসাম্। তস্মাৎ সদৈব বিধিনা বহিতেন রাজন্, শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ।'

এই লোকে আচার অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ফলত্রয় প্রদ হয়।

অতএব সর্ব্বদাই আচার গুণাভিজ্ঞ ব্যক্তি অবহিত হইয়া অনুদিন শাস্ত্র-বিহিত আচার পরিপালন করিবেন।

এই বিষয়ে দশমস্কন্ধে মুনীন্দ্র শুকদেবের উপদেশ দেখুন—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎস্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তত্ত দাচরেৎ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরের বাক্য সত্য, সেইরূপ ক্বচিৎ আচরণ সত্যরূপে গ্রাহ্য। ঈশ্বরের নিজ বাক্যযুক্ত যে আচরণ বুদ্ধিমান তাহা তাহা ই করিবেন। ঈশ্বরের আদেশ গ্রহণ কর্ত্তব্য, অনুপদিষ্ট আচরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

শিবরাত্রি ব্রতের নিত্যতা

সৌরো বা বৈষ্ণবোবাপি দেবতান্তর পূজকঃ।
ন পূজাফল মাপ্নোতি শিবরাত্রি বহির্ম্মুখঃ ॥ ৬৪

সূর্য্যোপাসকই হউক, বিষ্ণুপরায়ণই হউক, কি দেবান্তর গণেশ দুর্গাদির পূজাপরায়ণই হউক, শিবরাত্রিব্রতে বহির্ম্মুখ হইলে কেহই পূজাফল পাইতে পারে না। শ্রীপাদ গ্রন্থকার ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা এই ব্রতের নিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনন্যভক্ত বৈষ্ণবগণের শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানে ঐকান্তিকতা অথবা অনন্যোপাসকতার কোনই হানি হইবে না, এই বিষয়ে হরশীর্ষ পঞ্চরাত্রে বক্ষ্যমাণরূপ ভগবদুক্তি রহিয়াছে—

যঃ শিবঃ সো হ্হ মেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ।
নাবয়ো রন্তরং কিঞ্চি দাকাশানিলয়োরিব ॥ ৬৬

যেই শিব সেই আমিই, যেই আমি সেই ভগবান্ শিব, আমাদের উভয়ে কিছুই ভেদ নাই; যেমন আকাশ ও আকাশ হইতে উদ্ভুত বায়ু তত্ত্বতঃ অভিন্ন সেইরূপ কার্য্যও কারণের অভিন্নতা প্রযুক্ত আমাদের পরস্পরে পার্থক্য নাই।

উপসংহারে দিগ্ দর্শনীকার এইমত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

"শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শ্রীশিব শ্চান্যো দেব ইত্যেব মন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানা মযুক্তমেব কিন্তু যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারা স্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারো হ্য়ং ইত্যভেদেন ন দোষাবহং অপি তু গুণএব ভগবদ্ভক্তি বিশেষ এব পর্য্যবসানাৎ ॥ ইতি দিগ্দর্শনী। ৬৭।

"শ্রীবিষ্ণু এক দেব আর শ্রীশিব অন্যদেব" যখন এই প্রকার ভেদ ভাসমান হয়, তখন অর্থাৎ ঈদৃশ ভেদজ্ঞান পুরঃসর বৈষ্ণবগণের শিবনমস্কারাদি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু,—

"নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যা ন্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ।" দিগ্দর্শনী।৬৬

ইত্যাদি ভগবদুক্ত বচনে নিষেধ শ্রুতি রহিয়াছে। সমস্ত দেব দেবীকেই স্বীয় ইষ্টদেবতার বিভূতিরূপ নিরীক্ষণ করিবে ও ভক্তি বিনম্র চিত্তে প্রণামার্চ্চনা করিবে। প্রহ্লাদ মহানুভব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি আদর্শ মহাপুরুষগণ ভববিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণকে ভগবৎকলা * বা ভগবদ্ বিভূতি

শিবরাত্রি ব্রতের নিত্যতা

জ্ঞানে প্রণামার্চ্চনা করিয়া ভক্তির উত্তমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নামাপরাধ প্রকরণেও শিব এবং বিষ্ণুর ভেদ দর্শিগণ অবজ্ঞাত হইয়াছে। যথা—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ নামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ দিগ্দর্শনী। ৬৭

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীশিবের গুণ, নাম ও চরিত্র প্রভৃতি বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করে, সেই হরিনামের অহিতকর অর্থাৎ নামাপরাধী। অতএব শ্রীবিষ্ণু হইতে অপৃথক্ ভাবে শ্রীশিব প্রতিমাদির প্রণামার্চ্চনা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন "মৎস্য কূর্ম্ম নৃসিংহাদি শ্রীভগবানের লীলাবতার, তেমনই শ্রীশিবও ভগবানের গুণাবতার" এইরূপ অভিন্নজ্ঞানে শিব প্রণামাদি দোষাবহ হইতে পারে না, বরঞ্চ ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া গুণ মধ্যে পরিগণনীয়। এই জন্যই শ্রীবৈষ্ণবগণের শিবরাত্রিব্রতানুষ্ঠানের প্রতি গ্রন্থকার ত্রিবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তথাহি কারিকা—

কার্য্যং গুণাবতারত্বে নৈক্যা রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া * শ্রৈষ্ঠাৎ সদাচারাচ্চ তদ্ব্রতম্॥ ৬৭

শ্রীমহাদেব গুণাবতার বলিয়া শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ভক্তি রসাতিশয়ের প্রবর্ত্তনোদ্দেশ্যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করাতে সমস্ত বৈষ্ণবের শীর্ষস্থানীয়, এই দুই কারণে এবং শাস্ত্রানুগত সজ্জন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়া শিবব্রত বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

* সর্ব্ববৈষ্ণব মূর্দ্ধন্যো বিষ্ণুভক্তি প্রবর্ত্তকঃ।৫।
শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রণীত বৃহদ্ভাগবতামৃতম্।

তৎকৃত টীকাচ দিগ্দর্শনী—

যদ্যপি ভগবদবতারত্বেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণুরেবায়ং
তথাপি তদ্ভক্তি প্রবর্ত্তকাবতারত্বাত্তথোক্তি যুক্তৈবেতি

মন্তব্য মিত্যেষা।

যদিও ভগবানের অবতারত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুই এই শিব, তথাপি ভগবদ্ভক্তির প্রবর্ত্তকাবতারত্ব হেতু "সর্ব্ব বৈষ্ণবের শীর্ষ স্থানীয় ও বিষ্ণুভক্তির প্রবর্ত্তক, এই প্রকার উক্তি যুক্তই।

শিবরাত্রি ব্রতের নিত্যতা

চতুর্থ স্কন্ধ দৃষ্ট্যাতু নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতম্।

তথাচ ভৃগুশাপ :—

ভবব্রত ধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিন স্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্র পরিপন্থিনঃ॥ ৬৭

কিন্তু চতুর্থ স্কন্ধবর্ণিত ভৃগু শাপাবলোকনে কেহ কেহ শিবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠান করেন না। দক্ষযজ্ঞ বিঘাতের সময় ভবানুচর ভূতপ্রেত বর্গ ভৃগুমুনির প্রতি অত্যাচার করিলে পর তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে,

"যাহারা ভবব্রত অনুষ্ঠান করে অথবা যাহারা ভবব্রতকারী ব্যক্তিগণের অনুগত তাহারা সাধু শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া পাষণ্ডী হউক॥"

শ্রীভাগবতীয় কোন কোন টীকাকার উল্লিখিত অভিশাপ বাক্যের তামস ব্রতেই তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সন্দর্ভকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ উহা অনুমোদন করেন নাই। কারণ, ভবব্রতই হউক, বিষ্ণুব্রতই হউক বা দেবান্তর ব্রতই হউক, যে সকল ব্রত শাস্ত্র বিগর্হিত তাহার অনুষ্ঠান করিলে সকলকেই পাষণ্ডী হইতে হয়। সুতরাং তামসাদি ব্রতে ভৃগুশাপের তাৎপর্য্য স্বীকার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না।

ফলতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক জ্ঞানে শাস্ত্রবিহিত শিবব্রত ও অবলম্বন করেন কিম্বা যাঁহারা ঐ ব্রতাবলম্বিগণের অনুবর্ত্তী হন, তাঁহারাই উক্ত ভৃগুশাপের বিষয়ীভূত। ইহাই গ্রন্থকারের নিজমত বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, "নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতং" "অন্যেরা তাঁহার ব্রত করেন না" গ্রন্থকার এইরূপ বলাতেই ইহা যে তাঁহার অনুমোদিত নয়, তাহা সুধী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ গ্রন্থকার গোস্বামিপাদ পঞ্চম বিলাসে পূজা পাত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে দিগ্দর্শনীতে স্বয়ংই এই প্রকার দিশা দেখাইয়াছেন।

তথাহি কারিকা—

কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদে র্যোগদোষতঃ।
তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্ক স্য ভাজনম্॥ ২১

(৫ম বিলাস)

"তাম্রপাত্রে ঘৃত ভিন্ন দধি দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য ও মধুর সহিত সংযোগে মদ্যতুল্য দোষ হয় বলিয়া মধুপর্কের জন্য তাম্রাতিরিক্ত অর্থাৎ কাংস্যাদি পাত্র কেহ ইচ্ছা করেন।"

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

এই কারিকার দিগ্‌দর্শনী টীকায় লিখিত রহিয়াছে "কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি।" "কেহ ইচ্ছা করেন" এইরূপ বলাতেই নিজের মতকে ব্যাবর্ত্তন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা আমার (গ্রন্থকারের) নিজ মত নয়। বাস্তবিক শ্রীগোস্বামিপাদ প্রদর্শিত রীতি অনুসারে শ্রীশিবরাত্রি ব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্যতা নির্ণীত হইল বলিয়া শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী মাননীয় বৈষ্ণবগণের বোধ হয় এই বিষয়ে আর কোন বিতর্কের অবসর নাই। অতএব অতিপ্রসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্প্রতি শিবরাত্রি ব্রত নিরূপিত হইতেছে—

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়।

স্কান্দে—

মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সাতু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬৮

মাঘ মাসের শেষে ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, তাহাই শিবরাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিত।

শিবরাত্রি ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ। ৭০

শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশী বিদ্ধ চতুর্দ্দশীকে বিশেষ প্রকারে বর্জ্জন করিবেক।

এই জন্যই পরাশর ও বলিয়াছেন।

মাঘাসিতং ভূতদিনংহি রাজ,
ন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়াপ্রযুক্তাং নতুজাতু কুর্য্যা,
চ্ছিবস্যরাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছবস্য॥ ৭০।

নতুজাতু কুর্য্যাদিতি, 'তু' শব্দ অবধারণে, জাতু কদাচিদপি।

অর্থ। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী যদি অমাবস্যার সহিত যোগ অর্থাৎ অমাবস্যা দিনে দ্বিমুহূর্ত্ত ব্যাপিনী চতুর্দ্দশী হয়, তবে শিবের প্রিয়কার্য্যকারী ব্যক্তি সেই দিনেই শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু কদাচও জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্ত শিবরাত্রি ব্রত করিবেই না।

যদি অমাবস্যা দিনে চতুর্দ্দশী দুই মুহূর্ত্তের অর্থাৎ চারিদণ্ডের কম থাকে, তবে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে ব্রত হইবে।

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

গোস্বামিপাদ,—

"দ্বিমুহূর্ত্তো ভবে দ্যোগো বেধো মৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃতঃ।" ৭০

দ্বিমুহূর্ত্তযোগের নাম পারিভাষিক যোগ। মুহূর্ত্ত যোগের নাম পারিভাষিক বেধ।"

এই লোগাক্ষি ন্যায় অবলম্বন করিয়া "যোগ" শব্দের দ্বিমুহূর্ত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

'যোগ' শব্দের সংযোগ অর্থ গ্রহণ করিলে "উপৈতি যোগং যদি" এইস্থলে "উপেতি" ও "যদি" পদের আনর্থক্যাপত্তি হয়। কারণ পঞ্চদশীর সহিত চতুর্দ্দশীর সংযোগ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হবেই হবে।

এই নিমিত্তই "যোগ" শব্দের পারিভাষিক "দ্বিমুহূর্ত্ত" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

"পূর্ব্ব বিদ্ধাতু কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি র্বলের্দিনং।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা পূর্ব্ববিদ্ধার কর্ত্তব্যতা হেতু "নতুজ্ঞাতুকুর্য্যাৎ" এই এই নিষেধের সঙ্গতি এবং —

"মহতা মপি পাপানাং দৃষ্টা বৈনিঃ কৃতিঃ পুরা।
ন দৃষ্টা কুর্ব্বতাং পুংসাং কুহুযুক্তাং তিথিং শিবাং॥"

ইত্যাদি বচন দ্বারা অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশী ব্রতের—

নিষিদ্ধত্বহেতু—

মামাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্'

ইত্যাদি বচন দ্বারা ব্যতিরেক মুখে শিবরাত্রিব্রত বিধির সঙ্গতি বৈষ্ণব বিষয়েই হইতেছে।

কালমাধবে—

মহতা মপি পাপানাং দৃষ্টা বৈনিঃ কৃতিঃ পুরা।
ন দৃষ্টা কুর্ব্বতাং পুংসাং কুহুযুক্তাং তিথিং শিবাং॥

মহাপাপেরও নিষ্কৃতি দেখা যায়, কিন্তু অমাবস্যাযুক্ত শিব চতুর্দ্দশী ব্রতকারীর নিষ্কৃতি দেখা যায় না।"

এই প্রকার দর্শযোগের নিন্দাপ্রতিপাদক স্কান্দোক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মতে ইহা পরদিনে চতুর্দ্দশীর দ্বিমুহূর্ত্তযোগের ইতর বিষয়ে

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পঞ্চদশী দিনে চতুর্দ্দশী দ্বিমুহূর্ত্তের (চারিদণ্ডের) কম হইলেই এই বচনের বিষয়।

তিথিতত্ত্বে দর্শযোগের প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে,

যথা—লিঙ্গপুরাণে—

শিবা ঘোরা তথা প্রেতা সাবিত্রীচ চতুর্দ্দশী।
কুহূযুক্তৈব কর্ত্তব্যা কুহ্বা মেবহি পারণং॥

শিবচতুর্দ্দশী অঘোর চতুর্দ্দশী, প্রেতচভুর্দ্দশী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ; এই সকল চর্দ্দতুশী অমাবস্যাযুক্ত হইলে উপবাস করিবে এবং অমাবস্যাতে পারণ করিবে।

স্কান্দে—

কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী।
এতাঃ পূর্ব্বযুতা গ্রাহ্যা তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ॥ (ক)
পূর্ব্ববিদ্ধাতু কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি র্বলে র্দ্দিনং। ,, (খ)
"জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রাজয়ান্বিতে॥ ,, (গ)

ইত্যাদি বচন সমূহে যে পূর্ব্ববিদ্ধার কর্ত্তব্যতা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মাঘমাসাতিরিক্ত শিবরাত্রি ব্রতবিষয়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। নৃসিংহ পরিচর্য্যা কারও

"তন্মাঘমাসাতিরিক্ত শিবরাত্রি বিষয়ং ভবিষ্যতি।"

এই কথা উল্লেখ করিয়া দর্শ যোগেরই সমধিক আদর করিয়াছেন।

আর

নাগরখণ্ডে

মাঘ ফাল্গুনয়ো র্মধ্যে যা স্যা চ্ছিব চতুর্দ্দশী।
অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ॥ ১৪ বি, দিগ্দর্শনী। ৭০

(ক) কৃষ্ণাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী, শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী, এই সকল তিথি পূর্ব্ববিদ্ধা গ্রাহ্য। এই সকল তিথির পারণ তিথির অন্তে হইবে।

(খ) শিবরাত্রি এবং বলির দিন (বলি প্রতিপদ) পূর্ব্ব বিদ্ধাই করিবে।

(গ) জয়ন্তী (জন্মাষ্টমী) এবং শিবরাত্রি ভদ্রা এবং জয়াযুক্ত করিবে। সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী এবং ত্রয়োদশী বিদ্ধা শিবরাত্রি কর্ত্তব্য।

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

ইতি বচনং ভবিষ্যোত্তরোক্ত শিবরাত্রি ব্যতিরিক্ত শিব চতুর্দ্দশী সংজ্ঞক ব্রত বিষয়কং কিম্বা পর দিনে অমাবস্যা যোগাভাব বিষয়কং সকাম বৈষ্ণব বিষয়কং বা জ্ঞেয়ং। ইতি ১৪ বি, দিগ্দর্শনী। ৭০

"মাঘ এবং ফাল্গুনের মধ্যে যে শিব চতুর্দ্দশী সে সর্ব্বদাই ত্রয়োদশীযুক্ত হইলে কর্ত্তব্য।"

এই বচনটীকে শিবরাত্রি ব্রতাতিরিক্ত ভবিষ্যোত্তরীয় শিব চতুর্দ্দশী সংজ্ঞক ব্রত বিষয়ে অথবা পরদিনে অমাবস্যা যোগাভাব বিষয়ে বা তিথিক্ষয়ে অথবা সকাম বৈষ্ণব বিষয়ে কল্পনা করিলে কোন প্রকার বিরোধেরই অবকাশ থাকে না।

এই বিষয়েও আমরা নৃসিংহ পরিচর্য্যাকার কৃষ্ণদেবাচার্যের মতেরও অনুসরণ করিয়াছি। গোস্বামিপাদ সকাম বৈষ্ণব বিষয়েও এই বচনের সমন্বয় করিয়াছেন। ১৪ বি, ৭০ অঙ্ক, দিগ্দর্শনী।

কাল মাধবকার মাধবাচার্য্য এবং চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিকার হেমাদ্রি প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ জয়া যোগের বহুবচন উল্লেখ করিয়া

"জয়া প্রযুক্তাং রাত্রিং ন কুর্য্যাৎ।" ত্রয়োদশীযুক্ত রাত্রি করিবে না।

এই প্রকারে "মাঘাসিতং ভূত দিনং হি রাজন্" "শিবরাত্রি ব্রতেভূতং" ইত্যাদি বচনের সমন্বয় করিয়াছেন;

তাহাও আবার—

অর্দ্ধারাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো যদা ভবেৎ
পূর্ব্ব বিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ"

যদি অর্দ্ধ রাত্রের পূর্ব্বে জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশীর যোগ হয়, তবে শিবপ্রিয়গণ পূর্ব্ববিদ্ধা (ত্রয়োদশী বিদ্ধা) শিব রাত্রিই করিবেন।

ইত্যাদি বচন বলে অর্দ্ধরাত্রের পরবর্ত্তীকালে জয়া যোগের নিষেধ হইয়াছে। অর্দ্ধ রাত্রের পূর্ব্বে জয়া যোগ হইলে পূর্ব্ব বিদ্ধা কর্ত্তব্য, আর অর্দ্ধরাত্রের পরে জয়া যোগ হইলে পর বিদ্ধা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের মতে "মাঘাসিতং ভূত দিনংহি রাজন্" ইত্যাদি বচন আর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে জয়া যোগের অভাব বিষয়ে কথিত হইয়াছে। অর্দ্ধ রাত্রের পূর্ব্বে জয়া যোগ হইলে ত্রয়োদশীযুক্ত করিবে, অর্দ্ধরাত্রের পরে জয়া যোগ হইলে অমাবস্যাযুক্ত করিবে।

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

এই মত সুসঙ্গত নহে ; যেহেতু কেবল মাত্র রাত্রিতে জয়া যোগ অপেক্ষণীয় হইলে "যদি, উপৈতি" ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। কারণ রাত্রিতে জয়া যোগ হইলে পঞ্চদশীর সহিত চতুর্দ্দশীর যোগ অবশ্যম্ভাবী, হবেই হবে। সুতরাং—

"জয়া প্রযুক্তাং রাত্রিং ন কুর্য্যাৎ"

এতাদৃশ সমন্বয় কদাচ সমীচীন নহে।

"শিবরাত্রি" শব্দ যোগরূঢ়। মাঘ মাসের শেষ ফাল্গুন মাসের প্রথম যে চতুর্দ্দশী তাহাই শিবরাত্রি।

মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্যচ।
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী সাতু শিব রাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

এই লক্ষণানুসারে ঈদৃশ চতুর্দ্দশী তিথিই শিবরাত্রি পদবাচ্য। সুতরাং—

"জয়া প্রযুক্তাং শিবরাত্রিং ন কুর্য্যাৎ"

এইস্থলে "রাত্রি শব্দ" কাল বাচক নহে, কর্ম্মবাচক। শিবস্য রাত্রিং" ইহার অর্থ "শিবরাত্রি ব্রতং"।

"শিবস্য রাত্রিং" এই সমাস-বাক্য প্রকরণানুসারে করা হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে "শিব" শব্দের বৈবর্থ্যাপত্তি হয়।

অতএব কেবল জয়া প্রযুক্তা রাত্রি বলা যায় না, জয়া যুক্ত দিবাও নিষেধের বিষয়ীভূত।

"দিবা" শব্দও কাল বাচক নহে, কর্ম্মবাচক।

সুতরাং দিবারাত্র উভয়কেই "শিবরাত্রি" শব্দে বুঝাইতেছে।

এই বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার নৃসিংহ পরিচর্য্যায় বর্ণিত আছে। তাহা গ্রন্থ গৌরব ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

নির্ণয়ামৃতকার অল্লাট নাথ আচার্য্য মতে উভয় দিনে চতুর্দ্দশী প্রদোষ ব্যাপিনী হইলে পরদিনে ব্রত কর্ত্তব্যতা বিষয়ে

"মাঘাসিতং ভূত দিনং হি বাজন্" ইত্যাদি

এবং "শিবরাত্রি ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ" ইত্যাদি বচনের বিষয়। তিনি উভয় দিনে প্রদোষ ব্যাপিনী বিষয়েই বচনদ্বয়ের সমন্বয় করিয়াছেন।

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

প্রাদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ। ৬৯
প্রদোষশ্চ চতুর্নাড্যাত্মকো হভিজ্ঞ জনৈ র্মতঃ ॥৬৯*
প্রদোষ ব্যাপিনী সাম্যে হপ্যুপোষ্যং প্রথমং দিনং।
নোপোষ্যা বৈষ্ণবৈ বিদ্ধা সাপীতিচ সতাং মতং ॥৬৯

শিবপ্রিয়ৈরিত্যনেন বিদ্ধা ব্রতস্য বৈষ্ণবানা মকর্ত্তব্যত্বং প্রতিপাদিত মিতিভাবঃ। ইতি দিগ্দর্শনী। ৬৯

শিবভক্তগণের প্রদোষ ব্যাপিনী শিবরাত্রিই কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞেরা বলেন,— সন্ধ্যা চারি দণ্ড রাত্রি প্রদোষ কাল।

উভয় দিনে চতুর্দ্দশী প্রদোষ ব্যাপিনী হইলে প্রথম দিনে উপবাস হইবে। সেই শিবরাত্রি ত্রয়োদশী বিদ্ধা হইলে বৈষ্ণবের উপোষ্যা নহে। ইহাই বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মত।

"শিবপ্রিয়ৈঃ" এই বাক্য দ্বারা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্ধা ব্রতের অকর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকাচ দিগ্দর্শনী। অন্যেচ, "মাঘাসিত মিতিবচনং" "শিবরাত্রি ব্রতে ভূত" মিতি বচনঞ্চ পরদিনে প্রদোষব্যাপি-চতুর্দ্দশ্যুপবাস বিষয়ক মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি; তচ্চাসঙ্গতং, মাঘেতি, "উপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা" ইত্যাদি বিশেষোক্ত্যা প্রদোষ ব্যাপিনীত্যাদি বিরোধাপত্তেঃ। লিখিত ব্যবস্থা যুক্তেতিদিক্। ইতি দিগ্দর্শনী। ৭০

আর কেহ কেহ পরদিনে প্রদোষ ব্যাপিনী চতুর্দ্দশীর উপবাস বিষয়ে "মাঘাষিত মিতি" "শিবরাত্রি ব্রতে ভূতমিতি" বচনদ্বয়ের সমর্থন করেন; উভয় মতই অসঙ্গত কারণ,

"মাঘাসিতং ভূত দিনং হি রাজন্" ইত্যাদি বচনের "উপৈতিযোগং যদি পঞ্চদশ্যা"

এই বিশেষ উক্তির সহিত

"প্রদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ।" ইত্যাদি বচনের বিরোধ হয়।

প্রাদাষো হস্ত ময়া দূর্দ্ধংঘটীকাদ্বয় মিষ্যতে। ইতি তিথিতত্ত্বং।
প্রদোষো রজনীমুখ মিত্যমরঃ।

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়

"উপতি যোগং" এইস্থলে যোগ শব্দের অর্থ "দ্বিমুহূর্ত্ত"। পঞ্চদশী দিনে যদি চতুর্দ্দশী দ্বিমুহূর্ত্ত (চারিদণ্ড) পাওয়া যায়, তবে জয়াযুক্ত শিবরাত্রি কখনও করিবে না। এই বিশেষ উক্তি দ্বারা জয়া যোগের নিষিদ্ধত্বে আর "শিবভক্ত গণের প্রদোষ ব্যাপিনী শিবরাত্রি গ্রহণীয়" এই বচন দ্বারা জয়া যোগের অবাধিতত্ব, যেহেতু জয়া যোগেও প্রদোষ ব্যাপিনী ব্রত হয় এই বিরোধ।

মাঘাসিতমিত্যাদি. শিবরাত্রি ব্রতে ভূতমিত্যাদি.

বচনদ্বয় সামর্থ্যে

নোপোষ্যা বৈষ্ণবৈ বিদ্ধা সাপীতিচসতাং মতং।

বৈষ্ণবেরা বিদ্ধোপবাস করিবে না। এই লিখিত ব্যবস্থাই যুক্ত।

যদি বৈষ্ণবেরা বিদ্ধোপবাস না করেন, তবে তিথি ক্ষয়ে ব্রতের লোপাপত্তি হয়, তখন কর্ত্তব্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।

"ইত্থঞ্চ যদা চতুর্দ্দশীক্ষয়ঃ স্যা র্ত্তর্হি বৈষ্ণবানা মপি বিদ্ধোপবাসঃ প্রসজ্যেতৈব। অন্যথা অমাবস্যাসংযোগ ব্যবস্থায়াঃ অত্র লোপ প্রসঙ্গাৎ।" ইতি দিগ্দর্শনী। ৭০

যদি চতুর্দ্দশী ক্ষয় হয়, তবে বৈষ্ণবেরও বিদ্ধোপবাসের প্রসক্তি হবেই। তিথিক্ষয়ে বিদ্ধা উপবাসই করিবে।

বিদ্ধোপবাস স্বীকার না করিলে এইস্থলে "অমাবস্যা সংযুক্ত চতুর্দ্দশী কর্ত্তব্য" এই ব্যবস্থার লোপাপত্তি হয়, অতএব তিথি ক্ষয়ে বৈষ্ণবেরও বিদ্ধোপবাস কর্ত্তব্য।

"প্রদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্য" এই ব্যবস্থা বৈষ্ণব সঙ্গতা নহে। তাহা উপেক্ষণীয়।

"অতঃ সাব্যবস্থা বৈষ্ণব সঙ্গতা নস্যা দিত্যুপেক্ষ্যা। এতচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়াস্তে লেখ্য মেবেতি দিগ্দর্শনী।" ৭০

জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়ে—

শিবরাত্রৌ বিদ্ধাত্যাগ বচনদ্বয়ঞ্চ পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষাব্যাপ্ত্যাদৌ ইতি।

তথাচাগ্রে লেখ্য শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত বিষয়িকা বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তসম্মতা সর্ব্বা ব্যবস্থা নিরস্তেতি দিক। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৫ বি, ১৮০

"পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশী প্রদোষ ব্যাপিনী না হইলে শিবরাত্রি ব্রতে ভূতমিত্যাদি। মাঘাসিতমিত্যাদি, বিদ্ধা ত্যাগ বচন দ্বয়ের বিষয়।" অর্থাৎ প্রদোষ ব্যাপিনী হইলে ত্রয়োদশীযুক্ত, প্রদোষ ব্যাপিনী না হইলে অমাবস্যাযুক্ত শিবরাত্রি করিবে। এই ব্যবস্থাও উপেক্ষণীয়। সেইরূপ অগ্রেলেখ্য অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ

স্মার্ত্তমতে পারণ নির্ণ্ণয়

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতবিষয়ক বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তসম্মত শক্তাশক্ত ভেদে উপবাস প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা নিরাস করা হইয়াছে।

ন কেবলং তত্ত্বপদ্ধতি গ্রন্থ দৃষ্ট্যা লিখিতঃ কিন্তু সতা মাচরতশ্চেতি।

মধ্যদেশীয়ানাং বৈষ্ণবানাং বিদ্ধা বর্জ্জন নিয়মেন প্রায়ঃ পরদিনে ব্রতাচারণাৎ। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৫ বি ১৮০।

কেবল যে বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ দেখিয়া ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, তাহা নহে, সদ্বৈষ্ণবগণের আচরণ দেখিয়াও লিখিত হইয়াছে।

মধ্যদেশীয় বৈষ্ণবগণের বিদ্ধা বর্জ্জন নিয়মে প্রায় পরদিনই ব্রতাচরণ দেখা যায়।

এই দিগ্দর্শনীতে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগ থাকায় তিথি ক্ষয়ে নৃসিংহ চতুর্দ্দশী রাম নবমী এবং শিবরাত্রি ব্রত সদাচারেও গ্রহণীয়।

শ্রীবৈষ্ণব সম্মতৈবাত্র গ্রন্থে ব্যবস্থা লিখ্যতে নতুবৈষ্ণতের স্মৃতিকার পণ্ডিতগণ কল্পিতেতিভাবঃ। ১৫ বি; দিগ্দর্শনী। ১৮০

এই হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণববর্গ সম্মত ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে,

বৈষ্ণবেতর স্মৃতিকার পণ্ডিতগণের কল্পিত ব্যবস্থা লিখিত হয় নাই।

শিবরাত্রির সার ব্যবস্থা—

তিথি বৃদ্ধি হইলে ষষ্টি দণ্ডাত্মক দিবসে ব্রত হইবে। তিথিমল অকর্ম্মণ্য।

তিথি বিদ্ধা হইলে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশী গ্রহণ করিবে। অমাবস্যাদিনে চতুর্দ্দশী চারিদণ্ডের কম থাকিলে ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশী গ্রাহ্য। চতুর্দ্দশী ক্ষয় হইলে সেই দিনেই ব্রত হইবে। পারণ অমাবস্যায় হইবে।

স্মার্ত্তমতে পারণ নির্ণ্ণয়।

স্কন্দ পুরাণে—

জন্মাষ্টমী রোহিণীচ শিবরাত্রি স্তথৈবচ।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা তিথি ভান্তেচ পারণং॥
সা ত্বস্তময় পর্য্যন্তং ব্যাপিনী চেৎ পরে হ্যনি।
দিবৈব পারণং কুর্য্যাৎ পারণে নৈব দোষভাক্॥ ৭৭

টীকাচ দিগ্দর্শনী। অন্যথা অমাবস্যা রাত্রি ভোজন প্রাপ্তে রিতিভাবঃ।

স্মার্ত্তমতে পারণ নির্ণয়

এব মুপবাস দ্বয়ঞ্চ নিরস্তং। অতএব বোক্তং,—

যামত্রয়োর্দ্ধ গামিন্যাং প্রাতরেবহি পারণমিতি দিক্। ইত্যষা ৭০।

জন্মাষ্টমী রোহিনী ও শিব রাত্রি পূর্ব্ব বিদ্ধাই কর্ত্তব্য, তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণ হইবে।

পূর্ব্ব বিদ্ধায় উপবাস হইলে পরদিন চতুর্দ্দশী অস্ত সময় পর্য্যন্ত থাকিলে দিবাতেই পারণ করিবে। তাহাতে দোষভাগী হইবে না।

এই কথা স্বীকার না করিলে অমাবস্থা রাত্রিতে ভোজনের প্রাপ্তি হয়।

রোহিণী ব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ। অমাবস্যা রাত্রিতেও ভোজন নিষেধ, এই অবস্থায় দুই উপবাসের প্রসক্তি হয়; এই দোষ।

"সাস্বস্ত ময় পর্য্যন্তং" ইত্যাদি বচন দ্বারা দিবাতেই পারণ বিহিত হওয়ায় স্মার্ত্ত মতেও এই প্রকার উপবাসদ্বয় নিরস্ত হইল।

গোস্বামিপাদ দুই উপবাসের ব্যবস্থাই করেন না।

অতএব, তিথি যামত্রয়ের উর্দ্ধগামিনী হইলে প্রাতঃকালেই (পূর্ব্বাহ্নেই) পারণ করিবে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায়াং শ্রীশিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়োনাম নবমঃ অধ্যায়ঃ। *

শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা সমাপ্তা।

শ্রবণাদ্বাদশীব্রতমীমাংসা

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সহিতা।

শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধিকাব্যতীর্থেন

প্রণীতা

তেনৈব পরিশোধিতা চ।



শ্রীনিখিলানন্দ গোস্বামি কাব্যব্যাকরণতর্কতীর্থেন

প্রকাশিতা।

প্রিণ্টার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল, সিদ্ধেশ্বর প্রেস, ২২ নং সুকীয়াষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

ভূমিকা।

বহুকাল যাবৎ অষ্টমহাদ্বাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী ও প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের উপবাস লইয়া গোলযোগ চলিতেছে, কেহ দুই উপবাস, কেহ এক উপবাস, কেহ পূর্ব্ব দিনে, কেহ পরদিনে উপবাসের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া আমি এবং আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত ৺কৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ মহাশয়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ন্যায় ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ৺আনন্দমোহন গোস্বামি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে হরিভক্তিবিলাসের উপবাসাদি ব্যবস্থা সকল শিক্ষা করি। উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃষ্ণহরি গোস্বামীর পিতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভাবের বহুকাল পরে, কৃষ্ণহরি গোস্বামি বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ মহাশয় বৈষ্ণবোপবাসব্রত মীমাংসা রচনা করেন। আমিও শ্রবণাদ্বাদশীব্রত মীমাংসা প্রণয়ন করি এবং বহু স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের সহিত সমালোচনা করি। এই শ্রবণাদ্বাদশীব্রতমীমাংসা, বৈষ্ণবোপবাসব্রতমীমাংসারই পরিশিষ্ট। ইহাতে হরিভক্তিবিলাসোক্ত শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণের সমস্ত কারিকা টীকা ও ব্যাখ্যার সহিত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বিজয়া, শ্রবণৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, প্রথম বিষ্ণু-শৃঙ্খল ও দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃল, বিচারপূর্ব্বক ইহাতে মীমাংসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মতে শ্রবণাদ্বাদশী হইলে যে, একাদশী ত্যাগ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠকগণ ইহা পাঠ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, এবং উপবাসের গোল-যোগও ঘটিবে না বলিয়া আশা আছে।

এই পুস্তকের শেষে গোবর্দ্ধনপূজামীমাংসা এবং রাসযাত্রা মীমাংসা দেওয়া গেল। ইতি

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা

সূচীপত্র।

শ্রবণাদ্বাদশীব্রতমীমাংসা।

যঃ কলৌ রাধিকাকান্ত্যা পীত শৈচতন্যবিগ্রহঃ।
প্রণম্য সচ্চিদানন্দং তং রাধাব্রজমোহনম্॥
কুলদৈবত মস্মাকং বাণীগ্রামনিবাসিনাম্।
শ্রবণাদ্বাদশীব্রত মীমাংসা ক্রিয়তে ময়া॥
শ্রীল নন্দকুমারেণ কাব্যতীর্থেন শর্ম্মণা।
তত্ত্বনিধিপ্রযুক্তেন গোস্বামিবংশজেন বৈ॥
স্মার্ত্ত বৈষ্ণব বিদ্বদ্ভি র্বিচার্য্যাত্র পুনঃ পুনঃ।
ব্যাখ্যায়তে চতুর্বিধং শ্রবণাদ্বাদশীব্রতম্॥

বিজয়া

শ্রবণাদ্বাদশীর উদ্দেশ করিয়া প্রথমতঃ বিজয়া মহাদ্বাদশীর বর্ণন করা যাইতেছে।

হরিভক্তিবিলাসে ত্রয়োদশবিলাসে
ব্রহ্মপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃসংবাদে

বিজয়ার লক্ষণ

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনা মুত্তমা তিথিঃ॥ ১৫৬

শুক্লাদ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়া-দ্বাদশী বলে। সেই তিথি সমস্ত তিথির মধ্যে উত্তম।

অষ্টমহাদ্বাদশী।

শুক্লাদ্বাদশীতে পুনর্ব্বসুযোগে জয়া, শ্রবণাযোগে বিজয়া, রোহিণীযোগে জয়ন্তী, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী হয়।

অষ্ট মহাদ্বাদশী।

এই চারিটী নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে নক্ষত্র কি ভাবে কত সময় থাকা আবশ্যক, এখন তাহাই বলা যাইতেছে।

ভান্যর্কোদয় মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বাংবস্থ্য স্ততোংমীষাং ব্রতৌচিতী॥
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্ত্যান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষাং ব্রতাচরণযোগ্যতা॥ ১১৫

পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, পুষ্যা, ও রোহিণী এই চারিটী নক্ষত্র সূর্য্যোদয়ের সমকালে আরব্ধ হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের অধিক, সমান, অথবা উন অর্থাৎ কম হয়, তাহা হইলে এই সকল ব্রতের ঔচিত্য আছে, অর্থাৎ ব্রত হইবে।

কিম্বা এই সকল নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হয়, তাহা হইলেও ব্রতাচরণের যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ ব্রত হইবে। অপর সূর্য্যোদয়ের কম হইলে হইবে না।

এই সকল নক্ষত্রযুক্ত ব্রতে দ্বাদশী কি ভাবে কতক্ষণ থাকা আবশ্যক, এখন তাহাই বলা যাইতেছে।

শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং॥
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং।
গতায়া মপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ॥

শ্রবণা ভিন্ন তিন নক্ষত্রে (পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও রোহিণীতে) দ্বাদশীর সূর্য্যাস্তমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক।

সূর্য্যাস্তের পর দ্বাদশী থাকুক বা না থাকুক, তাহার কোন অপেক্ষা নাই।

শ্রবণা নক্ষত্রে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশীর পরিসমাপ্তি হইলেও ব্রতের ঔচিত্য আছে। অর্থাৎ দ্বাদশী দেড় প্রহর বা তাহা হইতে অধিক হইলেও ব্রত হইবে, দেড় প্রহরের কম হইলে হইবে না।*

* শ্রবণেতু অস্তাৎ প্রাগপি সার্দ্ধ যামাদুপরি দ্বাদশী সমাপ্তৌ তদহরেবোপবাসঃ। ইতি নৃসিংহ পরিচর্য্যা।

প্রকৃত বিজয়া ও অতি দিষ্ট বিজয়া।

'ভান্বর্কোদয়মারভ্য' ইত্যাদি লক্ষণবিহিত বিজয়া মহাদ্বাদশীকে লাক্ষণিক বিজয়া, যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া ও প্রকৃত বিজয়া বলা হয়। আর শ্রবণা দ্বাদশীকে অতিদিষ্ট বিজয়া বলা হয়।

বিজয়ার সার্থকতা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—বিজয়ার সার্থকতা কোথায়?

১। "দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।" ১৫ বি, ২৫৫

ইত্যাদি বচনানুসারে পূর্ব্বদিন বিষ্ণুশৃঙ্খল হইয়া পরদিন শ্রবণা ও দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে বিজয়ার লক্ষণ যায় না।

বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস শ্রবণাদ্বাদশীতে পারণ হইবে।

২। "শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।" ১৫ বি, ২৫১

ইত্যাদি বচনানুসারে দিবা রাত্রিতে যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে শ্রবণা প্রবেশ করিলে শ্রবণাদ্বাদশী হইবে। শ্রবণাদ্বাদশী বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস সিদ্ধ আছে। এইস্থলেও বিজয়ার লক্ষণ প্রবেশ করে না।

৩। পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল হইয়া পরদিন শ্রবণা ও দ্বাদশী উভয়ের অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হইলে—

"দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত নচৈবৈকাদশী যদা।" ১৩ বি, ১০৭

ইত্যাদি বচনানুসারে পরদিন বঞ্জুলী হইবে, বঞ্জুলী দ্বারাই দ্বাদশীতে উপবাস সিদ্ধ আছে। এইস্থলে বিজয়া বঞ্জুলীর অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ার পৃথক্ সার্থকতা নাই। যদি বল মল ভাদ্রে বিজয়ার স্বার্থকতা থাকিবে। কেবল মল ভাদ্রে থাকা অযুক্ত, কারণ মলভাদ্র মল জন্যই পরিত্যাজ্য। বিজয়ার স্বার্থকতা বিশুদ্ধ ভাদ্রে অর্থাৎ সৌর ভাদ্রে থাকা চাই। গোস্বামী পাদ বিশুদ্ধ ভাদ্রে বিজয়ার উপদেশ দিয়াছেন, যথা,—

ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়া ব্রতং।
তদা সর্ব্ব ব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্য মতিরিচ্যতে॥ ১৩ বি, ১৬০
কাল বিশেষে চাস্য ফল বিশেষং লিখতি ভাদ্র ইতি।
তদানীং শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভাবাৎ। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৬০

বিজয়ার সার্থকতা।

ভাদ্রমাসে বুধবারে যদি বিজয়া ব্রত হয়, তাহা হইলে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হয়। গোস্বামিপাদ এই কারিকা দ্বারা সময় বিশেষে এই বিজয়া ব্রতের ফলবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ সেই সময় বামনদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বামনদেবের প্রাদুর্ভাব বশতঃই এই বিজয়া ব্রতের উৎকর্ষ কীর্ত্তিত

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বিশুদ্ধ ভাদ্রেই বিজয়া ব্রত হয়।

পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল পরদিন দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। আর শ্রবণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হইয়াছে, এইস্থলে বিজয়া ব্রত হইবে। বিজয়ার এইস্থলেই স্বাধীনভাবে স্বার্থকতা। বিজয়া ব্রত বিষ্ণু শৃঙ্খলের বিঘাতক। প্রকৃত বিজয়াব্রতের পূর্ব্বদিনে বিষ্ণুশৃঙ্খল অবশ্য থাকিবে। বিজয়া ব্রত হইলে বিষ্ণু শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিয়া বিজয়াব্রত করিতে হইবে। নচেৎ বিজয়ার বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। বিষ্ণু শৃঙ্খল পরিত্যাজন উদ্দেশ্যেই যে গোস্বামিপাদ "ভাদ্রেমাসি বুধস্যাহ্নি" ইত্যাদি উক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ও থাকিতে পারে না।

দৃষ্টান্ত।

২৩ ভাদ্র
একাদশী
১৭।১০ পল
উত্তরাষাঢ়া
৫৭।১০ পল
২৪ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
১৮।৫০ পল
শ্রবণা
৬০ দণ্ড
২৫ ভাদ্র
শ্রবণা
২।২ পল অথবা নাই

২৩ ভাদ্র
একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণাযোগে প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল হইল।
২৪ ভাদ্র
বিজয়া মহাদ্বাদশী হইল, ২৩ ভাদ্র উপবাস না হইয়া ২৪ ভাদ্র উপবাস হইবে।

বিশুদ্ধ ভাদ্রে, মল ভাদ্রে, সৌর আশ্বিনে-চান্দ্র ভাদ্রে, বিজয়ার সার্থকতা আছে। মলভাদ্রে, সৌর আশ্বিনে-চান্দ্রভাদ্রে, শ্রবণাদ্বাদশী অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়ার বিষয় নাই।

লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী

১। সম্পূর্ণা একাদশী বৰ্দ্ধিত না হইলে শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমানকালে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করিলে বা অপর সূর্য্যোদয়ের অধিক হইলে আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক অথবা কম হইলে বঞ্জুলীই হইবে, বিজয়া হইবে না। ইহা শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী। এক সমানে দুই তিথি বা দুই নক্ষত্র বৰ্দ্ধিত হইতে বড় দেখা যায় না, তথাপি ধরিয়া লইলাম,—

দৃষ্টান্ত

১১ ভাদ্র

একাদশী—

৬০ দণ্ড মল পর দিনে যায় নাই।

উত্তরাষাঢ়া—

৬০ দণ্ড মল পর দিনে যায় নাই।

১২ ভাদ্র

সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত—

শুক্লাদ্বাদশী

৬০ দণ্ড

সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত—

শ্রবণা

৬০ দণ্ড

১২ ভাদ্র বিজয়া হইল না, শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী হইল, বিজয়ার বঞ্জুলীতে অন্তর্ভাব।

শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী

২। শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হইলে, আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হইলেও বঞ্জুলীই হইবে, বিজয়া হইবে না। বিজয়ার বঞ্জুলীতে অন্তর্ভাব, ইহা শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী। ইহার পূর্ব্ব দিনে বিষ্ণু শৃঙ্খল হয়। বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া বঞ্জুলীতে উপবাস হইবে।

১৩ ভাদ্র একাদশী ৫৮।২ পল উত্তরাষাঢ়া ৫৯।৪ পল ১৪ ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী ৬০ দণ্ড শ্রবণা ৬০ দণ্ড ১৫ ভাদ্র দ্বাদশী ১।৫৮ পল শ্রবণা ১।৫৬ পল	১৩ ভাদ্র একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগে বিষ্ণু শৃঙ্খল হইল। ১৪ ভাদ্র শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী হইল।

বিজয়ার ভেদ।

১। শুক্লা দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া সেই রাত্রিতে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া সম, ন্যূন বা অধিক হইলে বিজয়া হইবে।

দৃষ্টান্ত

৯ ভাদ্র

একাদশী

৬০ দণ্ড মল পর দিনে নির্গত হয় নাই।

উত্তরাষাঢ়া

৬০ দণ্ড মল পর দিনে নির্গত হয় নাই।

১০ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত

৫৮।১২ পল

শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত

৬০ দণ্ড

১১ ভাদ্র

শ্রবণা

১।২ পল

১০ ভাদ্র বিজয়া হইল

১২ ভাদ্র

একাদশী

৬০ দণ্ড মল পরদিনে যায় নাই।

উত্তরাষাঢ়া

৬০ দণ্ড মল পর দিনে প্রবেশ করে নাই।

১৩ ভাদ্র

শুক্লা দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত

৫৮।১০ পল

শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত

৫৭।৫৮ পল, বিজয়া হইল। ৫৯ দণ্ড হইলে বা পরদিনে শ্রবণা ২।১ দণ্ড গেলেও বিজয়া হইবে।

১০ ভাদ্র রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত ত্রয়োদশীর যোগ হইয়াছে। ১০ ভাদ্র বিজয়া মহাদ্বাদশী হইল। একাদশীতে উপবাস না হইয়া বিজয়াতে উপবাস হইবে।

২। শুক্লা দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া সেই রাত্রিতে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে, আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হইলে বিজয়া হইবে, কম হইলে হইবে না।

বিজয়ার ভেদ

দৃষ্টান্ত

১৫ ভাদ্র

একাদশী

৬০ দণ্ড মল পরদিনে নির্গত হয় নাই।

উত্তরাষাঢ়া

৫৭।৫৮ পল

১৬ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত

৫৭।২ পল

শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত
৬০ দণ্ড অথবা পরদিন ২।১ দণ্ড বৃদ্ধি হইলেও বিজয়া হইবে।

১৭ ভাদ্র

শ্রবণা ১৬ ভাদ্র দ্বাদশীর সহিত
২।১ পল ত্রয়োদশীর রাত্রিতে যোগ হইয়াছে। ১৬ ভাদ্র বিজয়া হইল।
একাদশীতে উপবাস না হইয়া বিজয়াতে উপবাস হইবে।

১৮ ভাদ্র

একাদশী

৬০ দণ্ড মল পর দিনে নির্গত হয় নাই।

উত্তরাষাঢ়া

৫৭।১০ পল

১৯ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত

৫৭।৫০ পল

শ্রবণা—

৬০ দণ্ড মল পরদিনে প্রবেশ করে নাই; বিজয়া হইল।

৩। শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া দেড় প্রহর বা অধিক হইলে, আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া সম ন্যূন বা অধিক হইলে বিজয়া হইবে। দ্বাদশী দেড় প্রহরের কম হইলে বিজয়া হইবে না।

দৃষ্টান্ত

১৯ ভাদ্র
একাদশী
১৫।২ পল
উত্তরাষাঢ়া
৬০ দণ্ড মল পরদিনে যায় নাই।
২০ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
১২।৫৮ পল
শ্রবণা
সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত
৬০ দণ্ড ৫৯ দণ্ড বা পরদিন ২।১ দণ্ড গেলেও বিজয়া হইবে।
২১ ভাদ্র
শ্রবণা
১।২ পল
২০ ভাদ্র বিজয়া হইল। একাদশীতে উপবাস না হইয়া বিজয়াতে হইবে।

২২ ভাদ্র
একাদশী
১৪।৪ পল
উত্তরাষাঢ়া
৬০ দণ্ড পরদিনে মল যায় নাই
২৩ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
১৩।৪ পল
শ্রবণা
সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত
৫৮।৫৬ পল
২৩ভাদ্র বিজয়া হইল।

৪। শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া দেড়প্রহর বা অধিক থাকিলে আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হইলে বিজয়া হইবে। কম হইলে হইবে না। দ্বাদশীও দেড় প্রহরের কম হইলে বিজয়া হইবে না।

বিজয়ার ভেদ

দৃষ্টান্ত

১৮ ভাদ্র
একাদশী
১৬ । ২ পল
উত্তরাষাঢ়া
৫৮ । ৪ পল
১৯ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
১৩।৫৮ পল
শ্রবণা
৬০ দণ্ড ষাইট দণ্ড হইলে বা অধিক হইলেও বিজয়া হইবে।
২০ ভাদ্র
শ্রবণা
১ । ৪ পল

২১ ভাদ্র
একাদশী
১৩ । ৫৮ পল
উত্তরাষাঢ়া
৫৭ । ১০ পল
২২ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
১২।২ পল
শ্রবণা
৬০ দণ্ড মল পরদিনে নির্গত হয় নাই। বিজয়া হইল।

১৮ ভাদ্র একাদশী দ্বাদশীও শ্রবণার যোগে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল। ১৯ ভাদ্র বিজয়া মহাদ্বাদশী হইল। বিজয়া মহাদ্বাদশী হইলে পূর্ব্বদিন বিষ্ণুশৃঙ্খল থাকিবে, বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া বিজয়ায় উপবাস হইবে।

শ্রবণাদ্বাদশী

ত্রয়োদশ বিলাসের অন্তে—

অন্যেহপি দ্বাদশীভেদা বহবঃ সন্তি বিশ্রুতাঃ।
অগ্রতো লেখনীয়াস্তে তত্তন্মাস প্রসঙ্গতঃ॥ ১৭৯

অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা লিখিত হইল। অপর বহু প্রকার দ্বাদশীর ভেদ পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা সেই সেই মাস প্রসঙ্গে আগে লিখিত হইবে।

পক্ষকৃত্যে যে বিজয়া মহাদ্বাদশীর কথা বলা হইয়াছে, মাস কৃত্যে তাহারই ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র।

তথাহি গ্রন্থ কৃতাংকারিকা

ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদিস্যা দ্বিজয়া ব্রতং।

তদা সর্ব্ব ব্রতেভ্যো হস্য মাহাত্ম্য মতিরিচ্যতে॥ ১৩ বি, ১৬০

কালবিশেষে চাস্য ফল বিশেষং লিখিতি ভাদ্রে ইতি। তদানীং শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভাবাৎ। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৬০

ভাদ্র মাসে বুধবারে যদি বিজয়া ব্রত হয়, তাহা হইলে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হয়।

গোস্বামি পাদ এই কারিকাদ্বারা সময় বিশেষে এই বিজয়া ব্রতের ফল বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ সেই সময় বামনদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বামনদেবের প্রাদুর্ভাব বশতঃই এই বিজয়া ব্রতের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পক্ষ কৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশী আর মাস কৃত্যের শ্রবণাদ্বাদশী একই পদার্থ।

প্রকারভেদে ইহাই যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া মহাদ্বাদশীর ভেদ। এখন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রবণাদ্বাদশী চারি প্রকার,—শ্রবণাদ্বাদশী, শ্রবণৈকাদশী, প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল, দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খল। এই সকল দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া।

পঞ্চদশ বিলাসে।

মার্কণ্ডেয়ঃ।

শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।

উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণং॥ ২৫৬

যদি শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী লাভ হয়, তবে দ্বাদশীতে উপবাস, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান থাকায় শ্রবণাদ্বাদশীতে দ্বাদশীর ক্ষয়ই লক্ষিত হইতেছে।

শ্রবণাদ্বাদশী

যমশ্চ

যদাতু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সৌতু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা ॥ ২৫১

যখন শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্র হয়, তখন এই দ্বাদশী মহাপুণ্যদায়িনী হয়। তাহাকে বিজয়া দ্বাদশী বলে।

স্কান্দে

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥ ২৪৫

ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণাযুক্ত হইলে মহাদ্বাদশী নামে অভিহিত হয়। উপবাসে মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রবণাদ্বাদশীর বাচনিক বিজয়াত্ব ও মহাদ্বাদশীত্ব লাভ হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পিতাপুত্র সংবাদে

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লপক্ষে যদি হরের্দিনে।
বুধশ্রবণ সংযোগঃ প্রাপ্যতে তত্র পূজিতঃ ॥
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ বামনো মনসি স্থিতান্।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা তিথিঃ প্রীতিকরী হরেঃ ॥ ২৪৬

ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে হরিদিন অর্থাৎ দ্বাদশীতে বুধ এবং শ্রবণার সংযোগ পাইলে তাহাতে যদি বামন পূজিত হন, তবে মনঃ কল্পিত শুভকামনা সকল প্রদান করেন, এই তিথি হরির অতিশয় প্রীতিকরী। এই তিথি বিজয়া নামে অভি-হিত।

উভয় বচনের ভাদ্র পদে সৌর ভাদ্র বুঝিতে হইবে।

মাসিভাদ্রপদে শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।

ইত্যাদি বচনে,

মাসি ভাদ্র পদে শুক্লপক্ষে যদি হরে র্দিনে।

ইত্যাদি বচনে

"ভাদ্র পদের" উপাদান থাকায় সৌর আশ্বিন মাসে-চান্দ্রভাদ্রে এবং মলভাদ্রে শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া হইবে না। একাদশীতেই উপবাস হইবে। সৌরভাদ্রেই শ্রবণা দ্বাদশী অর্থাৎ অতিদিষ্ট বিজয়া হয়।

কেহ কেহ ভাদ্রপদের ব্যাবৃত্তি স্থল মলভাদ্র কহেন, তাহা ঠিক নহে, কারণ মলভাদ্র মল বলিয়া ত্যাজ্য, কর্ম্মের অযোগ্য সৌর আশ্বিন-চান্দ্রভাদ্র ভাদ্রপদের ব্যাবৃত্তি স্থল।

মল ভাদ্রে এবং আশ্বিনমাসে চান্দ্রভাদ্রে লাক্ষণিক বিজয়া এবং বিষ্ণু শৃঙ্খল হইতে পারে। লাক্ষণিক বিজয়া হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া বিজয়া মহাদ্বাদশীতে উপবাস হইবে, আর লাক্ষণিক বিজয়া না হইয়া কেবল বিষ্ণু শৃঙ্খল হইলে বিষ্ণু শৃঙ্খলেই উপবাস হইবে। বিজয়ার পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল থাকিবে।

শ্রাবণমাস মল হইলে, আশ্বিন মাসের প্রথমভাগে শুক্লাদ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইতে পারে। আর ভাদ্র মাস মল হইলে আশ্বিনমাসের শেষভাগে শুক্লা-দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইতে পারে।

সন ১৩৩৫ সালের ৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার শুক্লাদ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে। সৌরভাদ্রের পূর্ণিমাতে ভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগে চান্দ্রভাদ্র আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্ব শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই শ্রবণাদ্বাদশী হয়। ভাদ্র-মাস ভিন্ন শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ সম্ভবে না।

শ্রবণাদ্বাদশী চারিরূপে হইতে পারে। শেষোক্তটী বিষ্ণু শৃঙ্খলে যুক্ত।

১। সূর্য্যোদয়ের সমানকালে দ্বাদশী প্রবৃত্ত হইয়া সেই রাত্রিতে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে, পরে শ্রবণা একাদশী দিনে প্রবৃত্ত হইয়া দ্বাদশী দিনে দ্বাদশীর সহিত মিলিত হইয়া দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে শ্রবণাদ্বাদশী হইবে। এই একপ্রকার।

শ্রবণাদ্বাদশী

দৃষ্টান্ত

২২শে ভাদ্র	২৪শে ভাদ্র
একাদশী	একাদশী
৬০ দণ্ড পরদিনে মল নির্গত হয় নাই।	৬০ দণ্ড পরদিনে মল নির্গত হয় নাই।
উত্তরাষাঢ়া	উত্তরাষাঢ়া
২৫।৮ পল	৫৬।৫৬ পল
২৩শে ভাদ্র	২৫শে ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত	শুক্লাদ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত
৫৮।৪ পল	৫৯।২ পল
শ্রবণা	শ্রবণা
২৫।৫২ পল	৫৮।৪ পল
শ্রবণা দিবাতে নিবৃত্ত হইয়াছে, ২৩ ভাদ্র শ্রবণা-দ্বাদশী হইল। রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত ত্রয়োদশীর যোগ হইয়াছে।	শ্রবণা রাত্রিতে নিবৃত্ত হইয়াছে। ২৫ ভাদ্র শ্রবণা দ্বাদশী হইল। রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত ত্রয়োদশীর যোগ হইয়াছে।

২। দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী দেড় প্রহরের কম থাকিলে, শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সমান সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া সম, ন্যূন বা অধিক হইলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে। লাক্ষণিক বিজয়া হইবে না। এই অপর প্রকার।

দৃষ্টান্ত।

১৯ ভাদ্র

একাদশী

১১।১০ পল

উত্তরাষাঢ়া

৬০ দণ্ড মল পর দিনে প্রবেশ করে নাই।

২০ ভাদ্র

১১।৫০ পল

শ্রবণা

সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত

৬০ দণ্ড

২১ ভাদ্র

শ্রবণা

২।১ পল

২০ ভাদ্র শ্রবণা দ্বাদশী হইল লাক্ষণিক বিজয়া দ্বাদশী হইল না।

২১ ভাদ্র

একাদশী

১০।১০ পল

উত্তরাষাঢ়া

৬০ দণ্ড মল পর দিনে যায় নাই

২২ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী

১১।৫৯ পল

শ্রবণা

সূর্য্যোদয়ের সম কালে প্রবৃত্ত

৫৯।৫৬ পল

২২ ভাদ্র

শ্রবণা দ্বাদশী হইল, লাক্ষণিক বিজয়া দ্বাদশী হইল না। ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশী ৪।৬।৮।১০ বা ১১।৫৯ পল হইলে শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের সম কালে প্রবৃত্ত হইয়া ৫৯.৬০ অথবা ৬০ দণ্ড হইয়া পর দিনে ২।১ দণ্ড নির্গত হইলেও শ্রবণাদ্বাদশী হইবে। প্রকৃত বিজয়া হইবে না।

৩ একাদশী দিনে দ্বাদশী উত্তরাষাঢ়ার সহিত মিলিত হইয়া পর দিনে (দ্বাদশী দিনে) নির্গত হইলে এবং ঐ দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে শ্রবণা নক্ষত্র দিবাতেই হউক কিম্বা রাত্রিতেই হউক, যে কোন সময়ে দ্বাদশীকে স্পর্শ করিলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে, অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া যুক্ত দ্বাদশীতে যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলেই শ্রবণা দ্বাদশী হয়। এই অন্য প্রকার শ্রবণা দ্বাদশী এইরূপ প্রায় হইয়া থাকে।

শ্রবণাদ্বাদশী

ক্বচিদিতি। রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েঽপীত্যর্থঃ।

ইতি দিগ্দর্শনী। ১৫৩

দিগ্দর্শনীর এই লেখা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উত্তরাষাঢ়া যুক্ত দ্বাদশীতে যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলেই শ্রবণা দ্বাদশী হইবে।

দৃষ্টান্ত।

১৭ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
২৫।২ পল
উত্তরাষাঢ়া
১৫।১৮ পল
দ্বাদশীর সহিত দিবাতে শ্রবণার যোগ। শ্রবণা দ্বাদশী হইল।
এই অন্য রূপ—

১৯ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
৪৫।১৭ পল
উত্তরাষাঢ়া
৩৬।১২ পল
রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ। শ্রবণা দ্বাদশী হইল।

৪। বিষ্ণু শৃঙ্খল ও শ্রবণা দ্বাদশী।

শুক্লাদ্বাদশী দিনে দ্বাদশী দেড় প্রহরের কম থাকিলে আর শ্রবণা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয়ের কম হইলে পূর্ব্ব দিন বিষ্ণু শৃঙ্খল ও পর দিন শ্রবণা দ্বাদশী হইবে। বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস, শ্রবণাদ্বাদশীতে পারণ হইবে।

দৃষ্টান্ত।

২৬ ভাদ্র
একাদশী
১।১০ পল
উত্তরাষাঢ়া
৫৬।১০ পল

২৭ ভাদ্র
দ্বাদশী
১১।৫০ পল
শ্রবণা
৫৬।৫০ পল

২৬ ভাদ্র বিষ্ণু শৃঙ্খল। ২৭ ভাদ্র শ্রবণা দ্বাদশী; এই স্থলে বিষ্ণু শৃঙ্খলের প্রাধান্য। বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস, শ্রবণা দ্বাদশীতে পারণ হইবে।

শ্রবণা দ্বাদশী হইলে দুই উপবাস কি? এক উপবাস? এই অভিপ্রায় অবলম্বনে স্মার্ত্তমত নিরাস করা যাইতেছে, স্মার্ত্তমতে একাদশী নিত্য এবং শ্রবণা দ্বাদশী কাম্য বলিয়া শক্তাশক্ত ভেদ করা হইয়াছে। যথা,—

একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যা স্তু পরে হহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥ ২৫২

কিঞ্চ।

অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্ ব্রতান্তরং।
ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে॥ ২৫২

তথাহি ভবিষ্য পুরাণে—

একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধি-লোপঃ স্যা দুভয়ো র্দেবতা হরিঃ॥ ইতি॥ ২৫২

পূর্ব্বদিনে বিশুদ্ধা একাদশী হইয়া পরদিনে শ্রবণা দ্বাদশী হইলে শক্ত ব্যক্তি দুই উপবাস করিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে,—

পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজভোজনং।
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যা দ্ব্রতান্তরং॥ ২৫২

ইতি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরং।

"পারণার শেষ পর্য্যন্ত ব্রত, ব্রতান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন। পূর্ব্বব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিবেই না।"

ইত্যাদি বচনের এইস্থলে বাধকতা নাই। কারণ ভবিষ্যোত্তরে বলা হইয়াছে,—

"একাদশীর উপবাস করিয়াই দ্বাদশীর উপবাস করিবে। ইহাতে বিধিলোপ হইবে না; যেহেতু একাদশী ও দ্বাদশী উভয়ের দেবতাই হরি।

অশক্ত স্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে বৈকাদশী দিনে।
উপবাসং বুধঃ কুর্য্যা চ্ছ্রবণ দ্বাদশী দিনে॥

তথাচ নারদীয়ে।

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাং।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্য সংশয়ং॥

শ্রবণাদ্বাদশী।

বাজপেয়ে তথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি সন্।
এব মেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্য সংশয়ং॥ ইতি। ২৫২

দুই উপবাস উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ অশক্ত ব্যক্তি একাদশী দিনে ভোজন করিবে, আর শ্রবণা দ্বাদশী দিনে উপবাস করিবে।

নারদীয়ে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে, যথা,—

শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত পুণ্যময়ী দ্বাদশীতে উপবাস করিলে মানব একাদশীর উপবাস জনিত পুণ্য লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই।

যেমন বাজপেয় যজ্ঞে কর্ম্মহীন ব্যক্তিও দীক্ষিত হইলে অস্নাতই হউক, আহুতই হউক, সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীর উপবাস জনিত সমস্ত পুণ্য লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই।

গোস্বামিপাদ এই স্মার্ত্তমতে দোষ দেখাইতেছেন,—

"টীকাচ দিগ্দর্শনী। কেচিচ্ছেদ মুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থ বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তং, বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ, তথা নারদীয় বচনেষত্র শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্য নির্দ্দেশাচ্চ। ইত্যেষা। ২৫২

কেহ কেহ দুই উপবাসের (একাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশীর) প্রাপ্তিতে এই শ্রবণা-দ্বাদশী অসমর্থ বিষয়ক, এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহার প্রমাণ জন্য তিনটী নারদীয় বচনের (উপোষ্যেত্যাদি) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অসমর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থা অযুক্ত, তাহার এক কারণ, বৈষ্ণবের সম্বন্ধে দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া তাহাতে (শ্রবণা দ্বাদশীতে) উপবাস হয়। অন্য কারণ, নারদীয় বচন সকলে 'শক্ত ও অশক্ত নর' এইরূপ বিশেষ উল্লেখ নাই, অথচ "নরঃ প্রাপ্নোত্য সংশয়ং" এইস্থলে "নরঃ" এইরূপ সামান্য নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যদি বল—

"শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্য নির্দ্দেশাচ্চ।"

এই হেতু, অব্যভিচারী হইতেছে না, শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগ হয় নাই, স্বয়েতে বৃত্তি থাকিয়া স্বয়ের ইতরেও বৃত্তি রহিয়াছে *। অর্থাৎ শক্তেও বৃত্তি আছে অশক্তেও বৃত্তি আছে। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে,—

বাজপেয়ে তথা যজ্ঞে, কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি সন্॥
এব মেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রপ্নোত্যসংশয়ং॥

ইত্যাদি নারদীয় বচনে—

"কর্ম্মহীনোঽপি", "অস্নাতোঽপি" "অহুতোঽপি"

এই অপি শব্দ সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ন কেবলং কর্ম্মহীনোঽপি অপিতু সকর্ম্মাপি।
ন কেবলং অস্নাতোঽপি অপিতু স্নাতোঽপি।
ন কেবলং অহুতোঽপি অপিতু হুতোঽপি।

এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

এখন অর্থ হইতেছে,—বাজপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি সকর্ম্মাই হউক বা কর্ম্মহীনই হউক, স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, হুতই হউক বা অহুতই হউক, যেমন সমস্ত কর্ম্মফল লাভ করে।

এইপ্রকার একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীর উপবাসজনিত সমুদয় পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়।

"বাজপেয়ে তথাযজ্ঞে" ইত্যাদি বচন দ্বারা যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই দৃষ্টান্তের "অপি" শব্দ দৃষ্টে—

"একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্য সংশয়ং।

ইত্যাদিস্থলে "নরঃ" পদে শক্তাশক্তনর কল্পনা করা যায়, সুতরাং—

"শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্যনির্দ্দেশাচ্চ।"

এই হেতু ব্যভিচারী হইতেছে। আপাততঃ ব্যভিচার দেখা যায় সত্য, বস্তুগত্যা ব্যভিচারী হইতেছে না। কারণ,

যদুত্তর শ্রূয়মাণঃ অপিশব্দঃ সতদ্বিরুদ্ধার্থ মেব প্রতিপাদায়তি।

* স্ববৃত্তিত্বে সতি স্বেতর বৃত্তিত্বং ব্যভিচারিত্বং।

শ্রবণাদ্বাদশী।

যাহার পর অপি শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, সে তাহার বিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদন করে। এইরূপ ন্যায় আছে।

বাজপেয়ে তথাযজ্ঞে কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো ঽপ্যহুতোঽপি সন্॥

এইস্থলে "অপি" শব্দ দ্বারা "কর্ম্মহীনোঽপি, সকর্ম্মাপি, অস্নাতোঽপি, স্নাতোঽপি, অহুতোঽপি হুতোঽপি" এই বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হইল। এই দৃষ্টান্তের অপি শব্দ "নরঃ প্রাপ্নোতি" এই "নরঃ" পদকে সম্বন্ধ করিতেছে না। সুতরাং "শক্তা শাক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্যনির্দ্দেশাচ্চ।" এই হেতু ব্যভিচারী হইতেছে না।

স্বয়ে বৃত্তি থাকিয়া স্বয়ের ইতরে বৃত্তি না থাকিলে অব্যভিচারী হয়। শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগে বৃত্তি আছে, শক্ত বা অশক্ত বিশেষে বৃত্তি নাই অব্যভিচারী হইল। *

"সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো ঽপ্যহুতোঽপি সন্।"

এই দৃষ্টান্ত—

"পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।"

ইহার সহিত।

"ফলং প্রাপ্নোতির" দৃষ্টান্ত, "পুণ্যং প্রাপ্নোতির" সঙ্গে।

"বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।"

তথা নারদীয় বচনেষত্র শক্তাশক্ত বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্য নির্দ্দেশাচ্চ।

এই দুইটী হেতু দ্বারাই শক্তাশক্ত ব্যবস্থা নিরাস করা হইয়াছে।

আর পারণ বিচারে—

"পারণাহেতু দ্বাদশ্যা" ইত্যাদি, ২৫৭ অঙ্কধৃত,

"ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদিত্যাদি, ২৫৮ অঙ্কধৃত,

* স্ববৃত্তিত্বে সতি স্বেতরাবৃত্তিত্বমব্যভিচারিত্বং।

"দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র" ইত্যাদি, ২৫৯ অঙ্কধৃত,

"বিষ্ণু শৃঙ্খলকেঽপিস্তা"দিত্যাদি, ২৬০ অঙ্কধৃত,

কারিকাগুলির সহিত আপাততঃ—

কেচিচ্চেদ মুপবাস দ্বয়ে প্রাপ্তে" ইত্যাদি, ২৫২ অঙ্কধৃত,

দিগ্দশনীব বিরোধ দেখা যায় বটে, কিন্তু বস্তুগত্যা বিরোধ যে হয় না, তাহা পারণ বিচার কারিকাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—শ্রবণাদ্বাদশী যথোক্ত লক্ষণ অর্থাৎ 'ভাস্কর্যোদয়মাবভ্য" ইত্যাদি লক্ষণ বিহিত বিজয়া মহাদ্বাদশী হইতেছে না, সেই লক্ষণের বিষয় তাহাতে যাইতেছে না, এবং তাহার নিত্যতাও নাই,—তবে শ্রবণাদ্বদশী প্রকরণে,—

"বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণাযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসঃ" ।

এই হেতুর সঙ্গতি হয় কিরূপে? যেহেতু শ্রবণাদ্বাদশী মহাদ্বাদশী হইতে পারিতেছে না *। ইত্যাদি আশঙ্কা নিবারণার্থ গোস্বামিপাদ নিজমত স্থাপন করিতেছেন। যথা—

অল্পোঽপি অনযো র্যোগো ভবে ত্তিথিভয়ো র্যদি।

উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিত্যত্রোপবসে দ্বুধঃ॥ ২৫২

যদি তিথিও নক্ষত্র অর্থাৎ দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগ অল্পও হয়, তবে সেই উপাদেয় অর্থাৎ উপবাসযোগ্য, ইহাতেই উপবাস করিবে।

এব শব্দের অনুযোগ ব্যবচ্ছেদকতাহেতু 'এব' শব্দ এইস্থল একাদশীর ব্যাবর্ত্তক হইল।

এই ব্যবস্থার প্রমাণ, যথা—

তথাচ শ্রবণাদ্বাদশীং প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তং।

তিথিনক্ষত্রয়ো র্যোগো যদা চৈব নরাধিপ!।

দ্বিকলো যদি লভ্যেত সজ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ॥ ২৫২

শ্রবণা দ্বাদশী প্রস্তাবে নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে,—হে নরাধিপ! যে কোন সময়ে তিথি নক্ষত্রের অর্থাৎ দ্বাদশীও শ্রবণার দ্বিকলযোগ ও যদি লাভ হয়, তবে তাহাকে অষ্টযামিক যোগ বলিয়াই জানিবে।

* ২৩। ২৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

শ্রবণাদ্বাদশী

দুই কলাই অষ্টযাম।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—

সা তিথি স্তদহোরাত্র মিত্যনেন খণ্ডতিথে রহোরাত্রত্ব কীর্ত্তন মহোরাত্র সাধ্যোপবাসাদি কর্ম্মার্হত্বার্থং। ইতি তিথিতত্ত্বং।

"সেই খণ্ডতিথিই সেই অহোরাত্র" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচন দ্বারা অহোরাত্র সাধ্য উপবাসাদিকর্ম্ম-যোগ্যতার জন্য খণ্ডতিথির অহোরাত্রত্ব কীর্ত্তন। খণ্ডতিথিই অহোরাত্র ব্যাপিনী তিথি।

দৃষ্টান্ত।

যেমন একদিন একাদশী দুইদণ্ড আছে, সেই দুই দণ্ড কালই যে, উপবাসযোগ্য তাহা নহে, সমস্ত অহোরাত্রই উপবাস যোগ্য।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, দ্বিকল যোগই পুণ্যতম ? না সমস্ত অষ্ট যামিকই পুণ্যতম ? এই আভাস অবলম্বনে বলা যাইতেছে,--

তথৈব মাৎস্যে

দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না, পুণ্যতমা তিথিঃ।
নতু সা তেন যুক্তাচ তাবত্যেব প্রশস্যতে ॥ ২৫২

শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না সর্ব্বা দ্বাদশীতিথিঃ দ্বাদশ্যহোরাত্রং পুণ্যতমা। তেন শ্রবণেন যুক্তা তাবতী এব দ্বাদশী ন তু প্রশস্যতে ন প্রশস্তা যাবতী শ্রবণাযুক্তা ইত্যর্থঃ।

শ্রবণাযুক্তা সমস্ত দ্বাদশী তিথি অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম। যে পর্য্যন্ত শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী থাকে, সেই পর্য্যন্তই যে, প্রশস্ত অর্থাৎ পুণ্যতম তাহা নহে।

দৃষ্টান্ত

১৬ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
২৫।৪ পল
শ্রবণা
১৭।৮ পল

শ্রবণাযুক্ত এই সতর দণ্ড আট পল দ্বাদশীই যে, পুণ্যতম তাহা নহে, সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম।

২৭ ভাদ্র
শুক্লাদ্বাদশী
৩৫।১২ পল
উত্তরাষাঢ়া
২।৪ পল
শ্রবণা
৫৬।৫৬ পল

শ্রবণাযুক্ত এই পয়ত্রিশ দণ্ড বার পল দ্বাদশীই যে পুণ্যতম, তাহা নহে। সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম।

"দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা" ইত্যাদি মাৎস্য বচন দ্বারা এই পাওয়া যাইতেছে যে, দ্বাদশীও শ্রবণার দ্বিকলার যোগই যে পুণ্যতম তাহা নহে, সমস্ত অষ্টযামই পুণ্যতম। দ্বিকলার যোগে অহোরাত্র পুণ্যতম ইহা লাভ হইল।

"তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগ" ইত্যাদি বচনটি ব্রত নির্ণায়ক, শ্রবণা দ্বাদশীব্রত নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে, ইহা মাহাত্ম্যে বর্ণিত হয় নাই, মাহাত্ম্য সূচকও নহে।

দ্বিকলা অল্প কালের উপলক্ষণ, তাহা গোস্বামিপাদ প্রদর্শন করিতেছেন।

"তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগ" ইত্যাদ্যং যত্তু দর্শিতং।
তেনাল্পকাল সংযোগে হপ্যষ্ট যামিকতেষ্যতে॥ ২৫২

'তিথি ও নক্ষত্রের যোগ' ইত্যাদি নারদীয় বচন যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দারা অল্পকাল সংযোগেও অষ্টযামিকতা অর্থাৎ অহোরাত্রত্ব স্বীকৃত হইল।

দ্বিকলার অষ্টযামিকতা স্বীকার দ্বারা "তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগঃ" ইত্যাদি বিশেষ বচন বলে উত্তরাষাঢ়া যুক্ত দ্বাদশীতে দিবা রাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া মহাদ্বাদশীর অতিদেশ করা হয়।

শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী।

শ্রবণাদ্বাদশী।

একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হইলেই অতিদেশ হয়।

ইনবদ্বিকোঽপি

ইনের ধর্ম্ম ইকে আরোপিত হইল।

ভূ ধাতুবৎ

ভূশব্দে ধাতুর ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইল।

অতি দেশের লক্ষণ

প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মা ত্তৎ সমানেষু কর্ম্মসু।

ধর্ম্মো হতিদিশ্যতে যেন সো হতিদেশ ইতি স্মৃতঃ॥

যে প্রকৃত কর্ম্মের ধর্ম্ম তৎসদৃশ অন্য কর্ম্মে অতিদিষ্ট অর্থাৎ আরোপিত হয়, তাহাই অতিদেশ।

যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া মহাদ্বাদশীর ধর্ম্ম তৎসদৃশ শ্রবণা দ্বাদশীতে অতিদিষ্ট অর্থাৎ আরোপিত হইল।

"ভান্বর্কোদয় মারভ্য" ইত্যাদি লক্ষণের লাক্ষণিক ধর্ম্ম ও বিজয়া-মহাদ্বাদশীর নিত্যধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইল। শ্রবণা দ্বাদশী বিজয়া মহাদ্বাদশী হওয়ায়

"বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণ যোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।"

এই হেতুরও সঙ্গতি হইল। সুতরাং বৈষ্ণবের শ্রবণা দ্বাদশীতেই উপবাস হইবে, একাদশীতে হইবে না।

অন্যমত খণ্ডন করা যাইতেছে,—

"কেচিচ্চেদ মুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্য সমর্থবিষয়ক মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তং, বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণ যোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।

কেচিচ্চেদমিতি। ইদং শ্রবণাদ্বাশীব্রতং। তদযুক্তমিতি। তৎ অসমর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনং।

কেহ কেহ—

"দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।"

এইস্থলে "মহাদ্বাদশীত্বেন" এই পদ দেখিয়া—এই মহাদ্বাদশীকে পক্ষকৃত্যের অষ্ট মহাদ্বাদশী-প্রকরণীয় লাক্ষণিক অর্থাৎ "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি লক্ষণ

বিহিত বিজয়া মহাদ্বাদশী মনে করিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ;—লাক্ষণিক বিজয়া মহাদ্বাদশী হইলেই উপবাস হইবে, উত্তরাষাঢ়াযুক্ত দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে উপবাস হইবে না।" কারণ, শ্রবণা দ্বাদশী মহাদ্বাদশী নহে, মহাদ্বাদশী স্বীকার করিলে নবত্ব ঘটে, অষ্টত্বের হানি হয়।

এইরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত নহে' কারণ এই মহাদ্বাদশী পক্ষকৃত্যের অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রকরণীয় নহে, মাসকৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণীয়। "ইদং" শব্দে শ্রবণাদ্বাদশীব্রতকে পরামর্শ করিতেছে। 'তদযুক্তং' এই স্থলের "তৎ" শব্দে অসমর্থ বিষয়ক ব্যবস্থাকে উপস্থিত করিতেছে।

"মহাদ্বাদশীত্বেন" এই মহাদ্বাদশী শব্দে শ্রবণা দ্বাদশীকেই সম্বন্ধ করিতেছে। পক্ষকৃত্যের অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রকরণীয় লাক্ষণিক বিজয়া মহাদ্বাকশীকে সম্বন্ধ করিতেছে না। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শ্রবণা দ্বাদশী মহাদ্বাদশী হয় কিরূপে? তাহার উত্তর, প্রকৃত বিজয়া বা যথোক্ত লক্ষণ বিজয়ার অতি দেশ করিয়াই শ্রবণাদ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী বলা হয়। অতি দেশ বলেই মাসকৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশী, বিজয়া মহাদ্বাদশী হয়। বিজয়া মহাদ্বাদশী হইলেই নবত্ব ঘটে না, অষ্টত্বেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। * ইহা লাক্ষণিক বিজয়া মহাদ্বাদশীর প্রকারভেদ মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—দ্বাদশীও শ্রবণার অল্প যোগেই যখন অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হয়, তখন প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাশীর স্থল কোথায় থাকিবে? উত্তর,—মলভাদ্রে শ্রবণা দ্বাদশীব্রত হইবে না, মলভাদ্র প্রকৃত বিজয়ার স্থল। যদি বল মলভাদ্র মাসই নহে, মল বলিয়া কর্ম্মের অযোগ্য, এইস্থলে বিজয়ার স্বার্থকতা সঙ্গত নহে। তবে সৌর আশ্বিনমাসে-চান্দ্রভাদ্রে শ্রবণা দ্বাদশীব্রত হইবে না, সৌর আশ্বিন মাস-চান্দ্রভাদ্র প্রকৃত বিজয়ার স্থল। বিশুদ্ধ ভাদ্রেও প্রকৃত বিজয়ার স্থল রহিয়াছে। পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল, পরদিন দ্বাদশী দেড়প্রহরের অধিক থাকিলে আর শ্রবণা অপর সূর্য্যোদয় বেধ করিলে বিজয়া হইবে। বিজয়া বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিঘাতক। পূর্ব্বেও বিজয়ার সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আবার প্রদর্শন করাইয়া পুনরুক্তি করা গেল।

শ্রবণা দ্বাদশ্যা অষ্টত্বং নিত্যত্বঞ্চ সিদ্ধং অতিদিষ্টত্বাৎ।

শ্রবণা দ্বাদশী পক্ষ, অষ্টত্ব ও নিত্যত্ব সাধ্য, অতিদিষ্টত্ব হেতু।

শ্রবণাদ্বাদশী

দৃষ্টান্ত

২৭ ভাদ্র একাদশী ২৫।১০ পল উত্তরাষা ঢা, ৫৭।১০ পল	২৭ ভাদ্র একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল।
২৮ ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী ২৪।৫০ পল শ্রবণা ৬০ দণ্ড	২৮ ভাদ্র দ্বাদশী দেড়প্রহরের অধিক হইয়াছে। শ্রবণা ৬০ দণ্ড হইয়াছে বিজয়া মহাদ্বাদশী হইল। বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া বিজয়াতে উপবাস হইবে।
২৯ ভাদ্র শ্রবণা ২।৫০ পল	

শ্রবণৈকাদশী।

শ্রবণৈকাদশী শ্রবণাদ্বাদশীরই ভেদ।

শ্রবণা দ্বাদশী প্রস্তাবে নারদীয়ে—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতাঃ॥
উভয়োর্দেবতাবিষ্ণুঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিভেদো হত্র ন কর্ত্তব্যো বিভেদাৎ পততে নরঃ॥ ২৫৩
টীকাচ দিগ্দর্শনী। বৈষ্ণবং ঋক্ষং শ্রবণং।
ক্বচিদিতি। রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েঽপীত্যর্থঃ।
ইত্যেষা। ২৫৩

দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণানক্ষত্র যদি দ্বাদশীতে না পায়, তাহা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে; এই একাদশী পাপহন্ত্রী। পুরুষোত্তম

বিষ্ণু উভয়ের (একাদশী ও দ্বাদশীর) দেবতা। এই উভয়ে ভেদ কর্ত্তব্য নহে, ভেদ করিলে মানব পতিত হবে।

"যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং" ইত্যাদি বচন দ্বারা শ্রবণাযুক্ত একাদশীই দ্বাদশী, শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীই একাদশী ; এইরূপ অভিন্ন বুঝিতে হইবে। নিত্য উপোষ্যা একাদশীকে তদা উপোষ্যা বলায় ব্যতিরেকে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—একাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া দ্বাদশীতে শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীই উপোষ্যা, একাদশী উপোষ্যা নহে।

বিষ্ণু পুরাণে

যাঃ কাশ্চি ত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যানক্ষত্র যোগতঃ।
তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্য্যা চ্ছ্রবণ দ্বাদশীং বিনা॥ ২৫৪

টীকা চ দিগ্দর্শনী। যাঃ কাশ্চিদিতি। যেন কেনচিৎ নক্ষত্রবিশেষ যোগেন যাঃ কাশ্চিৎ তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ তাসু যদ্বিহিতং ব্রতং তৎ তাস্বেব কুর্য্যাৎ। ন তিথ্যন্তরে তত্ত নক্ষত্র যুক্তে।

যথা ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যর্ক্ষেণ যুক্তা গোবিন্দ দ্বাদশী নাম, তস্যা মুপবাসব্রতং বিহিতং তস্যা মেব কুর্য্যাৎ, ন চ পুষ্যান্বিতায়াং একাদশ্যাং। এবং নিয়মশ্চ শ্রবণা-দ্বাদশীং বিনা। শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত স্তু শ্রবণৈকাদশ্যা মপি ভবতীত্যর্থঃ। ইত্যেষা।২৫৪

যে কোন নক্ষত্রবিশেষের যোগে যে কোন তিথি পুণ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিহিত যে ব্রত, তাহা সেই সেই তিথিতেই করিবে। সেই সেই নক্ষত্র যুক্ত যে, অন্য তিথি তাহাতে করিবে না। এই নিয়ম শ্রবণা-দ্বাদশী ভিন্ন।

দৃষ্টান্ত।

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে গোবিন্দ দ্বাদশী বলে। তাহাতে যে উপবাসব্রত বিহিত হইয়াছে, তাহা সেই গোবিন্দ দ্বাদশীতেই করিবে। পুষ্যান্বিত একাদশীতে করিবে না। এই প্রকার নিয়ম শ্রবণাদ্বাদশী ভিন্নে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শ্রবণা দ্বাদশীব্রত যে, কেবল শ্রবণা দ্বাদশীতেই হয়, এমন নহে ; তাহা শ্রবণৈকাদশীতেও হয়।

দ্বাদশীতে শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীতেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত, দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হইলে কেবল একাদশীতেই শ্রবণা হইলে, একাদশীই শ্রবণা দ্বাদশীব্রত। এই নিমিত্ত শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতবিকল্প।

শ্রবণৈকাদশী।

পারণ নির্ণয়ে গোস্বামিপাদ, শ্রবণা দ্বাশীকে ব্রতবিকল্প বলিয়াছেন,—

"স চ ব্রতবিকল্পে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে চ স্পষ্ট এব"। ২৫১

শ্রবণা দ্বাদশী হইলে একাদশী উপোষ্যা কি না? এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

"যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং" ইত্যাদি বচনে "একাদশী তদোপোষ্যা" এইস্থলে "তদা" শব্দের উপাদান থাকায় একাদশী উপোষ্যা নহে। একাদশীতে উপবাস হইলে "তদা" শব্দের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়।

"বিভেদোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিভেদাৎ পততে নরঃ।"

ইত্যাদি বচনে ভেদ নিষিদ্ধ হওয়াতেও শ্রবণা দ্বাদশী হইলে একাদশী উপোষ্যা নহে।

শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হয় বলিয়াও একাশীর উপোষ্যা নহে।

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতবিকল্প বলিয়াও একাদশী উপোষ্যা নহে। একাদশী ও শ্রবণা-দ্বাদশী উভয় উপোষ্যা হইলে বিকল্পত্বের হানি হয়।

এই চারিটি কারণ নির্দ্দেশ করা গেল।

এই শ্রবণা দ্বাদশী একাদশী প্রকরণীয় নহে, দ্বাদশী প্রকরণীয়। কেহ একাদশী প্রকরণীয় বুঝিলে ভুল বুঝিয়াছেন।

এখন আর একটী সংশয়ের নিরাস করা যাইতেছে,—

গোবিন্দ দ্বাদশী

ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যর্ক্ষেণ সংযুতা।
গোবিন্দ দ্বাদশী নাম সা স্যা দ্গোবিন্দ ভক্তিদা॥
তস্যা মুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তং প্রপূজয়েৎ।
লিখিতঃ পাপনাশিন্যাং বিধি র্যত্রাপি স স্মৃতঃ॥ ১৪ বি, ৮৩

টীকা চ দিগ্দর্শনী। অত্র গোবিন্দ দ্বাদশ্যাং ভগবৎ পূজনেঽপি স এব বিধিঃ স্মৃতো মুনিভিঃ। একদৈবত্যাদিনা দ্বয়ো রেকরূপত্বাৎ। ইত্যেষা। ১৪ বি, ৮৩

ফাল্গুনের শুক্লাদ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে গোবিন্দ দ্বাদশী বলে। সে গোবিন্দ ভক্তিদান করে।

তাহাতে উপবাস করিয়া যথাবিধি ভগবান্‌কে পূজা করিবে। ভগবানের পূজায় পাপনাশিনীতে যে বিধি, গোবিন্দ দ্বাদশীতেও সেই বিধি। কারণ, পাপ-নাশিনী এবং গোবিন্দ দ্বাদশী দুইয়ের রূপ এক, দেবতাও এক।

যথোক্ত লক্ষণ পাপনাশিনী না হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া গোবিন্দ দ্বাদশীতে উপবাস হইবে না। যেহেতু পাপনাশিনী নিত্য এবং গোবিন্দ দ্বাদশী কাম্য।

ত্রয়োদশ বিলাসে অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রকরণে

পাপনাশিনী ব্রত প্রসঙ্গে।

ফাল্গুনে মাসি যদ্যেষা দ্বাদশী পাপনাশিনী।
ভবে তদা ব্রতস্যাস্য মহিমা স্যা দ্বিশেষতঃ॥ ১৭৭

ফাল্গুনমাসে যদি এই পাপনাশিনী দ্বাদশীব্রত হয়, তাহা হইলে, এই ব্রতের বিশেষরূপ মহিমা হয়।

এই কারিকা লক্ষণান্বিত পাপনাশিনীকে লক্ষ্য করিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—দ্বাদশীও শ্রবণার অল্পমাত্র যোগ হইলে যেমন অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হয়, সেইরূপ দ্বাদশীও পুষ্যার অল্পমাত্র যোগে অতিদিষ্ট পাপ-নাশিনী হউক। এইরূপ বলা সঙ্গত হইতেছে না, কারণ শ্রবণা দ্বাদশীর সম্বন্ধে বিশেষ বচন রহিয়াছে। যথা :—

তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগো যদা চৈব নরাধিপ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত সজ্ঞেয়ো হ্যষ্ট যামিকঃ॥

এই বিশেষ প্রমাণ বলেই শ্রবণা দ্বাদশীতে বিজয়া মহাদ্বাদশীর অতিদেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ এইস্থলে "দ্বাদশী ও পুষ্যার অল্প যোগই অষ্টযাম" এই প্রকার বিশেষ বচন নাই বলিয়াই গোবিন্দ দ্বাদশীতে পাপনাশিনীর অতিদেশ করা হইতে পারে না।

"আচার্য্যাণা মিয়ং শৈলী প্রাক্ সামান্যে নাভিধায় পশ্চা দ্বিশেষেণ পরি-সমাপ্যতে।

আচার্য্যগণের এই রীতি, পূর্ব্বে সামান্য দ্বারা অভিহিত করিয়া পশ্চাৎ বিশেষ দ্বারা পরিসমাপ্তি করা হয়। শ্রবণা-দ্বাদশী প্রথম "যা তিথি স্তদহোরাত্রং" এই

শ্রবণৈকাদশী।

সামান্য দ্বারা অভিহিত। "দ্বিকলো যদি লভ্যেত" ইত্যাদি বিশেষ দ্বারা পশ্চাৎ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

গোবিন্দ দ্বাদশী সামান্য দ্বারা অভিহিত হইলেও বিশেষ দ্বারা পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং গোবিন্দ দ্বাদশী অতিদিষ্ট পাপনাশিনী হইতে পারে না।

এখন দেখা যাইতেছে, -দ্বাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া একাদশীতে শ্রবণা পাইলে একাদশীই শ্রবণা দ্বাদশী আর একাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া দ্বাদশীতে শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীই শ্রবণা দ্বাদশী। আর একাদশীও দ্বাদশী উভয় দিনে শ্রবণা পাইলে প্রথম দিন প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল এবং দ্বিতীয় দিন শ্রবণা দ্বাদশী।

উভয় দিনে শ্রবণা না পাইলে কর্ত্তব্য কি? তাহাই বলা যাইতেছে।

"দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণা ভাবে তদ্যোগ হানিতঃ।
একাদশ্যা মুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ॥ ১৫ বি, ২৬০

টীকা চ দিগ্দর্শনী। ননু যথা জন্মাষ্টম্যাং রোহিণ্যাদি যোগাভাবেঽপি উপবাস স্তথা অত্র শ্রবণ যোগাভাবেঽপি শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া সমর্থেনোপবাসদ্বয়-পক্ষে দ্বাদশ্যা মুপবাসঃ কর্ত্তব্যো নবা ইত্যাশঙ্কা লিখতি দিনদ্বয়েতি। তস্য দ্বাদশ্যাং শ্রবণাযোগস্য হানিতঃ অভাবাৎ। যত স্তদ্যোগাপেক্ষয়ৈব দ্বাদশ্যা মুপবাস বিধান মিতি দিক্। ইত্যেষা। ২৬০

মৎস্য পুরাণে—

উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিং॥ ৬৫

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—জন্মাষ্টমীতে রোহিণ্যাদি যোগের অভাবেও যেমন উপবাস হয়, সেইরূপ শ্রবণাযোগের অভাবেও শ্রীবামনদেবের প্রাদুর্ভাবকে অপেক্ষা করিয়া উপবাসদ্বয় পক্ষে সমর্থ ব্যক্তির দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য কি না? এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন, দ্বিনদ্বয়েতি।

একাদশী কিম্বা দ্বাদশীতে, উভয় দিনেই শ্রবণা না পাইলে দ্বাদশীতে শ্রবণা-যোগের অভাব হেতু একাদশীতে উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে বামনকে অর্চ্চনা করিবে। যেহেতু শ্রবণ যোগকে অপেক্ষা করিয়াই দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান। শ্রবণার যোগ না হইলে বামন দ্বাদশী বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে না।

মৎস্য পুরাণে—

একাদশীতে উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে হরিকে অর্চ্চনা করিবে।

একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে শ্রবণা পাইলে যে দিন একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা পাইবে, সেইদিন বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে।

বিষ্ণুশৃঙ্খল দ্বাদশীর ক্ষয় বৃদ্ধি অনুসারে দুইপ্রকার।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল।

মাৎস্যে—

দ্বাদশী শ্রবণ স্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
স এব বৈষ্ণব-যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খল সংজ্ঞিতঃ॥
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিব ন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভাং॥ ইতি ২৫৫

শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী যদি একাদশীকে স্পর্শ করে, তাহাকে বৈষ্ণব-যোগ বলে। তাহাতে যথাবিধি উপবাস করিলে মানব পাপহীন হয় এবং অতি উত্তম সিদ্ধিলাভ করে। যে সিদ্ধি পাইলে মানবের আর পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরাগমন) হয় না।

একাদশী পদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে।
অন্যথা দ্বাদশী স্পর্শ স্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥ ২৫৫

একাদশী পদে এইস্থলে একাদশীর অহোরাত্র বুঝিতে হইবে। "একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণ স্পৃষ্টা দ্বাদশীর যোগ" ইহা না বলিলে একাদশীতে দ্বাদশীর স্পর্শ সর্ব্বদাই থাকিবে।

এই নিমিত্ত একাদশীর অহোরাত্রে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার মিলন বলা হইয়াছে।

একাদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণার মিলনই বিষ্ণুশৃঙ্খল।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল

দৃষ্টান্ত

১৭ ভাদ্র

একাদশী

৪৫।১০ পল

শ্রবণা

৪৮।১০ পল

শ্রবণা একাদশীকে স্পর্শ করিয়া দ্বাদশীকে স্পর্শ করিয়াছে, প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল।

১৪ ভাদ্র

একাদশী

৪৬।১০ পল

উত্তরাষাঢ়া

৪৫।১০ পল

১৫ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী

৪৬।৫০ পল

শ্রবণা

৪৮।৫০ পল

১৪ ভাদ্র প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল।

১৫ ভাদ্র শ্রবণা দ্বাদশী হইল। দ্বাদশী ও শ্রবণার রাত্রিতে নিবৃত্তি হইয়াছে।

১১ ভাদ্র

একাদশী

১৫।১৫ পল

উত্তরাষাঢ়া

২৫।১৫ পল

১২ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী

১৭।৪৫ পল

শ্রবণা

২৬।৪৫ পল

১১ ভাদ্র একাদশীর অহোরাত্রে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে। প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল।

১২ ভাদ্র শ্রবণাদ্বাদশী হইল। শ্রবণা ও দ্বাদশীর দিবাতে নিবৃত্তি হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত

৯ ভাদ্র

একাদশী

৫২।১০ পল

উত্তরাষাঢ়া

৫৬।১০ পল

১০ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী

৫৪।৫০ পল

শ্রবণা

৫৫।৫০ পল

৯ ভাদ্র একাদশীর অহোরাত্রে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে। প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল।

১০ ভাদ্র শ্রবণাদ্বাদশী হইল। শ্রবণা ও দ্বাদশীর রাত্রিতে নিবৃত্তি হইয়াছে।

২৭ ভাদ্র

একাদশী

১৭।১০ পল

উত্তরাষাঢ়া

৫৮। ০ পল

২৮ ভাদ্র

শুক্লাদ্বাদশী

১৫।৫০ পল

শ্রবণা

৬০ দণ্ড

২৯ ভাদ্র

শ্রবণা

১।১৫ পল

২৭ ভাদ্র একাদশীর অহোরাত্রে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইল।

২৮ ভাদ্র প্রকৃত বিজয়া মহাদ্বাদশী হইল।

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ।

দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষং চেদ্ যস্মিন্ লাভে ভবে দিদং।
দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টে তাস্মিংশ্চ পূজিতা খলু॥
তদ্বৎ সাহিত্য মেবাহ পূর্ব্বস্যা দেব হেতুতঃ।
তস্যা দয় স্তু তত্রৈব বিশেষো বিনিগদ্যতে॥ ২৩৫

ব্যাখ্যা। যস্মিন্ লাভে একাদশ্যাং ইদং দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষং দ্বাদশী যুক্ত শ্রবণা নক্ষত্রং চেদ্ যদি ভবেৎ, তদা অস্মিন্ লাভে একাদশ্যাং "দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশে

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ।

দেকাদশীং যদা" ইত্যাদি বচনবিহিতা পৃষ্টতা খলু স্পর্শ এব ভবেৎ। পূর্ব্বস্মাদেব হেতুতঃ "দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশে দেকাদশীং যদা" ইত্যাদি কারণাদেব তদ্বৎ প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলবৎ সাহিত্যং একস্মিন্ দিনে একাদশী দ্বাদশী শ্রবণানাং মেলনং এব আহ বদতি। তস্মাৎ প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলাৎ অয়ন্ত বক্ষ্যমাণো বিশেষঃ দ্বাদশী ক্ষয় রূপঃ তত্রৈব দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে এব, বিনিগচ্ছতে কথ্যতে।

পাতেইতি লিপিকরপ্রসাদঃ।

"ল্পা" স্থানে "প্পা", "ভে" স্থানে "ভে" ইতি।

যে কোন একাদশী দিনে এই দ্বাদশী যুক্ত শ্রবণা নক্ষত্র যদি হয়, তবে "দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশে দেকাদশীং যদা" ইত্যাদি বচন বিহিত শ্রবণাস্পৃষ্টা দ্বাদশীর এই একাদশীতে স্পর্শই থাকিবে।

পূর্ব্বহেতু অর্থাৎ "শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী যদি একাদশীকে স্পর্শ করে" এই কারণে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের ন্যায় দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলেও সাহিত্য অর্থাৎ একদিনে একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণার মিলনই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইতে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে এই বক্ষ্যমাণ বিশেষ (দ্বাদশীক্ষয়রূপ) সেই দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলেই কথিত হইতেছে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্য মপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণু সাযুজ্যকৃ দ্ভবেৎ॥
তস্মিন্নুপোষণা দ্গচ্ছে চ্ছ্বেতদ্বীপ পুরং ধ্রুবং॥ ২৫৫
দ্বাদশ্যা মুপবাসো হত্র ত্রয়োদশ্যা ন্তু পারণং॥
নিষিদ্ধ মপিকর্ত্তব্য মিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ ইতি। ২৫৬

টীকাচ দিগ্দর্শনী। নিষিদ্ধমপীতি।

"একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতং।
ত্রয়োদশ্যাং নতৎকার্য্যং দ্বাদশ দ্বাদশীক্ষয়াৎ।"

ইত্যাদি মৎস্যপুরাণ বচনৈ স্ত্রয়োদশ্যাং পারণনিষেধাৎ।

এতচ্চ স্থূলদৃষ্ট্যা বৈষ্ণবেতর বিষয়ক ব্যবস্থাপেক্ষয়া চেতি জ্ঞেয়ং। তত্রৈব শ্রবণর্ক্ষেত্যাদিনা—ত্রয়োদশ্যা মেব শ্রীমার্কণ্ডেয়াদিভিঃ পারণোক্তেঃ।

তথা প্রায়ো বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যুপবাসেন সর্ব্বত্র ত্রয়োদশ্যা মেব পারণাপত্তেঃ।

অতএবং ব্যাখ্যেয়ং। শ্রীবিষ্ণু সযুজ্যাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বকর্ম্মাদ্যনাদরেণ নিষিদ্ধ মপি কর্ত্তু মুচিতং; ইত্যেষা চ পরমেশ্বরস্যাজ্ঞৈব, দ্বাদশী বল্লভস্য ভগবতো দ্বাদশী ব্রত প্রিয়ত্বাৎ। অতএব সর্ব্বত্র বৈষ্ণবানাং দ্বাদশী ব্রত গ্রহণাদি শ্রূয়তে ইতি দিক্। ইত্যেষা॥ ২৫৬

একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা হইলে, তাহার নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল। সে বিষ্ণুসাযুজ্য উৎপাদন করে। সেই বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপপুরে (বৈকুণ্ঠে) গমন করে। ২৫৫

এই ব্রতে দ্বাদশীতে উপবাস ত্রয়োদশীতে পারণ তাহা নিষিদ্ধ হইলেও পরমেশ্বরের আজ্ঞাবলে করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—

"একাদশীতে উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে পারণ করিবে, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না; কারণ ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে দ্বাদ-দ্বাদশীজনিত পুণ্য ক্ষয় হয়।"

ইত্যাদি মৎস্যপুরাণাদির বচন দ্বারা ত্রয়োদশীতে পারণের নিষেধ আছে।

তা বটে কিন্তু, এই নিষেধ স্থূল দৃষ্টি দ্বারা বৈষ্ণবেতর বিষয়ক ব্যবস্থাকে অপেক্ষা করিয়াই জানিবে। কারণ, সেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত প্রসঙ্গে—

"শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণং॥ *

ইত্যাদি বচন দ্বারা জানা যায়, ত্রয়োদশীতেই মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ পারণ করিতে বলিয়াছেন।

আর প্রায়ই বৈষ্ণবের সম্বন্ধে দ্বাদশীর উপবাসে সর্ব্বত্র ত্রয়োদশীতেই পারণ দেখা যায়। অতএব এইরূপ ব্যাখ্যাই উচিত, যথা—

"শ্রীবিষ্ণু সাযুজ্যাদি অপেক্ষায় সকল কর্ম্মাদিকে অনাদর করিয়াই নিষিদ্ধ কার্য্য করাও উচিত; ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞাই বটে।"

* ১১ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দেখুন।

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ

যে হেতু, দ্বাদশী বল্লভ ভগবানের দ্বাদশী ব্রত প্রিয়। অতএব বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বত্র দ্বাদশী ব্রত গ্রহণাদি শুনা যায়॥ ২৫৬

যোগো হয় মন্ত্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে।
দ্বাদশ্যা মুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ॥
ত্রয়োদশ্যাং পারণং হি শ্রবণে ন নিষেৎস্যতে॥ ২৫৭

দ্বাদশীতে উপবাস ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান থাকায় এই যে দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগ তাহা দ্বাদশী ক্ষয়েই লক্ষিত হইতেছে, অর্থাৎ দ্বাদশী ক্ষয়েই তাহার বিষয়।

দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খল ত্রিস্পৃশা মধ্যে গণ্য, শ্রবণা যোগে মহাত্ম্য অধিক হয় মাত্র।

প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগের পারণ দিনে দ্বাদশী অধিক, শ্রবণা কম হইলে যেমন শ্রবণান্তে পারণ হয়, সেইরূপ ত্রয়োদশীর পারণেও হউক, এই আভাস অবলম্বনে বলা যাইতেছে, ত্রয়োদশ্যা মিতি। ত্রয়োদশীতে যে, পারণ তাহা শ্রবণাতে নিষিদ্ধ হবে না। কারণ নিষেধের কোন প্রমাণ নাই।

স্মার্ত্তমতে একাদশী নিত্য এবং শ্রবণাদ্বাদশী কাম্য সুতরাং স্মার্ত্তমতে দুই উপবাসের ব্যবস্থা আছে। শক্তা শক্তা ভেদে এক উপবাসেরও ব্যবস্থা আছে।

বৈষ্ণবমতে একাদশীও নিত্য, শ্রবণা দ্বাদশীও নিত্য, উপর্য্যুপরি দুইটা নিত্যব্রত হইতে পারে না, যেহেতু "পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং" ইত্যাদি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন তাহার বাধক।

ইহা জানিয়াও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বিষ্ণু শৃঙ্খলের উপবাসে বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া থাকেন।

পারণাহে তু দ্বাদশ্যা ইত্যাদি ২৫৭ অঙ্ক ধৃত,
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদিত্যাদি ২৫৮ অঙ্কধৃত,
দ্বাদশ্যা মুপবাসো হত্র ইত্যাদি ২৫৯ অঙ্ক ধৃত,
বিষ্ণুশৃঙ্খলকেহপিস্যা দিত্যাদি ২৬০ অঙ্কধৃত,

কারিকাগুলির সহিত কেচিচ্ছেদ মুপবাস দ্বয়ে প্রাপ্তে ইত্যাদি ২৫২ অঙ্কধৃত দিগ্দর্শনীর বিরোধ দেখিতে পান।

কেহ দুইদিনে উপবাস, কেহ একদিনে উপবাস, কেহ পূর্ব্বদিনে উপবাস,

কেহ পরদিনে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া বিষ্ণুশৃঙ্খলে ও শ্রবণা দ্বাদশীতে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ বিচারটি মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলে কোন বিরোধই দেখিতে পাইবেন না। আমি তাহা বিষদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, বৈষ্ণবগণের এক উপবাসই কর্ত্তব্য তাহা ও প্রদর্শন করাইব।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ বিচার।

অত্রৈব দ্বাদশী মধ্যে পারণং শ্রবণে হধিকে।
বক্ষ্যমাণঞ্চ ঘটতে হন্যথা প্রগ্ দ্বিধা ব্রতং ॥ ২৫৫

ব্যাখ্যা। অত্রৈব প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলে এব শ্রবণে অধিকেসতি দ্বাদশী মধ্যে এব পারণং ভবেৎ। অন্যথা এবং প্রকারং বিনা প্রাগ্‌বৎ পূর্ব্ববৎ শ্রবণা দ্বাদশীবৎ বক্ষ্যমাণং দ্বিধা দ্বিপ্রকারং ব্রতং ঘটতে।

এই প্রথবিষ্ণু শৃঙ্খলেই দ্বাদশী হইতে শ্রবণা অধিক হইলে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে। অন্যথা অর্থাৎ—"শ্রবণা অধিক হইলে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে" এই কথা স্বীকার না করিলে পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ শ্রবণা দ্বাদশীর ন্যায় বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার ব্রত ঘটে।

বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার ব্রত, যথা ঃ—

(স্মার্ত্ত মতে)

পারণাহে তু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌ তু পারণাভাবা চ্ছক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ং ॥

টীকা চ দিগ্‌দর্শনী। পারণাহে ব্রতপারণ দিনে দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধৌ সত্যাং শক্ত শ্চেৎ ব্রতদ্বয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ইত্যেষা ২৫৭

ন চাত্র বিধি লোপঃ স্যা দুভয়ো র্দেবতা হরিঃ ॥ ২৫৮

টীকা চ দিগ্‌দর্শনী। ননু—

"পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ ভোজনং।
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈষ কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরং ॥"

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তে রপারণে দোষঃ স্যাৎ, তত্রাহ চাত্রেতি। উভয়োরেকাদশী দ্বাদশ্যোঃ ইত্যেষা। ২৫৮

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ বিচার।

ব্রতপারণ দিনে দ্বাদশী এবং শ্রবণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে গমন করিলে,

"ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যা দৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ।

নিশায়াং পারণং কুর্য্যা দ্বর্জ্জয়িত্বা মহানিশাম্॥ ইতি তিথিতত্ত্বম্।

রোহিণী ব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবে না। রোহিণী ব্রতেও নিশাতে পারণ করিবে। মহানিশা বর্জ্জন করিবে, মহানিশাতে পারণ করিবে না।

এই বচন সামর্থ্যে রাত্রিতে পারণের অভাব অর্থাৎ নিষেধ হেতু শক্ত ব্যক্তির দুই উপবাস করা উচিত। ২৫৭

তবে এখন প্রশ্ন হইতেছে এই,

"পারণার শেষ পর্য্যন্তই ব্রত, ব্রতান্তে ব্রাহ্মণভোজন, পূর্ব্বব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিবেই না।"

এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচনহেতু, অপারণে দোষ দেখা যায়, তাহাতেই বলা হইয়াছে, ন চাত্রেতি।

এইস্থলে বিধিলোপ হইবে না, যে হেতু একাদশী এবং দ্বাদশী, উভয়ের দেবতাই হরি। ভবিষ্যোত্তরে

বিষ্ণুশৃঙ্খলকে হপি স্যা দ্বৃত্তি র্নিশি পরত্র চ।

যদা ধিক্যা ত্তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যা দ্ব্রতদ্বয়ম্॥

পারণায়া অনৌচিত্যাং তাবত্যাং নিশি চেদ্ভবেৎ।

অশক্তস্তূত্তরং কুর্য্যা দ্যোগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ॥ ২৬০

ব্যাখ্যা। দার্ঢ্যায় পুনরুক্তং। বিষ্ণুশৃঙ্খলকেহপীতি। অপিশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থে। ন কেবলং শ্রবণাদ্বাদশ্যাং অপি তু—বিষ্ণুশৃঙ্খলকেহপি। যদা তিথিভয়োঃ দ্বাদশী শ্রবণয়োঃ আধিক্যাৎ বৃদ্ধিতঃ পরত্র ব্রতপারণ দিনে নিশি রাত্রৌ বৃত্তিঃ স্থিতিশ্চেৎ। অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে ইত্যাদে র্বাধকত্বং ন স্যাৎ, ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদিত্যাদিবচনাৎ। তদা শক্তো ব্রতদ্বয়ং কুর্য্যাৎ। যাবত্যাং নিশি তিথিনক্ষত্রয়োর্বৃত্তি স্তাবত্যাং নিশি ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিত্যাদি বচনাৎ পারণায়া অনৌচিত্যাং চেৎ তদা অস্য দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগস্য গৌরবাৎ অশক্তস্তু উত্তরং ব্রতপারণদিনং কুর্য্যাৎ উপাস্যেত্যাদি নারদীয়বচনেভ্যঃ।

ইত্যেকবিধবক্ষ্যমাণব্রতম্।

পুনরুক্তি দ্বারা ইহার (পূর্ব্ব পক্ষের) দৃঢ়তা করা যাইতেছে। স্মার্ত্তমতে,—যেমন একাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশী উভয়ই উপোষ্যা, সেইরূপ বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগেও তিথিনক্ষত্রের আধিক্য বশতঃ ব্রত পারণ দিন রাত্রিতে যদি দ্বাদশী ও শ্রবণার স্থিতি হয়, তবে শক্ত ব্যক্তি দুই ব্রত করিবে।

"এক ব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিতেই নাই", এই নিষেধেরও বাধকতা নাই, যেহেতু "একাদশীও দ্বাদশী, উভয়ের দেবতা হরি বলিয়া বিধিলোপ হয় না, এইরূপ বচন রহিয়াছে।

যে নিশিতে শ্রবণা ও দ্বাদশীর স্থিতি, সেই নিশিতে, "রাত্রিতে পারণ করিতে নাই" ইত্যাদি বচন বলে রাত্রিতে পারণের অনৌচিত্য যদি হয়. তাহা হইলে এই শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীর গৌরবহেতু, অশক্ত ব্যক্তি পরদিনে অর্থাৎ ব্রত পারণ দিনে ব্রত করিবে। তাহার প্রমাণ উপযোত্যাদি নারদীয় বচন ত্রয়।

সমর্থ ব্যক্তি বিষ্ণুশৃঙ্খল এবং শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত করিবে, অসমর্থ ব্যক্তি কেবল শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত করিবে।

এই একবিধ বক্ষ্যমাণ ব্রত।

বৈষ্ণব মতে—

দ্বাদশ্যা মুপবাসো হত্র ত্রয়োদশ্যান্ত পারণং। ২৫৯

টীকাচ দিগ্দর্শনী। এব সমর্থো ব্রতমেক মেব কুর্য্যা দিত্যাহাতং। তত্রচ—

শ্রবণেন সিতা যত্র দ্বাদশী লভ্যতে ক্বচিৎ।
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যা মর্চ্চয়েদ্ধরিং।

ইত্যাদি শ্রীযমাদ্যুক্তে রশক্তস্যৈকাদশ্যা মেব উপবাসাশঙ্কাস্যা দতো লিখতি দ্বাদশ্যা মিতি। বৈষ্ণবেষ্বষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। তচ্চ পূর্ব্বমেব তত্রৈব লিখিত মস্তি। ইত্যেষা। ২৫৯

বৈষ্ণবেষ্বষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রতস্য মিত্যত্বাদিত্যনেন শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতস্য নিত্যত্ব মষ্টত্বঞ্চ সাধিতং অতিদিষ্টত্বাদিতি।

ইত্যন্যবিধ বক্ষ্যমাণ ব্রতং।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—সমর্থ ব্যক্তি দুই ব্রত অসমর্থ ব্যক্তি এক ব্রতই করিবে, এইরূপ বলিলে "কদাচিৎ শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণার সহিত লাভ হইলে, একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিকে অর্চ্চনা করিবে।"

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ বিচার।

ইত্যাদি যমাদ্যুক্তি হেতুক 'অশক্তের একাদশীতেই উপসাস'। এই আশঙ্কা হয়, এইজন্যই বলা হইয়াছে, দ্বাদশ্যামিতি। এইস্থলে অশক্ত ব্যক্তির দ্বাদশীতে উপবাস, ত্রয়োদশীতে পারণ। আর বৈষ্ণবের শক্তাশক্ত ভেদ নাই, দুই উপবাসও নাই। অতএব বৈষ্ণবের সম্বন্ধে পারণ দিনে শ্রবণা দ্বাদশীতেই উপবাস হইবে, বিষ্ণুশৃঙ্খল ও শ্রবণা দ্বাদশী দুই উপবাস হইবে না। কারণ বৈষ্ণবের সম্বন্ধে অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা আছে। তাহা পূর্ব্বেই ত্রয়োদশবিলাসে অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে।

শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী বলিয়া নিত্য; যথোক্ত লক্ষণ বিজয়া বা প্রকৃত বিজয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীর অন্যতম-বিজয়া মহাদ্বাদশীতে গণ্য। সুতরাং শ্রবণা দ্বাদশীর অষ্টত্বও নিত্যত্ব লাভ হইতেছে। নবত্ব ঘটে না। এই অন্যবিধ বক্ষ্যমাণ ব্রত।

"তত্রৈব দ্বাদশী মধ্যে পারণং শ্রবণে হ্যধিকে।
বক্ষ্যমাণঞ্চ ঘটতে হ্যন্যথা প্রথ দ্বিধা ব্রতং॥"

এই বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার ব্রত বলা হইল। (১)

---

(১) "শ্রবণা অধিক হইলে দ্বাদশী মধ্যে পারণ হইবে" এই কথা স্বীকার না করিলে দুই প্রকার দোষ ঘটে।

স্মার্ত্তমতে একাদশী নিত্য, শ্রবণা দ্বাদশী কাম্য। পূর্ব্বদিন প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইয়া পরদিন দ্বাদশী ও শ্রবণার রাত্রিতে নিবৃত্তি হইয়াছে। মনে করুন, ৭ ভাদ্র বিষ্ণুশৃঙ্খল, ৮ ভাদ্র দ্বাদশী ৩৮।১০ পল, শ্রবণা ৪২।৫০ পল, উভয়েই রাত্রিতে নিবৃত্ত হইয়াছে। দ্বাদশী হইতে শ্রবণা অধিক হইয়াছে। রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ। তখন শক্ত ব্যক্তির দুই উপবাস অর্থাৎ বিষ্ণুশৃঙ্খল ও শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাস আর অশক্ত ব্যক্তির কেবল এক উপবাস অর্থাৎ শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাস হইতে পারে, এই এক প্রকার দোষ।

বৈষ্ণবমতে একাদশীও নিত্য, শ্রবণা দ্বাদশীও নিত্য, উপর্য্যুপরি দুইটী নিত্য ব্রত করাও নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবের একটী উপবাস হইবে। দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হয়। অতিদিষ্ট বিজয়া প্রকৃত বিজয়ার অন্তর্ভুক্ত, অষ্ট মহাদ্বাদশী মধ্যে গণ্য। সুতরাং অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতায়

পারণাহেতু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌ তু পারণাভাবা দযুক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ং ॥ ২৫৭
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যা দুভয়ো র্দেবতা হরিঃ ॥ ২৫৮
বিষ্ণুশৃঙ্খলকে হপি স্যা দ্বৃত্তি র্নিশি পরত্রচ।
যদাধিক্যা ত্তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যা দ্ব্রত দ্বয়ং ॥
পারণায়া অনৌচিত্যং তাবত্যাং নিশি চে দ্ভবেৎ।
অশক্ত স্তূত্তরং কুর্য্যাং যোগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ ॥ ২৬০
দ্বাদশ্যা মুপবাসো হত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণং ॥ ২৫৯

এই কারিকাগুলি প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ বিচারে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তরূপে নহে।

কেচি চ্চেদ মুপবাস দ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থ বিষয়ক মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তং, বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ, তথা নারদীয় বচনেষ্বত্র শক্তাশক্তাদি বিশেষ পরিত্যাগেন নর ইতি সামান্য নির্দ্দেশাচ্চ। ইতি দিগ্দর্শনী।

এই দিগ্দর্শনী সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং কথিত কারিকাগুলির সহিত এই দিগ্দর্শনীর কোন বিরোধ নাই।

পারণাহেতু দ্বাদশ্যা ইত্যাদি। ২৫৭ অঙ্কধৃত,
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদিত্যাদি। ২৫৮ অঙ্কধৃত,

শ্রবণা দ্বাদশীর নিত্যতা সিদ্ধ আছে। (বৈষ্ণবেষষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ) বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস না করিয়া শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাস করিতে পারে, এই অন্যপ্রকার দোষ।

এই দুইটী দোষকেই বক্ষ্যমাণ দ্বিধাব্রত বলা হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত এই,—স্মার্ত্তমতে শক্তাশক্ত সকলেই বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস করিবে। শ্রবণা ও দ্বাদশী রাত্রিগত হইলেও শ্রবণা দ্বাদশীতে দিনেই পারণ করিবে।

বৈষ্ণবমতেও বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস হইবে; শ্রবণা ও দ্বাদশী রাত্রিগত হইলেও শ্রবণা দ্বাদশীতে দিনেই পারণ হইবে। দিনেই পারণ বিহিত। ইহা বিস্তৃতভাবে আগে বর্ণিত হইবে।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ বিচার।

বিষ্ণুশৃঙ্খলকেঽপি স্যা দিত্যাদি। ২৬০ অঙ্ক ধৃত,

দ্বাদশ্যা মুপবাসো ঽত্র ইত্যাদি। ২৫৯ অঙ্ক ধৃত,

কারিকাগুলি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে,—

স্মার্ত্ত মতে

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিন শ্রবণা এবং দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে প্রবেশ করিলে, রাত্রিতে পারণ না থাকায় শক্ত ব্যক্তি দুই উপবাস অর্থাৎ প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খল ও শ্রবণা দ্বাদশীব্রত করিবে আর অশক্ত ব্যক্তি এক উপবাস অর্থাৎ শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতই করিবে। শক্তাশক্ত সকলেই ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

বৈষ্ণব মতে—

বৈষ্ণবের পক্ষে এক উপবাস, অষ্ট মহাদ্বাদশী নিত্য বলিয়া বৈষ্ণবের বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া শ্রবণাদ্বাদশীতে উপবাস হইবে, ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে, ইহা সিদ্ধান্ত নহে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ।

এখন সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে,—

স্মার্ত্ত মতে—

শ্রবণা দ্বাদশী প্রসঙ্গে শূলপাণিকৃত তিথিবিবেকে ভবিষ্যপুরাণং। বিষ্ণু শৃঙ্খলকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

"একাদশী দিনে রাজন্ শ্রবণা সম্ভবেদ্ যদি।

একাদশ্যা মুপবসে দ্দ্বাদশ্যাং ন কদাচন॥"

একাদশী এবং দ্বাদশী, উভয় দিনে শ্রবণা পাইলে একাদশীতে উপবাস করিবে, দ্বাদশীতে কখনও উপবাস করিবে না।

"দ্বাদশ্যাং ন কদাচন" এই স্থলে দ্বাদশীপদে শ্রবণাদ্বাদশী, কারণ একাদশীতে উপবাস সম্ভব হইলে, দ্বাদশীতে উপবাস হয় না; শ্রবণাদ্বাদশী হইলে উপবাস হইতে পারে। একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে শ্রবণার যোগেই "দ্বাদশ্যাং ন কদাচন" এই নিষেধ। "একাদশী দিনে রাজন্ শ্রবণা সম্ভবে যদি" এই বাক্য দ্বারা একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণার এক দিনে মিলনই পাওয়া যাইতেছে।

তিথিতত্ত্বে শ্রবণা দ্বাদশী প্রসঙ্গে,

উভয়দিনে তল্লাভে তু একাদশীযুতা গ্রাহ্যা, যুগ্মাৎ,

"দ্বাদশীচ প্রকর্ত্তব্যা একাদশীযুতা বিভো!
সদা কার্য্যাচ বিদ্বদ্ভি র্বিষ্ণুভক্তৈশ্চ মানবৈঃ॥"

ইতি স্কান্দাচ্চ।

উভয়দিনে দ্বাদশীতে শ্রবণা লাভ হইলে একাদশীযুক্ত দ্বাদশীই গ্রাহ্য, তাহার একারণ যুগ্ম। অন্য কারণ,

বিষ্ণুভক্ত পণ্ডিত মানবের একাদশীযুক্ত দ্বাদশীই কর্ত্তব্য।

এই স্কান্দবচন। সুতরাং বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস শ্রবণা দ্বাদশীতে পারণ হইবে।

এখন যুগ্ম তিথি বলা যাইতেছে,—

তিথিতত্ত্বে—

দ্বিতীয়া তৃতীয়য়োঃ শ্চতুর্থী পঞ্চম্যোঃ, ষষ্ঠী সপ্তম্যোঃ, অষ্টমী নবম্যো, রেকাদশী দ্বাদশ্যো, শ্চতুর্দ্দশী পৌর্ণমাস্যোঃ প্রতিপদ মাবস্যয়ো র্যুগ্মং।

যুগ্মং মেলনং পরস্পরাভিসম্বন্ধঃ। ইতি কাশীরামঃ।

দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া, চতুর্থী এবং পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী, একাদশী এবং দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা প্রতিপৎ এবং অমাবস্যা; ইহারা যুগ্ম তিথি। যুগ্ম অর্থ মিলন পরস্পর অভিসম্বন্ধ। স্মার্ত্তমতের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল।

এখন বৈষ্ণবমতের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—

বিষ্ণুশৃঙ্খলও অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী; শ্রবণা দ্বাদশীও অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী; কোন দিনে উপবাস হইবে? উত্তর,—বিষ্ণুশৃঙ্খলেই উপবাস হইবে শ্রবণা দ্বাদশীতে পারণ হইবে।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ, পরদিন শ্রবণা দ্বাদশীতে বিহিত হওয়ায় পারণ দিনের শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে না। বিষ্ণুশৃঙ্খলই অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে।

তবে যদি বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিনে দ্বাদশী দেড় প্রহরের অধিক থাকে, আর শ্রবণা অপর সূর্য্যোদয়ের সমান বা অধিক হয়, তাহা হইলে পরদিনে প্রকৃত বিজয়া হইবে, বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া প্রকৃত বিজয়ায় উপবাস হইবে। এই সিদ্ধান্ত। স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণব মতের সিদ্ধান্ত একইরূপ। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা না করায়, হরিভক্তি বিলাসের ব্যবস্থাগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা না করায় বৃদ্ধ পরম্পরা উপদেশ না জানায়, শ্রবণা দ্বাদশীতে ও বিষ্ণুশৃঙ্খলে বিশৃঙ্খল ঘটাইতেছেন।

পারণ কালনির্ণয়ঃ।

স চ ব্রত বিকল্পে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলেচ স্পষ্ট এব। কেবল শ্রবণ নিষ্কর্ষে তু ন তদাদরঃ।

পারণ কালটী ব্রতবিকল্পে এবং দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে স্পষ্টই আছে। শ্রবণা দ্বাদশীকে ব্রত বিকল্প বলে।

ব্রত বিকল্পে যথা

শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণং॥ ২৫১ *

দ্বিতীয়ে বিষ্ণুশৃঙ্খলে যথা

উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণং॥ ২৫৬

উভয় ব্রতেই দ্বাদশীক্ষয়।

কেবল শ্রবণার নির্গমে শ্রবণার আদর নাই। দ্বাদশী ও শ্রবণার নির্গম প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ দিনেই হয়, সেইস্থলেই শ্রবণার আদর।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ।

অনুবৃত্তি র্দ্বয়ো রেব পারণাহে ভবে দ্যদি।
তত্রাধিক্যে তিথে র্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণং॥ ২৬১

টীকাচ দিগ্দর্শনী। দ্বয়ো স্তিথ্যৃক্ষয়োঃ দ্বাদশী শ্রবণয়োঃ পারণাহে অনুবৃত্তিঃ, বৃদ্ধি ক্রমেণাগমঃ। তিথে র্দ্বাদশ্যা আধিক্যে বৃদ্ধৌ বৃত্তে সতি ভান্তে শ্রবণান্তে পারণং। এতচ্চ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগাপেক্ষয়া পূর্ব্বদিনোপবাসাভিপ্রায়েণোক্তং।

ইত্যেষা। ২৬১

যদি দ্বাদশী তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্রের পারণ দিনে অনুবৃত্তি অর্থাৎ বৃদ্ধি হয় তবে দ্বাদশী তিথির আধিক্য হইলে শ্রবণার অন্তে পারণ করিবে। ইহা বিষ্ণু-শৃঙ্খল যোগ অপেক্ষায় পূর্ব্বদিন উপবাস অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে।

নারদীয়ে

তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগে উপবাসো ভবে দ্যদা।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাব নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥ ২৬১

---

* ১১ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

যে সময় তিথি এবং নক্ষত্রের যোগে উপবাস হয়, সেইস্থলে একের যে পর্য্যন্ত ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত পারণ করিবে না।

ঋক্ষস্থ সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যে হি পারণং।
দ্বাদশী লঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ॥ ২৬২

টীকাচ দিগ্দর্শনী। ঋক্ষস্থ শ্রবণানক্ষত্রস্থ আধিক্যে দ্বাদশীতো বৃদ্ধৌ সত্যাং দ্বাদশী মধ্যে এব পারণং স্যাৎ অত্র ন ঋক্ষাস্তঃ অপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। ননু ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যা দিত্যুক্তং তত্র লিখতি দ্বাদশীতি পূর্ব্বং দ্বাদশী পারণ নির্ণয়ে। ইত্যেষা। ২৬২

শ্রবণানক্ষত্রের আধিক্য হইলে অর্থাৎ দ্বাদশী হইতে বৃদ্ধি পাইলে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে। এখানে নক্ষত্রান্তের অপেক্ষা করিবে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, 'ঋক্ষান্তে পারণ করিবে'। ইহা উক্ত হইয়াছে; এই বিষয়ে বলা যাইতেছে, দ্বাদশী ইত্যাদি।

দ্বাদশী লঙ্ঘনে বহু প্রকার দোষ পূর্ব্বে ত্রয়োদশ বিলাসে দ্বাদশী পারণ নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে। ২৬২

তথাচোক্তং ভবিষ্যোত্তরে

তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্যসংক্ষয়ঃ॥
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথি ক্ষয়ে ন ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥ ২৬৩ *

টীকাচ দিগ্দর্শনী। তাবদিতি। তিথিনক্ষত্র সংযুগং যাবৎ ন ভোক্তব্যং। এক বিয়োগেন পারণং কর্ত্তব্যং। অত্রচ দ্বাদশ্যাং সত্যাং তস্যা মেব পারণং, নতু তদতিক্রমেণ ইত্যর্থঃ। ইত্যেষা। ২৬৩

* তিথিক্ষয়েণ একাদশী ক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশ্যাং পারয়েদিত্যর্থঃ। তত্রহেতু দ্বাদশী মিত্যাদি। ইতি তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

রঘুনন্দন "তিথিক্ষয়েণ" এইরূপ তৃতীয়ান্ত পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্ণয়ামৃতকার এবং গোস্বামিপাদ দন্ত্য নকার নির্দ্দেশ করিয়া "তিথিক্ষয়ে" এইরূপ সপ্তম্যন্ত পাঠের সমর্থন করিয়াছেন।

পারণ কালনির্ণয়ঃ।

যথন তিথিনক্ষত্র সংযোগে উপবাস হয়, তথন তাহার পারণ কিরূপ হইবে? ইহাই কথিত হইতেছে।—

হে মহীপাল! যে পর্য্যন্ত তিথি নক্ষত্রের সংযোগ থাকে, সেই পর্য্যন্ত পারণ করিবে না; তন্মধ্যে একের ক্ষয় হইলেই পারণ করিবে। বিশেষ এই,—যদি দ্বাদশী হইতে শ্রবণা বৃদ্ধি হয়, তবে তিথিক্ষয়ে ভোজন করিবে না; দ্বাদশীতেই ভোজন করিবে। দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবেই না।

এবং দ্বয়োর্নিশা ব্যাপ্তৌ চাহ্নি পারণ মীরিতং।
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি হৃন্যত্র সম্মতং॥(১)
অতো রাত্রিগতো দ্বাদশ্যংশো নাত্র বিচার্য্যতে।
অতো বর্দ্ধত ইত্যাহ পারণা সময়াত্যয়ং॥
যতো রাত্রা বৃক্ষলব্ধা বপি দ্বাদশ্যতিক্রমঃ।
অতঃ কৃতং পৌনরুক্তং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥
এবকারেণ চ পুন স্তদেব নিরধারি যৎ।
দ্বাদশ্যনাদরো নাতঃ কার্য্যো ভস্যতু স স্মৃতঃ॥ ২৬৩

এইপ্রকার দ্বাদশীও শ্রবণা রাত্রি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে দিনেই পারণ করিবে। "রাত্রিতে পারণ করিতে নাই।" ইহার বিষয় অন্যত্র। অতএব রাত্রি গত দ্বাদশীর অংশ বিচারের বিষয়ীভূত নহে। অতএব "শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি" এই "বর্দ্ধতে" ইহা দ্বারা পারণা সময়ের অতিক্রমকেই বুঝাইয়াছে। যেহেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রবণার অন্তে পারণ করিলে, দিবাতে শ্রবণার লাভ লইলেও দ্বাদশীর অতিক্রম হয় এবং রাত্রিতে শ্রবণার লাভ হইলেও দ্বাদশীর অতিক্রম হয়। অতএব পুনরুক্তি করা হইয়াছে। "দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ" দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবেই না। "নৈব লঙ্ঘয়েৎ" এই 'এব' শব্দদ্বারা দ্বাদশীতে পারণেরই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। অতএব দ্বাদশীর অনাদর কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু নক্ষত্রেরই অনাদর কর্ত্তব্য।

স্কান্দে

যাঃ কাশ্চ তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যা দ্বিনা শ্রবণ রোহিনীং॥ ২৬৩

(১) ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যা দৃতে বৈ রোহিনী ব্রতাৎ।

নক্ষত্রযোগে যে সকল তিথি পুণ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রোহিণী ও শ্রবণা ভিন্ন সমস্ত তিথিরই নক্ষত্রান্তে পারণ হইবে। কিন্তু রোহিণী ও শ্রবণার মধ্যেই পারণ হইবে।

পারণ বিচার, সন্দেহ নিরাস

ত্রয়োদশ্যাং পারণন্তু নৈত দ্বিষয় মুচ্যতে।
ত্রয়োদশ্যা মপীত্যেত দনুক্তে রদ্বিধা ততঃ॥
প্রত্যুতাত্র তু শব্দেন তস্যৈকত্বং প্রদর্শিতং।
পর্য্যবস্যে দতো যুক্ত্যা দ্বাদশীক্ষয় এব তৎ।
তথাপি সন্দিহানশ্চে দগৃহীয়া চ্চরণামৃতং।
পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তদ্ভবে দ্যতঃ॥ ২৬৩

এখন প্রশ্ন হইতেছে—

"দ্বাদশ্যা মুপবাসো হত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণম্।"

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিনে দ্বাদশী এবং শ্রবণা রাত্রিপর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে, রাত্রিতে পারণের নিষেধ বলিয়া ত্রয়োদশীদিনে ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে, এই আভাসে বলা যাইতেছে, ত্রয়োদশ্যামিতি।

ত্রয়োদশীতে যে, পারণ তাহা প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল বিষয়ক নহে, ইহা দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল বিষয়ক।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান থাকিলে "ত্রয়োদশ্যামপি" এইরূপ পাঠ হইত। কেবল যে দ্বাদশীতে পারণ তাহা নহে, ত্রয়োদশীতেও পারণ হইবে। অপি শব্দদ্বারা এই অর্থই লাভ হইত। তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস, শ্রবণাদ্বাদশীতে পারণ, এই একপ্রকার।

বিষ্ণুশৃঙ্খলও শ্রবণাদ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ, এই অন্য প্রকার। এই দুইপ্রকার পারণ হইত।

"ত্রয়োদশ্যা মপি" এইরূপ পাঠ যখন উক্ত হয় নাই, তখন দুইপ্রকার পারণ হইবে না।

প্রত্যুত "ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণং" এইস্থলে "তু" শব্দ দ্বারা পারণের একত্বই প্রদর্শিত হইল। ত্রয়োদশীতে যে পারণ, তাহা যুক্তি অনুসারে দ্বাদশীক্ষয়েই (১)

---

(১) বৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে যুক্তি দ্রষ্টব্য।

পারণ কালনির্ণয়ঃ।

পর্য্যবসান। দ্বাদশী বৃদ্ধিতে নহে। দুই উপবাসে অনুরাগী দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—

তথাপি যদি কেহ সন্দিহান হয়, তবে চরণামৃত গ্রহণ করিবেন। যে হেতু চরণামৃতই পারণের সম্যক্‌রূপে শ্রেষ্ঠ পূরক বটে।

কালমাধবীয়ে—

উপবাসেষু সর্ব্বেষু পূর্ব্বাহ্ণে পারণং ভবেৎ।

সমস্ত উপবাসেই পূর্ব্বাহ্ণে পারণ হইবে।

তত্রৈব প্রতিপৎ প্রকরণে—

তিথ্যন্তে চৈব ভান্তে চ পারণং যত্র চোদ্যতে।
যামত্রয়োর্দ্ধবর্ত্তিন্যাং প্রাতরেব হি পারণম্॥

তিথ্যন্তে কিম্বা নক্ষত্রান্তে যেখানে পারণ কথিত হইয়াছে। তথায় তিথি কিম্বা নক্ষত্র যামত্রয়ের (সাড়েতিনপ্রহরের) ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী (অধিক) হইলে; প্রাতঃ কালেই পারণ করিবে।

তিথি কিম্বা নক্ষত্র কিম্বা তিথিনক্ষত্র উভয়ই রাত্রি ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিলে কোন সময় পারণ হইবে? এই আভাসে বলা যাইতেছে'—

গৌতমীয়ে স্ফুট মেব উক্তম্।

যদৃক্ষং বা তিথি র্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।
দিবসে পারণং কুর্য্যা দন্যথা পতনং ভবেৎ॥ ২৬৩

গৌতমীয়ে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে—

নক্ষত্রই হউক বা তিথিতই হউক রাত্রি ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিলে দিনেই পারণ করিবে। দিনে পারণ না করিলে পতন হইবে।

পারণাহেতু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌ তু পারণাভাবা দ্ব্যক্তং কর্ত্তুং ব্রত দ্বয়ম্॥ ২৫৭
বিষ্ণুশৃঙ্খলকেঽপি স্যা দ্বৃত্তি র্নিশি পরত্র চ।
যদাধিক্যা ত্তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যা দ্ব্রত দ্বয়ম্।
পারণায়া অনৌচিত্যাং তাবত্যাং র্নিশি চে দ্ভবেৎ।

অশক্ত স্তূত্তরং কুর্য্যা দেযাগস্তৈবাস্ত গৌরাৎ।
দ্বাদশ্যা মুপবাসো হত্র ত্রয়োদশ্যা স্তু পারণম্॥ ২৫৯

গোস্বামিপাদ বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণের বিচারে যে, এই সকল কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপক্ষরূপে, সিদ্ধান্তরূপে নহে, যে হেতু পারণ দিনে তিথি-নক্ষত্র রাত্রি পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলে দিনেই পারণ বিহিত এবং তিথিনক্ষত্র যামত্রয়ের উর্দ্ধে গমন করিলে প্রাতেই পারণ বিহিত হইয়াছে।

বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রের রাত্রিতে স্থিতি হইলে, শক্তের দুই উপবাস, অশক্তের পরদিন উপবাস যে হইবে না, তাহা পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন।

যাহারা শক্তাশক্তভেদে দুই উপবাস ও এক উপবাসের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাহারা ভ্রান্ত কি না বিবেচনা করিবেন।

এখন সার ব্যবস্থা বলা যাইতেছে,—

সারব্যবস্থা

নিত্য উপবাসের পর যেমন কাম্য উপবাসের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ উপর্য্যুপরি দুইটী নিত্য উপবাসের ব্যবস্থা নাই, নিষেধ আছে।

একাদশীও নিত্য, শ্রবণাদ্বাদশীও নিত্য, তখন "পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং" ইত্যাদি বচন দ্বারা দুই উপবাস নিষিদ্ধ হওয়ায় শ্রবণাদ্বাদশীতে উপবাস হইবে। ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে।

পূর্ব্বদিন বিষ্ণুশৃঙ্খল, পরদিন শ্রবণাদ্বাদশী। এইরূপ স্থলে বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস শ্রবণাদ্বাদশীতে পারণ হইবে।

তথাহি

দ্বাদশ্যেকাদশী বাস্যা তুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগশ্চ তত্ত্বয়ং মিশ্রিতং যদি॥ ২৫১

টীকা চ দিগ্দর্শনী। দ্বাদশীতি। শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা যদি দ্বাদশী স্যা তদা শক্তৈ রশক্তৈশ্চ সর্ব্বৈ রেব দ্বাদশ্যে বোপোষ্যা। যদি বা একাদশী শ্রবণান্বিতা স্যাৎ, দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি, তদা সর্ব্বৈ রেকাদশ্যে বোপোষ্যা।

সারব্যবস্থা।

যদি চ তিথিক্ষয়াৎ তত্রয়ং দ্বাদশ্যেকাদশী শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং, একস্মিন্নেব দিনে অন্যোন্য মিলিতং স্যাৎ, তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলো নাম যোগঃ।

বিষ্ণুদৈবত্যানাং ত্রয়াণা মেব তেষা মেকত্র শৃঙ্খলাব দ্গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ স এবোপোষ্যা ইত্যর্থঃ। তত্তদ্বিশেষশ্চ উদাহরিষ্যমাণ বচনতো হগ্রে ব্যক্তো ভাবী॥ ইত্যেষা॥ ২৫১

তিথিক্ষয়াদিত্যনেন তিথিবৃদ্ধাবপীত্যায়াতম্।

১। শ্রবণা নক্ষত্র যুক্তা যদি দ্বাদশী হয়, তাহা হইলে শক্ত এবং অশক্ত সকলেই দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে॥ একাদশীতে করিবে না। 'এব' শব্দ একাদশীর ব্যাবর্ত্তক।

২। যদি বা একাদশী শ্রবণান্বিতা হয়, দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না থাকে, তাহা হইলে সকলেই একাদশীতেই উপবাস করিবে। বামন দ্বাদশী বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না। 'এব' শব্দ দ্বাদশীর ব্যাবর্ত্তক। যদি চ একাদশী তিথির হ্রাস বশতঃ একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণা এই তিনটী এক দিনে পরস্পর মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল নাম যোগ বলে। কারণ, সেই তিনেরই দেবতা বিষ্ণু। তাহারা একত্র শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রথিত। সেই হেতু বিষ্ণুশৃঙ্খলেই উপবাস করিবে।

যদি বা প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের পর দিনে দ্বাদশী ও শ্রবণার নির্গম হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলেই উপবাস করিবে, পরদিন শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না। 'এব' শব্দ শ্রবণা দ্বাদশীর ব্যাবর্ত্তক।

সেই সেই বিশেষ উদাহরিষ্যমাণ বচন হইতে আগে প্রকাশ পাইবে।

গোস্বামিপাদ পূর্ব্বে সার ব্যবস্থা লিখিয়া পরে বচন দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বিচারসহ প্রমাণ বচন সকল লিখিয়া পরে সার ব্যবস্থা লিখিলাম।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতা শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা সমাপ্তা। *

ষোড়শ বিলাসে

গোবর্দ্ধন পূজা মীমাংসা।

শ্রীকৃষ্ণদাস বর্য্যো হয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন ভূধরঃ।
শুক্লাপতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকে হর্চ্চ্যো হত্র বৈষ্ণবৈঃ॥ ১১৮

প্রাতরিতি। পূর্ব্বাহ্নে তাৎপর্য্যকং।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কার্ত্তিকমাসে শুক্লাপ্রতিপদে প্রাতে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পূজিত হন।

ইদং কর্ম্ম গোবর্দ্ধন প্রাধান্যেন গোপ্রাধন্যে ন চ খ্যাতং।

এই গোবর্দ্ধন পূজা গোবর্দ্ধন প্রাধান্যে এবং গোপ্রাধান্যে প্রসিদ্ধ।

এই গোবর্দ্ধন পূজায় গোবর্দ্ধন পূজা এবং গোগণের পূজা করিতে হয়।

নির্ণয়ামৃতে পুরাণান্তর বচনং।

যা কুহুঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়ে নৃপ?
পূজামাত্রেণ বর্দ্ধন্তে প্রজা গাবো মহীপতিঃ॥ ১১৮

হে নৃপ! অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে গোগণের এবং গোবর্দ্ধনের পূজা করিবে। পূজামাত্রে প্রজা গোগণ ও ভূপতি বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ সম্পদ সম্পন্ন হয়।

দেবলঃ।

প্রতিপদ্দর্শ সংযোগে পূজন স্ত গবাং ষতম্।
পরবিদ্ধা স্ত যঃ কুর্য্যাৎ পুত্র দ্বার ধন ক্ষয়ঃ॥ ১১৮

অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে গোবর্দ্ধন পূজাও গোগণ পূজা করিবে। পরবিদ্ধা অর্থাৎ দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে করিবে না। যে দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে পূজা করে, তার স্ত্রী পুত্র ও ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

নন্দায়াং দর্শনে রক্ষা * বলিদানং দশাস্থচ।
ভদ্রায়াং গোকুলক্রীড়া দেশনাশায় জায়তে॥ ১১৮

পৌর্ণমাস্যাং হরে রক্ষাবন্ধনং বিধিপূর্ব্বকং।
ব্রজরাজকুমারত্বাৎ কেচি দিচ্ছন্তি সাধবঃ।

চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমায়াং রক্ষাবন্ধন বিধানং প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমায়াং নিষেধঃ।
দেব পূজায়াং তিথি সামান্যেষু বলিদান বিধানং দশমীষু নিষেধঃ।
অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদি গোকুলক্রীড়া বিধানং দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদি নিষেধঃ।
ইত্যাদ্যাভাসেনাহ নন্দায়া মিতি।

নন্দায়াং পূর্ণাযুক্ত নন্দায়াং পূর্ণিমাযুক্ত প্রতিপদি দর্শনে সতি রক্ষা রক্ষাবন্ধনং দশাসু দশমীষু বলিদানং ভদ্রায়াং নন্দাযুক্ত ভদ্রায়াং প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়ায়াং গোকুলক্রীড়া গোবর্দ্ধনপূজা গবাং পূজাচ দেশনাশায় জায়তে ভবতি।

চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাতে রক্ষাবন্ধনের বিধান, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমাতে নিষেধ। দেবপূজায় তিথি সামান্যে বলিদানের বিধান, দশমীতে নিষেধ।

অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে গোবর্দ্ধন পূজা ও গোগণের পূজার বিধান, দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে নিষেধ। ইত্যাদি আভাসে বলা হইয়াছে নন্দায়ামিত্যাদি।

প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমাতে রক্ষাবন্ধন, দশমীতে বলিদান, দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে গোকুলক্রীড়া অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পূজাও গোগণের পূজা দেশনাশের জন্যই হয়।

দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদেও গোবর্দ্ধন এবং গোগণের পূজা হইতে পারে, যদি রাত্রিতে চন্দ্র দর্শনের সম্ভাবনা না থাকে।

উৎকল স্মৃতৌ

উদয়ে পূর্ব্বয়া তিথ্যা বিধ্যতে ত্রিমুহূর্ত্তকৈঃ।
সায়ং ত্তূত্তরয়া তদ্ব ন্ন ন্যূনা বেধ মর্হতি॥

উদয়ে পূর্ব্বতিথির সহিত পরতিথির ত্রিমুহূর্ত্ত দ্বারা বেধ হয়, সায়াহ্নে পরতিথির সহিত পূর্ব্বতিথির ত্রিমুহূর্ত্ত দ্বারা বেধ হয়। এই ত্রিমুহূর্ত্ত বেধ কোন কোন কার্য্যে আবশ্যক হয়। চন্দ্রদর্শনেও ত্রিমুহূর্ত্তবেধের আবশ্যকতা আছে।

পুরাণ সমুচ্চয়েতু—

সম্ভাবিত চন্দ্রোদয় দ্বিতীয়া সংযোগ এব নিষিদ্ধ্যতে।
গবাং ক্রীড়াদিনে চৈব রাত্রৌ দৃশ্যেত চন্দ্রমাঃ।
সোমো রাজা পশূন্ হন্তি সুরভী পূজাকাং স্তথা॥ ১১৮

রাজেত্যার্দ্ধং। রাজা রাজানং।

পুরাণ সমুচ্চয়ে,—যে প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়াতে চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, সেই দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদেই গোবর্দ্ধন পূজা ও গোগণের পূজা নিষিদ্ধ। যথা :—

গোবর্দ্ধন পূজা ও গোগণের ক্রীড়া অর্থাৎ পূজা-দিবসে রাত্রিতে চন্দ্র দৃষ্ট হইলে সেই চন্দ্র রাজা, পশু এবং সুরভী পূজকদিগকে বিনাশ করে।

এখন সম্ভাবিত চন্দ্রোদয় বর্ণিত হইতেছে,—

নির্ণয়ামৃতে।

প্রতিপদ্যাপরাহ্নিক ত্রিমুহূর্ত্তব্যাপিন্যাং দ্বিতীয়ায়াং চন্দ্রদর্শনং সম্ভাব্যতে।

তদুক্তং অগ্ন্যাধান বিষয়ে বৃদ্ধশাতপেন।

দ্বিতীয়া ত্রিমুহূর্ত্তা চেৎ প্রতিপদ্যাপরাহ্নিকী।
অগ্ন্যাধানং চতুর্দ্দশ্যাং পরতঃ সোমদর্শনাৎ॥ ১১৮

দ্বিতীয়া ত্রিমুহূর্ত্তঃ যস্যাং আপরাহ্নিক্যাং সা। পরতঃ পরদিনে প্রতিপদি আপরাহ্নিকী দ্বিতীয়া ত্রিমুহূর্ত্তা চেৎ তদা সোমদর্শনাৎ চন্দ্রদর্শনাৎ চতুর্দ্দশ্যাং আগ্ন্যাধানং স্যাৎ।

প্রতিপদ্ তিথিতে অপরাহ্নে ত্রিমুহূর্ত্ত ব্যাপিনী দ্বিতীয়া হইলে চন্দ্র দর্শনের সম্ভাবনা আছে। অগ্ন্যাধান বিষয়ে বৃদ্ধ শাতাতপ তাহা বলিয়াছেন,—

"পরদিন অপরাহ্নে প্রতিপদে দ্বিতীয়া ত্রিমুহূর্ত্তব্যাপিনী হইলে চন্দ্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া চতুর্দ্দশীতে অগ্ন্যাধান হইবে।"

যত্র প্রতিপদি যন্মুহূর্ত্ত ব্যাপিনী দ্বিতীয়া তত্র চন্দ্রদর্শন সম্ভাবন মিতি।

যে প্রতিপদে যন্মুহূর্ত্ত ব্যাপিনী দ্বিতীয়া হয়, সেই প্রতিপদে চন্দ্রদর্শনের সম্ভাবনা।

কেহ বলেন প্রতিপদে সায়াহ্ন ত্রিমুহূর্ত্ত ব্যাপিনী দ্বিতীয়া হইলেও চন্দ্রদর্শন হয়। এইজন্য দ্বিতীয়া দিনে প্রতিপৎ সাড়ে তিন প্রহর থাকিলে গোবর্দ্ধন পূজা হইতে পারে।

পুরাণ সমুচ্চয়ে।

বর্দ্ধমান তিথৌ নন্দা যদা সার্দ্ধ ত্রিযামিকা।
দ্বিতীয়া বৃদ্ধিগামিত্বা দুত্তরা তত্র চোচ্যতে॥

যদি তিথি বৃদ্ধি ক্রমে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ্ দ্বিতীয়া দিনে সাড়ে তিন প্রহর

থাকে, দ্বিতীয়াও বৃদ্ধিগামিনী হয়, তাহা হইলে অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে গোবর্দ্ধন ও গোগণের পূজা না হইয়া দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদেই পূজা হইবে।

প্রতিপদের বৃদ্ধিতে ও ক্ষয়েতে ও দ্বিতীয়া দিনে প্রতিপদ সাড়ে তিন প্রহর বা অধিক থাকিলে সেই দিনেই পূজা হইবে।

দ্বিতীয়া দিনে প্রতিপৎ—সাড়ে তিন প্রহরের কম হইলে চন্দ্র দর্শনের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে পূজা হইবে, তাহা সম্ভব না হইলে প্রতিপদযুক্ত অমাবস্যাতেও পূজা হইতে পারিবে।

এই বিষয়ে প্রমাণ,—

যা কুহূঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্রগাঃ পূজয়েন্নৃপ।

প্রতিপদযুক্ত অমাবস্যাতে গোবর্দ্ধন ও গোগণের পূজা করিবে।

ইতি গোবর্দ্ধনপূজা দিন নির্ণয়॥

* ইতি শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ কৃতা গোবর্দ্ধনপূজা মীমাংসা সমাপ্তা॥ *

রাসযাত্রা মীমাংসা।

রমণমিতি রাসঃ। নিপাতনে সিদ্ধঃ।

"ন দিবা রময়েৎ কদা" ইত্যাদিবচনাৎ দিবারাসনিষেধঃ।

রমণস্থানে 'রাস' শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

"দিবাতে কখনও রমণ করিবে না" ইত্যাদি বচনানুসারে দিবাতে রাসের নিষেধ।

ভগবান্ পূর্ণচন্দ্রে পূর্ণিমাতে রাসলীলা করিয়াছিলেন।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্ত মখণ্ডমণ্ডলং" ইত্যাদি শ্রীভগবতীয়বচনে অখণ্ডমণ্ডল মিতি তত্তিথাবেবতাৎপর্য্যং, শেষক্ষণে অখণ্ডমণ্ডলত্বেন রাসলীলায়াঃ অনুপপত্তেঃ।

শ্রীভাগবতীয়বচনে "অখণ্ডমণ্ডলং" ইহার তত্তিথি অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতেই তাৎপর্য্য, কারণ শেষক্ষণে অখণ্ডমণ্ডল হয় বলিয়া রাসলীলার অনুপপত্তি হয়। অতএব পূর্ণিমা তিথিতেই রাসযাত্রা হইবে।

কার্ত্তিকে পৌর্ণমাস্যান্ত রাসযাত্রা মহানিশি।
নন্দসূনোঃ প্রকর্ত্তব্যা মহা বিভব বিস্তরৈঃ ॥
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
পূজা কার্য্যার্দ্ধ রাত্রে তু নয়েৎ শেষং মহোৎসবৈঃ ॥
গীতৈর্নানাবিধৈর্বাদ্যৈ বেণুবীণামৃদঙ্গকৈঃ ॥ ইত্যাদি।
মহাবিভবো বিস্তরো যেষাং তে।

ধনবান ব্যক্তিগণ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় মহানিশিতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা করিবে। রাসযাত্রা করিলে ইহলোকে সুখলাভ করিয়া পরকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। অর্দ্ধরাত্রে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিবে। পরে গীত নানাবিধ বেণু বীণা মৃদঙ্গাদি বাদ্য মহোৎসব দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিবে।

উত্তীর্ণে সায়ং সময়ে গোপ্যো বৃন্দাবনং যযুঃ।
রাসক্রীড়াং তত স্তাভি শ্চক্রেচ জগদীশ্বরঃ ॥
গোপ্যো রাসক্রীড়া শ্চক্রুঃ পৌর্ণমাস্যাং মহানিশি।
ন পক্ষি নিনদ স্তত্র ন ঝীল্লী নিনদস্তথা ॥

মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রে মধ্যম যাময়োঃ।
তদপ্রাপ্তৌ চ কর্ত্তব্যং পৌর্ণমাস্যাং নিশামুখে॥
এবং রাসক্রীড়ং যস্তু কারয়েৎ ভুবি মানবঃ।
স সর্ব্বং দুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা নির্ব্বাণ মুক্তি মাপ্নুয়াৎ॥
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত উৎকল কলিকা।

সায়ং সময় উত্তীর্ণ হইলে গোপীগণ বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, অনন্তর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, ভগবান সহ গোপীগণ পূর্ণিমায় মহানিশিতে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। সেই সময় পক্ষিগণের কলধ্বনি ও ঝীল্লীরব অর্থাৎ ঝীঁঝীঁ পোকার শব্দ ছিল না।

(মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহর দ্বয়ং)

রাত্রির মধ্যম দুই প্রহর মহানিশা হইলেও তন্মধ্যে পারিভাষিক রাত্রির মধ্যম দুই যামের দুই ঘটিকা মহানিশা। অর্থাৎ সতর আঠার দণ্ড রাত্রি। মহানিশায় রাসযাত্রা করিবে। তাহার অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ মহানিশা সম্ভব না হইলে পূর্ণিমা তিথিতে নিশামুখে রাসযাত্রা করিবে। সন্ধ্যা হইতে চারিদণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত ‘নিশামুখ’।

অভিজিৎ সময়ব্যাপি-পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ।
তদা রাসোৎসবঃ কার্য্যো নচ যুগ্ম মপেক্ষতে॥

অভিজিৎ সময় ব্যাপিনী পৌর্ণমাসী যখন হয়, তখন রাস উৎসব করিবে। যুগ্ম অর্থাৎ দুই দিনে করিবে না।

অভিজিৎ মুহূর্ত্তকালের লক্ষণা করিলে অভিজিৎ সময় সপ্তদশ দণ্ড। অভিজিৎ নক্ষত্রকালের লক্ষণা করিলে অভিজিৎ সময় উনবিংশ দণ্ড। সুতরাং অভিজিৎ সময় মহানিশার উপলক্ষণ। মহানিশা অষ্টাদশ দণ্ড রাত্রি।

এই বচনটী রাস বিবেকে, রাসতত্ত্বে, উৎকল কলিকায় নাই। বচনটী অমূলক বলিয়া বোধ হয়। এই বচনটীর ‘অভিজিৎ সময়’ অভিজিৎ অর্থাৎ দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া কেহ বলেন, যেদিন দিবাতে সতর দণ্ড পূর্ণিমা থাকে, সেই দিন রাত্রিতে প্রতিপদে রাসযাত্রা হইবে।

দিবাতে রাসযাত্রা নিষেধ, পূর্ণিমা রাত্রে বিধান। রাসযাত্রা প্রতিপদে হইবে না। এই মত অসঙ্গত। কেহ বলেন, অভিজিৎ সময় উনিশ দণ্ড। যে দিন

পূর্ণিমা উনিশ দণ্ড রাত্রি প্রাপ্ত হয়, সেই দিনেই রাস হইবে। এই মত সঙ্গত।

যে দিন পূর্ণিমা মহানিশা পাইবে, সেই দিন রাস হইবে।

চতুর্দ্দশী যুক্ত পূর্ণিমায় মহানিশা পাইলে সেই দিনে রাসযাত্রা হইবে, অথবা প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমায় মহানিশা পাইলেও সেইদিন রাসযাত্রা হইবে। উভয় দিনে মহানিশা পাইলে যুগ্ম বলিয়া পূর্ব্ব দিন, * উভয় দিনে মহানিশা না পাইলে নিশিমুখে পর দিনে রাসযাত্রা হইবে।

ফলকথা চতুর্দ্দশী দিন রাত্রিতে এক যামের অর্থাৎ এক প্রহরের পর পূর্ণিমা আরব্ধ হইলে সেই দিনেই রাস হইবে, নচেৎ পূর্ণিমা দিন রাত্রিতে মহা নিশা পাইলে মহানিশায়, না পাইলে নিশামুখে রাস হইবে।

"রাকেশ কররঞ্জিতং" শ্রীভাগবতের এই বচন অবলম্বন করিয়া কেহ বলেন—প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমাতে রাস হইবে, চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাতে রাস হইবে না। ইহা অযুক্ত, কারণ 'রাকা' শব্দে পূর্ণেন্দুকে বুঝায়, চতুর্দ্দশীযুক্ত বা পূর্ণিমাযুক্তকে বুঝায় না। পূর্ণিমা তিথির ক্ষয়ে এবং পূর্ণিমা তিথির বৃদ্ধিতে 'পূর্ণেন্দু' থাকিবে। 'পূর্ণেন্দু' শব্দে পূর্ণিমাকে বুঝাইতেছে।

কৃষ্ণাষ্টমী দলাদূর্দ্ধং যাবৎ শুক্লাষ্টমীদলং।
তাবদেব শশী ক্ষীণঃ পূর্ণস্তস্তোপরিস্থিতঃ॥

কৃষ্ণাষ্টমী দল হইতে আরব্ধ হইয়া শুক্লাষ্টমী দল পর্য্যন্ত শশী ক্ষীণ হন, অর্থাৎ ইহাকে ক্ষীণচন্দ্র বলে। তাহার উর্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র। শুক্লা নবমী হইতে আরব্ধ হইয়া কৃষ্ণা সপ্তমী পর্য্যন্ত পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণিমা তিথিতে 'পূর্ণেন্দু' ব্যবহার আছে।

যদা চাস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণ চন্দ্রস্য চোদ্গমঃ।
রাকাং তা মনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ॥

সূর্য্যাস্ত সময়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে পিতৃগণ সহ দেবগণ তাহাকে রাকা বলিয়া জ্ঞাত আছেন। চতুর্দ্দশীযুক্ত কিম্বা প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমায় অস্ত হইতে পারে।

---

* চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা যুগ্ম তিথি।

ইতি রাসযাত্রা।

* ইতি শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি-কাব্যতীর্থকৃতা
রাসযাত্রা-মীমাংসা সমাপ্তা।*

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বিহ্বন্তি বিচার্য্যাত্র	বিদ্বদ্ভি র্বিচার্য্যাত্র	১	৮
চাস্য ফলবিশেষং	চাস্য ব্রতস্য ফলবিশেষং	৩	২৭
চাস্য ফলবিশেষং	চাস্য ব্রতস্য ফলবিশেষং	১১	৭
একাদণী	একাদশী	১৭	১৩
আহুতই	অহুতই	১৮	১২
ব্যভিচারিত্তং	ব্যভিচারিত্বং	১৯	২৯
দ্ব দশী শ্রবণাযুক্তা	দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা	২৩	১৫
শ্রবণদ্বাশীব্রতং	শ্রবণদ্বাদশীব্রতং	২৪	২৩
নিণয়ে	নির্ণয়ে	২৮	৩
দ্বাশীকে	দ্বাদশীকে	২৮	৩
একাদশীর	একাদশী	২৮	১৩
দ্বাশীতে	দ্বাদশীতে	২৯	২২
দ্বাশদ্বাদশী	দ্বাদশদ্বাদশী	৩৫	১৬
চাত্রেতি	ন চাত্রেতি	৩৭	২৭
হতি	ইতি	৩৮	৫
উপসাস	উপবাস	৪০	৬
পারণা ভাবা দযুক্তং	পারণাভাবযুক্তং	৪১	৩
গৌয়াৎ	গৌরবাৎ	৪৯	২
ব্রতং	মতং	৫১	১৭
পূন্নিমায়াং	পুর্ন্নিমায়াং	৫২	২
প্রাতিপদযুক্ত	প্রাতিপদযুক্ত	৫২	১৩
পৌর্ণমাসী	পৌর্ণমাসী	৫৬	১৯